হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

এলিসা

রূপান্তর: কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

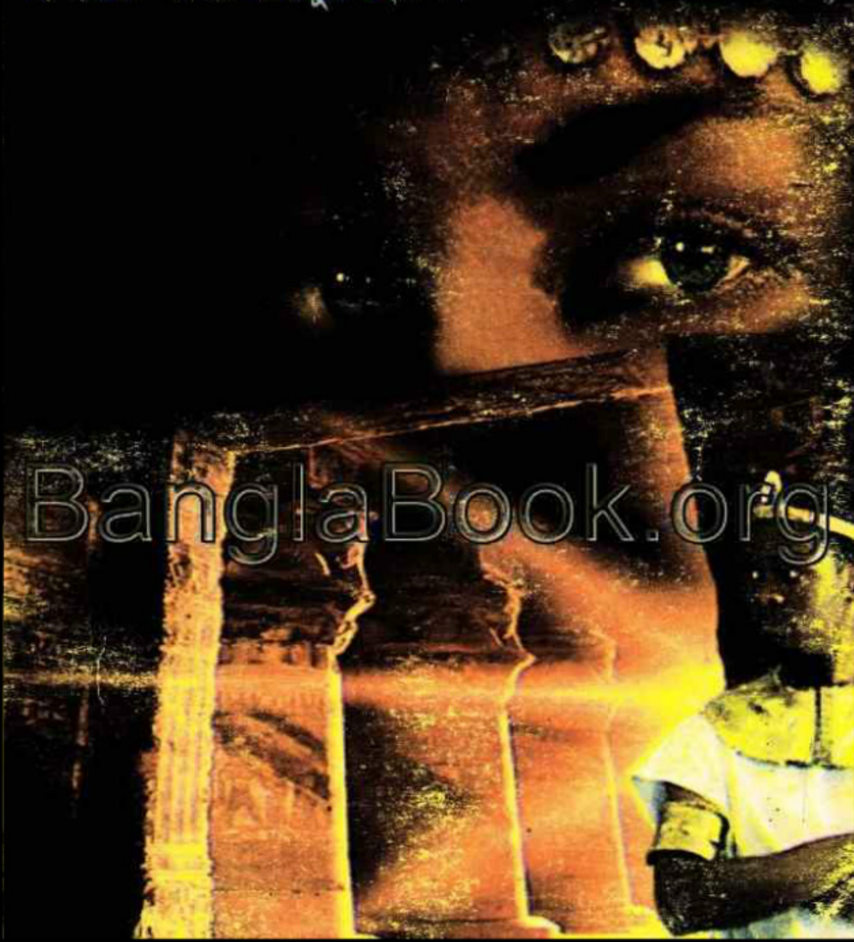

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনুবাদ

এলিসা

মূলঃ হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

রূপান্তরঃ কাজী মায়মুর হোসেন

এ-কাহিনী আজ থেকে তিন হাজার বছর আগের।
ধর্ম বড়, না সত্যিকার ভালবাসা?
কাহিনীটি পড়তে পড়তে চিরন্তন এই প্রশ্নটি জেগে উঠবে আপনার মনে।
ইজরায়েলের রাজপুত্র এযিয়েল ভালবেসে ফেলল মূর্তিপূজারিণী তরুণী এলিসাকে। পরস্পরের মন দেয়া নেয়া হলো ওদের এক অপার্থিব পরিবেশে। কিন্তু এই অবিনশ্বর পবিত্র প্রেম সফল হওয়ার পথে রয়েছে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। বাধা ধর্মের, বাধা সামাজিক অবস্থানের, বাধা মানসিকতার। বিরহ, চাতুরি, বিশ্বাসঘাতকতা, স্নেহ, ভালবাসা আর অমোঘ নিয়তি নিয়ে হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের লেখা বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য রত্ন এই বইটি আজই সংগ্রহ করুন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অনুবাদ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

এলিসা

রূপান্তর □ কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক

কাফেলা

সূর্যের শেষ রশ্মি একদল ক্লান্ত মানুষের ওপর পড়ছে। উট, গাধা আর ষাঁড়ের কাফেলা নিয়ে এগিয়ে চলেছে তারা। কঠোর পরিশ্রম করে পাথুরে একসারি টিলার চূড়ায় উঠল সবাই। এখানে একটু বিশ্রাম নিতে থামল। সামনে তাকালে দেখা যায় শীতের কারণে প্রায় শুকিয়ে আসা হলদে ঘাসের সমতল ভূমি। দূরে অনুচ্চ পাহাড়ের ঢালে দেখা যাচ্ছে একটা শহর। ওখানে যাওয়ার জন্যই এতো দূর থেকে এতো পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে অভিযাত্রীরা।

প্রাচীন শহরটার নাম যিম্বো। এখন যার নির্জন ধ্বংসস্তূপকে আমরা বলি যিম্বাবুই।

দূরবর্তী পাহাড়ের ঢালে সূর্যের তাপে শুকানো ইঁট দিয়ে তৈরি বাড়িগুলোর সমতল ছাদ আর ওগুলোকে ম্রিয়মান করে দেওয়া কালো পাথরের গোলাকার বিরাট বাড়িটা চোখে পড়ায় কাফেলার লোকজন খুশিতে চিৎকার করে উঠল। একেকজন একেক ভাষায় নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করছে। কেউ ফিনিশিয়ান, কেউ মিশরীয়, কেউ হিব্রু আবার কেউ আরবীতে। আফ্রিকার উপকূল থেকে এসেছে তারা। সেই আট মাস আগে রওনা হয়েছিল কঠিন এই যাত্রায়। এখন সামনেই সেই আকাঙ্ক্ষিত শহর, যেখানে তারা বিশ্রাম পাবে। রওনা হবার সময় বাচ্চা আর মহিলা ছাড়াও

www.BanglaBook.org

পনেরোশো লোক ছিল দলে, এখন তাদের মধ্যে অর্ধেক মাত্র বেঁচে আছে।

পথে জংলী একটা উপজাতির আক্রমণে অনেকে মারা গেছে। আরেক দফায় নিচু জমির জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মরেছে অনেকে। দু'বার খাবার আর পানির অভাবে পড়েছে তারা। সিংহ, কুমির আর অন্যান্য বুনো প্রাণীর আক্রমণে মৃত্যু তো ঘটেছেই। এখন তাদের কষ্টকর অভিযাত্রা সমাপ্ত হতে চলেছে। অন্তত ছয়মাস থেকে একবছর সামনের ওই বিরাট শহরে ব্যবসা করবে তারা, বিশ্রাম নেবে।

দলনেতা নির্দেশ না দিলেও আগের চেয়ে দ্রুতগতিতে শহর লক্ষ্য করে রওনা হয়ে গেল কাফেলা। যাত্রাপথের ক্লান্তির চিহ্ন দূর হয়ে গেছে অভিযাত্রীদের চেহারা থেকে। এমনকী তাদের সঙ্গের জন্তুগুলোও বোধহয় বুঝতে পেরেছে পরিশ্রমের দিন আপাতত শেষ হতে চলেছে। পিঠের বোঝা উপেক্ষা করে প্রাণবন্ত ভঙ্গিতে পাথুরে পথ ধরে এগিয়ে চলেছে তারা।

তবে একজন যুবক রওনা হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ মানুষ সে, কারণ তাকে আট-দশজন প্রহরী ঘিরে রেখেছে।

'যাও তোমরা,' প্রহরীদের নির্দেশ দিল সে। 'আমি একা থাকতে চাই। একটু পর আসছি।'

মাটির কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখাল তাকে প্রহরীরা, তারপর দলের পেছনে রওনা হলো।

যুবকের বয়স বছর বিশেক হবে। চামড়ার রং গাঢ়, সূর্যের তাপে প্রায় কালো বললেই চলে। কাপড়চোপড় আর ছোট করে ছাঁটা দাড়ি দেখে তাকে ইজরায়েল বা মিশরের লোক বলে মনে হয়। গলায় ঝোলানো সোনার কলার আর হাতের কারুকাজ করা বালার কারণে বোঝা যায় সে উচ্চপদস্থ কেউ। আসলে সে

BanglaBook.org

রাজপুত্র এযিয়েল ছাড়া আর কেউ নয়। তার ডাক নাম চিরজীবী, কারণ রাজপুত্রের কাঁধে একটা আঁচিল আছে, যেটা দেখতে একদম ক্রাক্স অ্যানসাটার মতো। মিশরীয়রা ওটাকে চিরঞ্জীব হওয়ার চিহ্ন বলে মনে করে।

রক্তের সম্পর্কে এযিয়েল ইজরায়েলের মহাপরাক্রমশালী রাজা সলোমনের নাতি। মায়ের দিক থেকেও তার দেহে বইছে রাজকীয় রক্ত। তার মা মিশরের রাজকুমারী।

এযিয়েল যথেষ্ট দীর্ঘ, কিন্তু হালকা-পাতলা। সুদর্শন মুখটা ডিম্বাকৃতির। কালো চোখগুলো বড় বড়, তাতে চিন্তিত দৃষ্টি, যেন নির্ধারিত ভবিষ্যৎ দেখছে। বেশির ভাগ সময়েই এযিয়েলের চোখে ওই শান্ত চিন্তিত দৃষ্টি বিরাজ করে, কিন্তু কখনও কখনও সেখানে ভর করে অদ্ভুত এক আগুন।

পড়ন্ত সূর্যের আলো থেকে চোখ বাঁচিয়ে শহরটার দিকে তাকাল সে।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি প্রায় পৌঁছে গেছি,' আপন মনে বলল এযিয়েল। মায়ের ধর্ম গ্রহণ না করে জেহোভার প্রতি অনুগত সে। 'পৌঁছানোর সময়ও হয়ে এলো। পথ চলতে চলতে আমি ক্লান্ত। বলো, ঈশ্বর আর শয়তানের পূজারীদের শহর, তোমার দেয়ালের ওপারে কী সম্পদ আমি খুঁজে পাব?'

'সে-কথা কে-ই বা বলতে পারে?' পেছন থেকে একটা নরম গলা বলল। 'হয়তো, রাজপুত্র, আপনি কোনও স্ত্রী পাবেন, হয়তো পাবেন সিংহাসন, অথবা নিজের জন্যে কোনও নির্জন কবর।'

এযিয়েল ঘুরে তাকিয়ে দেখল এক কালের দামি একটা ছেঁড়া আলখেল্লা গায়ে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় একটা গোল টুপি। লোকটা মাঝবয়সী। গালে ধূসর দাড়ি। রুক্ষ চেহারা। চোখে চকিত দৃষ্টি, তবে তা নিষ্ঠুর নয়। ফিনিশিয়ার একজন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যবসায়ী সে, টায়ারের রাজা হিরামের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। এই যাত্রায় রাজা তাকেই ব্যবসায়ীদের দলপতি করে পাঠিয়েছেন।

'মেটেম, দায়িত্ব ফেলে আমার কাছে কেন তুমি?' জিজ্ঞেস করল এযিয়েল।

'যাতে আরও জরুরি দায়িত্ব পালন করতে পারি,' বিনীত স্বরে জবাব দিল মেটেম। 'যাতে আপনার দেখভাল করতে পারি, রাজপুত্র। ইজরায়েল থেকে আপনাকে আমি এতোদূর নিয়ে এসেছি, এখন আমার সেই দায়িত্ব শহরের প্রশাসকের হাতে নিরাপদে তুলে দিতে চাই। পরিচারকদের মুখে শুনলাম আপনার নির্দেশে তারা আপনাকে ফেলে চলে গেছে, কাজেই আমি আপনার সঙ্গী হতে এসেছি। রাতের আঁধার নামার পর এদিকটা ঠিক নিরাপদ নয়।

'তোমার দুশ্চিন্তার জন্যে ধন্যবাদ, মেটেম, তবে আমার মনে হয় না এখানে বিপদের ভয় আছে। আর তা ছাড়া, নিজেকে আমি রক্ষা করতে জানি।'

'ধন্যবাদ দেবেন না, রাজপুত্র। আমি ব্যবসায়ী মানুষ। অতীতের মতোই এখন দেখভাল করছি, কারণ জানি এতে করে আমি উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাব। নিরাপদে আপনাকে নিয়ে গেলে প্রশাসক আমাকে ভাল পুরস্কার দেবেন। তারপর যখন কয়েক বছর পর আপনাকে আমি আবার জেরুজালেমের রাজ দরবারে নিয়ে যাব, তখন মহান রাজাও আমাকে পুরস্কৃত করবেন।'

'সেটা নির্ভর করে আমার দাদা মহাজ্ঞানী সলোমন তখনও সিংহাসনে আছেন কি না তার ওপর,' জবাব দিল এযিয়েল। 'তবে বয়স হয়েছে ওঁর। তাঁর বদলে আমার চাচা যদি রাজমুকুট মাথায় পরে, তা হলে তুমি পুরস্কৃত হবে সে-ব্যাপারে আমি অতোটা নিশ্চিত নই। তোমরা ফিনিশিয়ানরা টাকা খুব ভালবাসো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেক্ষেত্রে আমি কি ধরে নেব, মেটেম, যে সোনার বিনিময়ে আমাকেও তুমি বিক্রি করে দেবে?'

'আমি তেমন কথা বলিনি, রাজপুত্র, তবে বন্ধুত্বের জন্যেও দাম দিতে হয়।'

'তোমার জাতির লোকদের মধ্যে এ-নিয়ম, মেটেম?'

'সব জাতিরই এই একই নিয়ম, রাজপুত্র। আপনি বললেন আমরা টাকা ভালবাসি। কথাটা সত্যি। টাকা মানুষকে সে যা চায় তা পেতে সাহায্য করে। সম্মান, পদ, আরাম বা রাজাদের বন্ধুত্ব।

'টাকা ভালবাসা দিতে পারে না, মেটেম।'

হেসে উঠল ফিনিশিয়ান ব্যবসায়ী, তারপর বলল, 'ভালবাসা? সোনা থাকলে যতো ভালবাসা চাই সব আমি কিনতে পারি। ক্রীতদাসরা রয়েছে, রয়েছে আরামপ্রিয় মেয়েমানুষ। অর্থের বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে চাইলেই ভালবাসা কেনা যায়। রাজপুত্র, আপনি বয়সে তরুণ, সেজন্যে বললেন টাকা দিয়ে ভালবাসা কেনা যায় না।'

'মেটেম, তোমার বয়স হচ্ছে। তবে আমি কী বলেছি তা বুঝতে পারোনি তুমি। যে ভালবাসার কথা বলেছি সেটা আমি ব্যাখ্যা করতে যাব না। আমার বক্তব্য যদি রাজা সলোমনের মতোই জ্ঞানগাম্ভীর্যময় হতো, তা হলেও তুমি বুঝতে না। টাকা তোমাকে বেহেস্তি সুখ এনে দিতে পারে না। পরজীবনে আত্মার ভাল করতে পারে না।'

'পরজীবন, রাজপুত্র? আমার আত্মার ভাল? ওসব আমি বিশ্বাস করি না। আমার আত্মা নেই। যখন আমি মরব, আমি মরব। ওখানেই শেষ হয়ে যাব। তবে বেহেস্তি সুখ? হ্যাঁ, ওটা কেনা যায়। এটা পরীক্ষিত সত্য। যদি সোনা দিয়ে সুখ না-ও কেনা যায়, তবু কেনা যায় অন্যকিছুর বিনিময়ে। রাজপুত্র, আপনি তো একজন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মহিলা এবং তার ভালবাসার কারণেই এখানে এই দুর্গম রাজ্যে এসেছেন, কী বলেন? সাবধান থাকবেন, নইলে ওই মহিলা এবং তার ভালবাসা আপনাকে চিরতরে এখানে রেখে দিতে পারে।'

'সূর্য ডুবছে,' শীতল শোনাল এযিয়েলের কণ্ঠ। 'চলো, সামনে এগোনো যাক।'

মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখিয়ে বিড়বিড় করে সালাম দিল মেটেম, বুঝতে পারছে বড় বেশি কথা বলে ফেলেছে সে। এযিয়েলের খচ্চরের রাশ ধরে থাকল সে। এযিয়েল জন্তুটার পিঠে উঠল। এবার নিজের খচ্চরটার খোঁজে চারপাশে তাকাল সে। ওটা চরতে চরতে সরে গেছে। আধঘণ্টা লেগে গেল ওটাকে ধরে আনতে। ততোক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে। গোধূলির আলো প্রায় নেই বললেই চলে। রুক্ষ টিলার ভেতর দিয়ে পথ করে এগোতে অসুবিধা হলো দুই অভিযাত্রীর।

হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছে খচ্চর দুটো। একটু পর হাঁটুর কাছে কর্কশ মরা ঘাসের স্পর্শে এযিয়েল আর মেটেম বুঝতে পারল, পথ ছেড়ে সরে গেছে তারা। তবে দিক ঠিক আছে তাদের। শহরের দেয়ালের ওপর জ্বলা আগুনগুলো দেখা যাচ্ছে। দিক নির্দেশনা দিচ্ছে জ্বলজ্বলে আলোগুলো। একটু পরই আর ওই আলো দেখা গেল না, আড়ালে পড়ে গেল ঘন পাতাওয়ালা এক ঝাড় গাছের কারণে।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ করে চলতে গিয়ে একটা গাছের শেকড়ে পা বেধে আছাড় খেলো মেটেমের খচ্চর। ওটাকে টেনে তুলতে তুলতে মেটেম বলল, 'এখন একটা কাজই করার আছে। চাঁদ ওঠার আগে পর্যন্ত আমাদের এখানেই থাকতে হবে। এক ঘণ্টার মধ্যেই উঠবে চাঁদ। ভাল করতাম যদি শহরের দেয়ালের ভেতর নিরাপত্তায় যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা স্রষ্টা আর ভালবাসা

www.BanglaBook.org

নিয়ে কথা না বলতাম। এখন অন্ধকারে আর কিছু করার নেই।'

'পিছিয়ে পড়াটা আমার কারণেই হয়েছে, মেটেম,' বলল এযিয়েল। 'আসলে দোষটা আমারই। এসো, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি।'

খচ্চর থেকে নামল এযিয়েল। জন্তু দুটোর রাশ ধরে মাটিতে বসল দু'জন। নীরবে অপেক্ষা করছে। দু'জনই ডুবে গেছে যার যার নিজের চিন্তায়।

দুই

দেবী বালটিস

থমথম করছে চারপাশ। নীরবতা যেন অদৃশ্য একটা চাপ সৃষ্টি করেছে স্নায়ুর ওপর। রাতের নৈঃশব্দ্যে আচমকা মৃদু একটা গলার আওয়াজ শোনা গেল। মনে হলো যেন শোকসঙ্গীত গাইছে কেউ। কাছ থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরটা নিচু, ভরাট এবং আবেগময়। মাঝেমাঝে প্রায় ফোঁপানির মতো শোনাচ্ছে, আবার কখনও কখনও স্বর উচ্চগ্রামে চড়ছে। বড় মিষ্টি করে গাইছে গানটা।

'কে গাইছে?' জিজ্ঞেস করল এযিয়েল।

'দয়া করে চুপ করে থাকুন, রাজপুত্র,' এযিয়েলের কানের কাছে ফিসফিস করল মেটেম। 'আমরা বালটিসের পবিত্র জঙ্গলে চলে এসেছি। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া এখানে পুরুষদের প্রবেশাধিকার নেই। কেউ এলে তাকে হত্যা করা হয়। একজন

www.BanglaBook.org

উপাসিকা তার ঐশ্বরীর কাছে প্রার্থনা করছে।'

'আমরা ইচ্ছে করে আসিনি,' বলল এযিয়েল। 'কাজেই আশা করা যায় আমাদের ক্ষমা করা হবে। তবে ওই গান আমাকে নাড়া দিয়েছে। গানের কথাগুলো আমাকে বলো। গায়িকার উচ্চারণ আমার বোধগম্য হচ্ছে না।'

'ওগুলো, রাজপুত্র, পবিত্র বাক্য, আমিও ঠিক মতো জানি না। উপাসিকা জীবন-মৃত্যু নিয়ে রচিত প্রাচীন একটা শ্লোক গাইছে। প্রার্থনা করছে তার আত্মাকে যেন ঐশ্বরী ছুঁয়ে যান আগুনের ডানা দিয়ে। তাকে যেন মহান করেন, এবং অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ব্যাপারে যেন তাকে অন্তর্দৃষ্টি দেন। আর তেমন কিছু বলতে পারছি না। ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছি না। তা ছাড়া, গানটা বোঝা কঠিন। ঝুঁকে বসেন, রাজপুত্র, চাঁদ উঠছে। প্রার্থনা করুন যেন খচ্চরগুলো না নড়ে। উপাসিকা চলে যাবে, আমরাও এই পবিত্র জায়গা থেকে সরে যেতে পারব।'

চুপ করে অপেক্ষায় থাকল এযিয়েল, তার ব্যগ্র দু'চোখ অন্ধকারে কী যেন খুঁজছে। দিগন্তের ওপার থেকে মুখ তুলল বিরাটাকার চাঁদ। ওটার উজ্জ্বল সাদা আলোয় অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেল এযিয়েল আর মেটেম। আশি ফুট বৃত্তাকার একটা খোলা জায়গা ঘিরে জন্মেছে সাতটা মস্ত বাওবাব গাছ। ওগুলো এতো প্রাচীন যে দেখে মনে হয় কোনও মানুষের হাতে লাগানো নয়, স্বয়ং প্রকৃতির অবদান। ওই গাছগুলোর একটার কাণ্ডের আড়ালেই খচ্চর সহ লুকিয়ে আছে মেটেম আর এযিয়েল।

ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে একটা বেদি। তার পাশে কাঠের তৈরি রং করা একটা দেবী-মূর্তি। মূর্তির মাথায় চাঁদের প্রতীক চিহ্ন। গলায় ঝুলছে কাঠের তৈরি নক্ষত্র। হাত নেই মূর্তিটার, তবে চারটে ডানা আছে। দুটো ডানা ছড়িয়ে আছে দু'পাশে, অন্য দুটো

www.BanglaBook.org

বুকের কাছে ধরে আছে কী যেন। ভঙ্গিটা বাচ্চা ধরে রাখার মতো। এযিয়েল বুঝতে পারল, এটা ফিনিশিয়ানদের আরাধ্য চন্দ্রদেবী বালটিসের মূর্তি। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে এই দেবীকে আরাধনা করা হয়। সন্তান দেবার অধিকারিণী হিসেবেও গণ্য করা হয় একে।

বেদির চারধারে ফুল ছড়িয়ে পড়ে আছে। মূর্তি আর বেদির মাঝখানে চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে আছে সাদা আলখেল্লা পরা এক তরুণী। অপূর্ব সুন্দরী সে। তন্বী দেহ, কোমর ছাড়িয়ে হাঁটুর কাছে নেমে গেছে কালো কেশরাজি। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে আছে তরুণী। জ্যোৎস্নার রূপালী আলোয় এতোটা দূর থেকেও গোপন দর্শকরা তার অপূর্ব আয়ত চোখ দেখতে পেল। তার পবিত্র সঙ্গীত শেষ হয়েছে। এখন উপাসিকা প্রার্থনা করছে। ধীর, পরিষ্কার কণ্ঠ।

এযিয়েল স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে, বুঝতেও অসুবিধে হচ্ছে না তার। অন্তর থেকে প্রার্থনা করছে উপাসিকা, তবে মূর্তির কাছে নয়, প্রার্থনা করছে চাঁদের কাছে।

'বেহেস্তের রানি, আমি তোমার সিংহাসন দেখেছি, কিন্তু তোমার চেহারা দেখিনি। তোমার উপাসিকার প্রার্থনা শোনো। যে ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি ভীত তা হতে আমাকে রক্ষা করো। যাকে ঘৃণা করি তার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। রাতের আঁধার যেমন করে তুমি দূর করো, তেমনি করে আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে এ-হৃদয় আলোয় ভরে দাও। জ্ঞান দাও আমাকে। কথা বলো আমার কানে, শুনতে দাও বেহেস্তের কণ্ঠস্বর। বলে দাও আমার জীবনের বাধাবিঘ্ন। জানাও কেন অন্য উপাসিকাদের মতো নই আমি। কেন আমার মনে অনুষ্ঠান এবং উৎসর্গ আনন্দ বয়ে আনে না। বলে দাও, কেন ধনসম্পত্তির বদলে আমি জ্ঞানের

www.BanglaBook.org

আকাঙ্ক্ষা করি। আরও বোলো, কেন যে-ভালবাসা আমি পাব না সে-ভালবাসার জন্যে কাঙালিনী হই। আমাকে তেমন ভালবাসা পেতে দাও, বদলে নিতে পারো আমার জীবন। বালটিস, আকাশ থেকে কথা বলো আমার সঙ্গে, অথবা নীচের পৃথিবীতে আমাকে দিক নির্দেশনা দাও। তৃপ্ত করো আমার তৃষিত হৃদয়কে। প্রশান্তি দাও। আমি এলিসা, স্যাকোনের কন্যা, তোমার অনুগ্রহ চাই। এই পবিত্র সময়ে জবাব দাও আমাকে, কণ্ঠস্বর দিয়ে হোক, বা চিন্তায় বা চিহ্নে।' একটানা প্রার্থনা করে ক্লান্ত হয়েই হয়তো থেমে গেল তরুণী। দু'হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে। আশা করছে এখন কোনও কিছু ঘটবে।

তরুণীর মনে হলো তার প্রার্থনার জবাব দেওয়া হচ্ছে। অন্তত প্রথমে সে তা-ই ভেবেছিল। চুপ করে দু'হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে ছিল সে, কাজেই দেখতে পায়নি। মেটেম আর এযিয়েলও তরুণীর অনিন্দ্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে চেয়ে ছিল, ফলে চিতাবাঘের চামড়া দিয়ে তৈরি আলখেল্লা পরা বিরাটাকার কালো লোকটা তরুণীকে টেনে সরিয়ে নিতে শুরু না করা পর্যন্ত তারাও লোকটাকে দেখতে পায়নি। এক হাতে তরুণীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে, আগন্তুকের আরেক হাতে শোভা পাচ্ছে চওড়া ফলার একটা বর্শা। লোকটা গাছের আড়ালের সুযোগ নিয়ে হাজির হয়েছে উপাসিকার কাছে। জান্তব একটা বিজয়সূচক আওয়াজ করে তরুণীকে বামহাতে জড়িয়ে ধরেছে দানবটা। তরুণীর সাহায্য-প্রার্থনা আর প্রতিরোধের চেষ্টা ব্যর্থ করে তাকে অর্ধেক হেঁচড়ে অর্ধেক বয়ে নিয়ে বাওবাব গাছের গাঢ় ছায়ার দিকে চলেছে সে। এযিয়েল আর মেটেমও এবার বেরিয়ে এলো আড়াল থেকে। দু'জনই কোমরে ঝোলানো খাপ থেকে ব্রোঞ্জের তৈরি তলোয়ার বের করে ফেলেছে। কিন্তু ম্যাটির ওপর জেগে থাকা

www.BanglaBook.org

গাছের একটা শেকড়ে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল এযিয়েল। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে পেরিয়ে গেল কয়েকটা মুহূর্ত। এযিয়েল দেখল, মেটেম পৌঁছে গেছে কালো দানবটার কাছে। লোকটা মেটেমের আসার আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এখনও শক্ত করে উপাসিকাকে ধরে আছে সে। মেটেম এতো কাছে পৌঁছে গেছে যে বর্শাটা ভাল মতো বাগিয়ে ধরার আর সময় নেই লোকটার। ওটার হাতল দিয়ে মেটেমের কপালে জোরে এক গুঁতো দিল সে। কসাই যেভাবে ষাঁড়কে কাত করে ফেলে দেয়, আঘাতটা কপালে লাগায় তেমনি ভাবে পড়ে গেল মেটেম।

উপাসিকাকে নিয়ে আবার সরে পড়ার চেষ্টা করল বদমাশটা। দশ গজ যাওয়ার আগেই এযিয়েলের পায়ের আওয়াজ কাছিয়ে আসছে শুনতে পেয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল সে। খোলা তলোয়ার হাতে যুবককে ছুটে আসতে দেখে তরুণীকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিল বর্বর লোকটা। এবার বাঘের চামড়ার আলখেল্লাটা খুলে বামহাতে জড়াল সে। ওটা দিয়ে বর্মের কাজ চালাবে। এদিকে মাটিতে পড়ে আছে বিহ্বল তরুণী, নড়তে ভুলে গেছে। বিকট এক রণহুঙ্কার ছেড়ে বর্শা তাক করে এযিয়েলের দিকে ছুটে এলো দানব। এযিয়েলের ভাগ্য ভাল, ছোটবেলা থেকেই তলোয়ার চালনা শিখেছে সে। হালকা-পাতলা গড়নের মানুষ হলেও তার নড়াচড়ায় চিতার ক্ষিপ্রতা। এযিয়েল বুঝতে পারছে দানবটাকে ছুটে আসতে দিয়ে অপেক্ষা করার অর্থই সম্ভবত খুন হয়ে যাওয়া। খাটো তলোয়ারের নাগালে শত্রুকে পাবার আগেই বর্শার আঘাতে মারা পড়বে ও। বর্শাটা ওপরে তুলতে দেখল এযিয়েল, তারপর শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে সরে গেল ফলার সামনে থেকে। একই সঙ্গে পাশ কাটানো কালো লোকটার পিঠে আড়াআড়ি ভাবে তলোয়ারটা চালাল, চিরে দিল পিঠ। ব্যথায় আর রাগে জান্তব একটা চিৎকার

www.BanglaBook.org

ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, তেড়ে এলো আবার। আবারও লাফ দিয়ে এক পাশে সরে গেল এযিয়েল, কিন্তু এবার বর্শার হাতল লক্ষ্য করে গায়ের জোরে তলোয়ার চালাল। হাতলটা অপহরণকারী মাথা বাঁচাতে ব্যবহার করছিল। ভারী আর ধারাল তলোয়ারের প্রচণ্ড আঘাতে দু'টুকরো হয়ে গেল বর্শার হাতল। বর্শা আর হাতল, দুটোই মাটিতে পড়ে গেল। এযিয়েল আঘাত করার আগেই লম্বা ফলার একটা ছোরা বের করল সে কোমরের খাপ থেকে। এবার তৃতীয় দফা মুখোমুখি দাঁড়াল দু'জন। লোকটা আর ষাঁড়ের মতো তেড়ে এলো না। সতর্ক হয়ে উঠেছে। বাম হাতে জড়ানো চিতাবাঘের চামড়াটা ঢালের মতো করে বাগিয়ে ধরেছে। ওটার ওপর দিয়ে শত্রুকে দেখছে সে কুঁতকুঁতে চোখে।

এবার এযিয়েল আক্রমণে গেল। লোকটাকে চোখে চোখে রেখে আস্তে আস্তে ঘুরছে সে, উপযুক্ত সুযোগ খুঁজছে। একটু পর সুযোগটা এলো। দানব তার আলখেল্লার বর্ম একটু নীচে নামিয়েছে। এযিয়েলের তলোয়ারের ডগা লোকটার গলায় খোঁচা মারল। পরক্ষণেই লাফিয়ে পিছিয়ে সরে গেল এযিয়েল। তবু দেরি হয়ে গেছে। আহত সিংহের মতো গর্জন ছেড়ে তার দিকে তেড়ে এলো লোকটা। কাজটা সে এতো দ্রুত করল যে এযিয়েলের আরও সরে যাওয়ার উপায় থাকল না। একমাত্র করণীয় কাজটাই করল সে, মাটিতে দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে দেহটা সামনে ঝোঁকাল এযিয়েল, তারপর দেহের সমস্ত পেশি শক্ত করে তলোয়ারটা বাড়িয়ে ধরে তেড়ে আসা লোকটার যাত্রাপথে পাথরের মূর্তির মতো অপেক্ষায় থাকল। এক মুহূর্ত পরই চিতাবাঘের চামড়ার তৈরি আলখেল্লা চলে এলো এযিয়েলের সামনে। বাম হাতে দ্রুত ওটাকে সরিয়ে দিল সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের ডগায় জোরাল একটা ঝাঁকি অনুভব করল। পড়পড় করে মাংসে গেঁথে যাচ্ছে তলোয়ারের

www.BanglaBook.org

ফলা। ভারী ওজনের কারণে চিত হয়ে পড়ে গেল এযিয়েল. চোখের সামনে আঁধার নামছে। তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল কালো দানব। 'সব তা হলে শেষ হলো,' জ্ঞান হারানোর আগে ভাবল এযিয়েল। 'বেহেস্ত, আমার আত্মা গ্রহণ করো।'

জ্ঞান ফিরতে এযিয়েল আবছা ভাবে দেখল, সাদা পোশাক পরা একটা মূর্তি তার ওপর ঝুঁকে আছে, তার বুকের ওপর চেপে বসা কালো বোঝাটা সরানোর চেষ্টা করছে, ফোঁপাচ্ছে আতঙ্কে। কী ঘটেছে মনে পড়ল তার। গায়ের ওপর থেকে শত্রুর লাশটা ঠেলে ফেলে দিয়ে আস্তে করে উঠে বসল এযিয়েল। তার তলোয়ারটা লোকটার বুক ফুটো করে হৃৎপিণ্ড ছেদ করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। দৃশ্যটা দেখে তরুণীর ফোঁপানি বন্ধ হলো। ফিনিশিয়ান ভাষায় সে জানতে চাইল, 'জনাব, আপনি বাঁচবেন? তা হলে রক্ষাকর্ত্রী দেবীকে ধন্যবাদ দিতে হয়। মা বালটিসকে উপহার হিসেবে আমার চুলগুলো উৎসর্গ করব।'

'না,' দুর্বল শোনাল এযিয়েলের কণ্ঠ। এখনও বিহ্বল লাগছে তার। 'তোমার চুল উৎসর্গ করা ঠিক হবে না। যদি উৎসর্গ করতেই হতো, তা হলে আমি বরং আমার চুলই দিয়ে দিতাম।'

'আপনার মাথা থেকে রক্ত ঝরছে,' বলল এলিসা। 'আপনি কি মারাত্মক আহত?'

'তুমি কথা দাও তোমার চুল উৎসর্গ করবে না, তা হলে আমার মাথার ব্যাপারে কিছুই বলব না,' হাসল এযিয়েল।

'আচ্ছা। তবে কিছু তো দেবীকে দিতেই হবে। চুলের বদলে আমি তা হলে সোনার এই চেইনটা দেব। এটার দাম আরও বেশি।'

'তার চেয়ে ওটা আমাকে দিন,' এতক্ষণে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল মেটেম। 'ওই কালো চোরটার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করতে গিয়ে আমার মাথা ফেটে গেছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি অন্তর থেকে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ,' মিষ্টি গলায় বলল এলিসা, 'কিন্তু শয়তানটাকে আসলে এই দুঃসাহসী যুবক খুন করে আমাকে মৃত্যুর চেয়েও যেটা খারাপ, সেই ক্রীতদাসী হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। সেজন্যে আমার বাবা তাঁকে পুরস্কৃত করবেন।'

'শোনো কথা,' গজগজ করল মেটেম। 'আমি কি আগে দৌড়ে আসিনি আপনার অপহরণকারীকে মোকাবিলা করতে? তারপরও ধন্যবাদ বা পুরস্কার কিছুই তা হলে পাব না? পাবই বা কীভাবে, আমি তো সাধারণ এক বুড়ো ব্যবসায়ী। ওসব পাবে পরে লড়তে আসা রাজপুত্র। ঠিক আছে, এমনই হয় সবসময়। ধন্যবাদ না দিলেও চলবে। আর পুরস্কার আমি আশা করব দেবীর কোষাগার থেকে।' এযিয়েলের কাছে এগিয়ে এলো মেটেম। 'রাজপুত্র, আপনার ক্ষতটা দেখতে দিন।' সামনে ঝুঁকল সে। 'ও, কানে একটু চিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছু হয়নি দেখছি। ভাগ্যকে ধন্যবাদ, আরেক ইঞ্চি এদিক ওদিক হলেই ঘাড়ের ধমনী কেটে যেত। রাজপুত্র, আপনি যদি পারেন তা হলে লাশটা থেকে আপনার তলোয়ারটা বের করে নিন। আমি চেষ্টা করে দেখেছি, ফলাটা বের করতে পারিনি। কাজটা সারার পর হয়তো এই তরুণী আমাদের শহরে যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে। শয়তানটার সঙ্গী সাথী থাকতে পারে। তারা হয়তো ব্যাটাকে খুঁজতে আসবে। এক রাতের জন্যে যথেষ্ট লড়াই করেছি আমি।'

'শহরটা কাছেই,' বলল এলিসা। 'আমি ওখানে নিয়ে যাব আপনাদের। আমার বাবা আপনাদের ধন্যবাদ দেবেন। তবে তার আগে, কী নামে পরিচয় দেব আপনদের?' এযিয়েলের দিকে তাকাল তরুণী। 'আমার তো মনে হচ্ছে আপনারা অত্যন্ত উচ্চপদস্থ কেউ।'

জবাবটা দিল মেটেম। 'আমি ফিনিশিয়ার মেটেম, টায়ারের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাজা হিরামের পাঠানো ব্যবসায়ীদের নেতা।' এযিয়েলকে দেখাল সে। 'আর ইনি রাজপুত্র এযিয়েল, ইজরায়েলের রাজা মহান সলোমনের নাতি। মা'র দিক দিয়েও এঁর শরীরে বইছে রাজরক্ত। ওদিক থেকে ইনি মিশরের সম্রাট ফেরাউনের মেয়ের পুত্র।'

'তারপরও উনি আমাকে বাঁচাতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছেন,' খানিকটা বিস্মিত শোনাল এলিসার কথা। আস্তে করে এযিয়েলের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল তরুণী। মাটিতে কপালটা ঠেকিয়ে প্রথমে ধন্যবাদ দিল, তারপর পুবের নিয়ম অনুযায়ী এযিয়েলের প্রশংসা করল।

'ওঠো মেয়ে,' শান্ত গলায় বলল এযিয়েল। 'আমি রাজপুত্র হতে পারি, কিন্তু আমি পুরুষমানুষও। এ অবস্থায় তোমাকে দেখার পর কোনও পুরুষমানুষ সাহায্য না করে পারত না।'

'না,' বলল মেটেম। 'যেহেতু আপনি অভিজাত, তরুণী এবং সুন্দরী। যদি আপনি বুড়ি, কুৎসিত আর গরীব হতেন, তা হলে কালো লোকটা আপনাকে টায়ার পর্যন্ত নিয়ে গেলেও আমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাহায্য করতে আসতাম না। রাজপুত্র হয়তো স্বীকার করবেন না, তবে তিনিও এগোতেন না।'

'সাধারণত মানুষ নিজের মনের কথা এতো পরিষ্কার ভাবে বলে না,' টিটকারির সুরে বলল এলিসা। 'যাক সে-কথা, এখন চলুন, আরও কোনও বিপদ হবার আগেই আপনাদের আমি শহরে নিয়ে যাই। লোকটার হতো সঙ্গীসাথী আছে।'

'আমাদের খচ্চরগুলো এখানেই আছে,' বলল এযিয়েল। 'আমারটায় চড়ে যাবে তুমি।'

'ধন্যবাদ, রাজপুত্র, তবে আমি হেঁটেই যেতে পারব।'

'আমিও হাঁটব,' জানাল এযিয়েল। 'এমন রাস্তায় খচ্চরের পিঠে চড়ে যাবার চেয়ে হাঁটাই বোধহয় নিরাপদ।' টানটানি করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মৃত লোকটার বুকের খাঁচা থেকে তলোয়ারটা বের করতে ব্যর্থ হলো সে। মেটেমের দিকে তাকাল। 'তুমি তোমার খচ্চরটার সঙ্গে আমারটাও নিয়ে যেতে পারবে না?'

'নিশ্চয়ই, রাজপুত্র,' ,বলল মেটেম। 'বুড়োদের ভাগ্যে এমনই থাকে, আপনি সঙ্গিনী হিসেবে নিয়ে যাবেন সুন্দরী এই তরুণীকে, আর আমি নিয়ে যাব একটা মাদী খচ্চর। তবে তাতে আমার আফসোস নেই। দুটোর মধ্যে খচ্চরই আমার পছন্দ। খচ্চর অনেক নিরাপদ। মন ভোলানো মিথ্যেকথা অন্তত বলে না।'

একটু পরই রওনা হলো তিনজন। এযিয়েলের খাটো তলোয়ারটা তখনও মৃত দানবের বুকে গেঁথে আছে। এযিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'নাম কি তোমার, মেয়ে?' পরক্ষণেই বলল, 'না বললেও চলবে। তুমি এলিসা, যিম্বোর প্রশাসক স্যাকোনের মেয়ে, তা-ই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কীভাবে জানলেন আমি বুঝতে পারছি না।'

'প্রার্থনার সময় বেদির সামনে তোমাকে বলতে শুনেছি।'

'আপনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন?' চমকে গেল এলিসা। 'আপনি কি জানেন না পবিত্র জঙ্গলে বালটিসের উপাসিকাদের প্রার্থনা শুনলে পুরুষমানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়? সে যা-ই হোক, সর্বজ্ঞানী দেবী ছাড়া আর কেউ এ-কথা জানেন না যে আপনি শুনেছেন। আপনাদের নিরাপত্তার জন্যেই বলছি, শহরে কাউকে বলবেন না আপনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন। বললে হয়তো কথাটা এল-এর পুরোহিতদের কানে চলে যাবে।'

'আমি যদি পথ হারিয়ে তোমার প্রার্থনা না শুনতাম, তা হলে এতোক্ষণে কালো লোকটা তোমাকে ধরে নিয়ে যেত,' হাসল এযিয়েল। 'তুমি তো বলেছ সেটা মরণের চেয়েও খারাপ। তবে প্রার্থনা শুনে বলতেই হচ্ছে, চমৎকার প্রার্থনা করেছ তুমি। বোঝা যায় তোমার হৃদয় উচ্চ এবং খাঁটি। তবে যার জন্যে প্রার্থনা

www.BanglaBook.org

করলে, তাকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে শয়তান বলে মনে করি।'

'আমার প্রশংসা করার জন্যে ধন্যবাদ,' শীতল শোনাল এলিসার কণ্ঠ। 'তবে, রাজপুত্র, আপনি ভুলে গেছেন, যদিও হিব্রু হিসেবে আপনি জেহোভার অনুগত, আমি সিডোনিয়ার মানুষ বলে বেহেস্তের রানি বালটিসের পূজারি এবং উপাসিকা।'

'তা-ই আসলে,' বলল এযিয়েল। 'ব্যাপারটা দুঃখজনক। তবে এসো, আমরা এ-নিয়ে তর্ক করব না। তুমি চাইলে অবশ্য আমাদের সঙ্গে আসা নবী ইসাচারের সঙ্গে কথা বলতে পারো। তিনি আসল সত্যি কোন্‌টা সেটা তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন।'

কোনও জবাব দিল না এলিসা। পরবর্তী কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটল দু'জন। একটু পর এযিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'আমি যে কালো ডাকাতটাকে হত্যা করলাম, সে আসলে কে?'

'আমি ঠিক জানি না, রাজপুত্র,' বলল এলিসা। একটু দ্বিধায় ভুগল। 'তবে ওর মতো বন্য লোকরা নিজেদের জন্যে সাদা বউ যোগাড়ের আশায় শহরের বাইরে ঘোরাঘুরি করে। সন্দেহ নেই আমাকে দেখে সে অনুসরণ করে পবিত্র ভূমিতে গিয়েছিল।'

'তা হলে ওখানে একা যাও কেন?'

'যাতে আমার প্রার্থনা শোনা হয়, সেজন্যে। ওরকম প্রার্থনা পবিত্র ভূমিতে ঠিক চাঁদ ওঠার সময় একা একা করতে হয়। তা ছাড়া, তাঁর উপাসিকাকে কি বালটিস রক্ষা করতে পারেন না? তিনি কি রক্ষা করেননি?'

'আমি ভেবেছিলাম রক্ষা করার সঙ্গে আমি জড়িত,' বলল এযিয়েল।

'আপনার হাত শয়তানটাকে খুন করেছে ঠিক, কিন্তু আপনাকে ওখানে ঠিক সময়ে নিয়ে গেছেন তো বালটিসই।'

'বুঝলাম মেয়ে, তোমাকে রক্ষা করতে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না করে মরণশীল একজন মানুষকে পবিত্র ভূমিতে নিয়ে গেছে বালটিস।'

'ঐশ্বরির কাজ কে-ই বা বুঝতে পারে?' আবেগ ঝরল এলিসার কণ্ঠে। একটু যেন সন্দেহের দোলায় দুলল, তারপর বলল, 'ঐশ্বরী কি আমার প্রার্থনা শুনে জবাব দেননি?'

'সত্যি বলতে কি, আমি জানি না। তুমি বেহেস্তি জ্ঞান চেয়েছিলে। গত এক ঘণ্টায় তা তুমি পেয়েছ কি না আমার জানা নেই। আরও চেয়েছ স্বর্গীয় অবিনশ্বর ভালবাসা। চাঁদ ওঠার পর তা কি তুমি পেয়েছ? আরও প্রার্থনা করেছ…'

'ব্যস!' এযিয়েলকে থামিয়ে দিল এলিসা। 'টিটকারি দেবেন না আমাকে। রাজপুত্র হন আর যা-ই হন, বালটিসের পবিত্র ভূমিতে তাঁর উপাসিকার প্রার্থনা শুনে আপনি যে অপরাধ করেছেন সেটা আমি তা হলে প্রকাশ করে দেব। আমি দিকনির্দেশনা প্রার্থনা করেছিলাম, সে-প্রার্থনার জবাব দেয়া হয়েছে।' একটু থেমে বলল, 'ওই কালো যে দানবটা আমাকে নিজের অথবা অন্যের ক্রীতদাসী বানাতে চেয়েছিল, সে কি অশুভ আর অশিক্ষার চিহ্ন নয়? ওই অশুভ কি পৃথিবীর ভালকে মন্দে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করে না? তারপর আপনার সঙ্গী ফিনিশিয়ান মেটেম ছুটে এলো আমাকে রক্ষা করতে, এবং ব্যর্থ হলো। ব্যর্থ হলো কারণ তার উপাস্য ম্যামোনের শক্তি কালো ক্ষমতার শক্তির চেয়ে কম। তারপর রাজকীয় রক্তবাহী আপনি এলেন। দীর্ঘ লড়াই করলেন। শেষে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আপনার জয় হলো।' চুপ করে গেল এলিসা।

'সবকিছুকে রূপক অর্থে নেয়ার একটা ক্ষমতা আছে তোমার, মেয়ে,' বলল এযিয়েল। 'কোনও দেবীর কর্মকাণ্ডের কার্যকারণ যাকে ব্যাখ্যা করতে হয় তার এসব ক্ষমতা থাকতেই হয়। কিন্তু

www.BanglaBook.org

তুমি আমাকে বলোনি চিহ্ন হিসেবে আমার গুরুত্ব কী।'

থমকে দাঁড়িয়ে এযিয়েলের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাল এলিসা। বলল, 'আমি কখনও শুনিনি ইজরায়েলি বা মিশরীয়দের কিছু বলে দেয়ার পরও তারা না বুঝে অন্ধের মতো থাকে। কিন্তু, রাজপুত্র, আপনি যদি সত্যি কিছু না বুঝে থাকেন, তা হলে আমি বলার কে? সাধারণ এক নারী আমি। আপনাকে বোঝানো আমার মানায় না।'

পরস্পরের চোখের দিকে তাকাল দু'জন। চাঁদের ধবধবে আলোয় মুহূর্তের জন্য এলিসার অপূর্ব আয়ত কালো চোখে সন্দেহের ঢেউ খেলা করতে দেখল এযিয়েল। রক্ত সরে গেছে এলিসার মুখ থেকে। তাকিয়ে থাকল এযিয়েল। জীবনে প্রথম হৃদয়ের মাঝে কী যেন একটা অনুভূতি দোলা দিয়ে গেল তার। আগে কখনও এমন হয়নি। অনভিজ্ঞ এযিয়েলও স্পষ্ট বুঝল, এই অনুভূতি থেকে রক্ষা পেতে হলে অনেক কষ্ট করতে হবে তাকে। 'আমাকে বলো তো, মেয়ে,' প্রায় ফিসফিস করল এযিয়েল, 'তোমার প্রার্থনায় চাওয়া অবিনশ্বর ভালবাসা পাওয়ার সেই লোকটা কি একটি ঘণ্টার জন্যেও হতে পারি আমি?'

অন্যরকম শোনাল এলিসার কণ্ঠ। যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে। গভীর, নিচু গলায় বলল, 'রাজপুত্র, অবিনশ্বর ভালবাসা এক ঘণ্টার জন্যে নয়, সব সময়ের জন্যে। শুধু আপনিই বলতে পারবেন আপনার সাহস হবে কি না সেই চরিত্র রূপায়ন করার। এমনকী রূপক অর্থেও।'

'এমন এক মেয়ে আছে যার জন্যে হয়তো অবিনশ্বর ভালবাসা পেতে যে-কোনও ঝুঁকি নিতে সাহস হবে।'

'না, রাজপুত্র, তেমন কোনও মেয়ে নেই। নেই, কারণ অবিনশ্বর ভালবাসা দেহের ভালবাসা নয়, সে-ভালবাসা অন্তরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনুভূতি। আত্মার সেরকম ভালবাসা পাবার যোগ্যতা থাকে কি না, আর সে আত্মাধারী মানুষ নশ্বর পৃথিবীতে বিরাজ করে ভালবাসার মানুষকে খোঁজে কি না, তা আমি বলতে পারি না। যদি তেমন থেকেও থাকে, এবং সে যদি ভালবাসার মানুষের দেখা পায়ও, তা হলে সম্ভবত সুখী হবে দু'জনই, কারণ, সমস্ত ধাঁধার জবাব জানা হয়ে যাবে তাদের।'

ধাঁধাটা কী ভাবতে ভাবতে জবাব দেওয়ার জন্য এলিসার দিকে ঝুঁকল এযিয়েল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সামনের বাঁকটা ঘুরে দেখা দিল একদল সৈন্য এবং প্রহরী। তাদের সামনে হাঁটছেন সাদা চাদর পরা একজন লোক। তাঁর হাতে একটা লাঠি। মানুষটার চুলগুলো ধূসর, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। চেহারায় আভিজাত্য। এযিয়েল আর এলিসাকে পাশাপাশি দেখে থেমে দাঁড়ালেন তিনি। চোখে প্রশ্ন। অসন্তুষ্ট স্বরে হিব্রুতে বললেন, 'আমাদের খোঁজাখুঁজি শেষ হয়েছে। যাঁকে খুঁজছি ইনিই তিনি। তাঁর সঙ্গে বালটিসের এক উপাসিকাও আছে দেখছি!'

'কাকে খুঁজছেন, ইসাচার?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল এযিয়েল। যাজক নবীর হঠাৎ উপস্থিতিতে অস্বস্তি বোধ করছে সে।

'অনুপস্থিতি বোঝার পর থেকেই আপনাকে খুঁজছি, রাজপুত্র। ভয় পাচ্ছিলাম কোনও বিপদ হলো, বা পথ হারিয়েছেন। এখন দেখছি একজন পথপ্রদর্শক পেয়ে গেছেন।' কড়া চোখে এলিসাকে দেখলেন ইসাচার।

'পথপ্রদর্শকটি শহরের প্রশাসক স্যাকোনের মেয়ে এলিসা,' জানাল এযিয়েল। 'যিনি আমাদের আতিথ্য করছেন। এলিসাকে আমি বালটিসের জঙ্গল থেকে উদ্ধার করেছি। একজন অপহরণকারী ওকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল।'

'ওই জঙ্গলে আমিই আগে উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম,' বলল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেটেম। 'তার প্রমাণ দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ফাটা কপাল।' খচ্চর দুটোকে দড়ি ধরে টেনে মাত্র পৌঁছেছে সে।

'দেবী বালটিসের কথিত পবিত্র ভূমিতে!' জ্বলজ্বলে চোখে এযিয়েলের দিকে তাকালেন ইসাচার। হাতের লাঠিটা মাটিতে ঠুকলেন কথায় জোর দিতে গিয়ে। 'আপনি ইজরায়েলের একজন রাজপুত্র হয়েও এক বন্ধুর কন্যা, যে আসলে বালটিসের উপাসিকা, তার সঙ্গে ওই মিথ্যে দেবীর উপাসনালয় জঙ্গলটাতে একা ছিলেন? ছিছি! আপনিও কি তা হলে আপনার পূর্বপুরুষদের মতো ভুল পথ বেছে নিচ্ছেন? এতো তাড়াতাড়ি, এযিয়েল?'

'থামুন,' কড়া শোনাল এযিয়েলের কণ্ঠ। 'আমি ওই জঙ্গলে একা যাইনি, স্বেচ্ছায়ও যাইনি। এটা অসম্মানসূচক কথা কিংবা অপমানকর কথা বলার সময় নয়।'

'যারা মিথ্যে দেবদেবীর অনুসরণকারী, বা যারা তাদের পূজা করে, তাদের সঙ্গে আমার কোনও সমঝোতা নেই,' আগুন ঝরা কণ্ঠে বললেন বুড়ো ইসাচার। ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, তারপর সঙ্গীদের নিয়ে পা বাড়ালেন শহরের সদর দরজার দিকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

তিন

রাজা ইথোবাল

দু'ঘণ্টা পর। কাফেলার লোকজন এবং এযিয়েলের প্রহরী ও সৈন্যদের সম্মানে বিশাল ভোজের আয়োজন করেছেন যিম্বো

www.BanglaBook.org

শহরের প্রশাসক স্যাকোন। সেখানে বসে আছে এযিয়েল। ভোজটা হচ্ছে স্যাকোনের দুর্গের হলঘরে। মন্দিরের উত্তরের দেয়ালের কাছেই হলঘর, মন্দিরে ঢোকার সরু পথের কয়েক ফুট দূরে। দরকার পড়লে ওই পথে দুর্গ-প্রাসাদের বাসিন্দারা নিরাপদ আশ্রয়ে পালাতে পারবে।

হলঘরে দুশো লোকের বসার উপযোগী করে টেবিল ফেলা হয়েছে। তবে সম্মানিতদের জন্য বসার আয়োজন হলঘরের এক মাথায় একটা উঁচু মঞ্চে। তাঁদের মধ্যে স্যাকোনও বসে আছেন। মাঝবয়সী মানুষ তিনি। মোটাসোটা। চিন্তিত চেহারা। তাঁর সঙ্গে বসেছে এলিসা, আরও কিছু অভিজাত রমণী এবং শহর ও আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ লোকজন। তাদেরই একজন স্যাকোনের ডানদিকে সম্মানসূচক আসনে বসা এযিয়েলের মনোযোগ কেড়ে নিল।

লোকটা এযিয়েল আর এলিসার মাঝখানে বসেছে। দীর্ঘাকৃতির মানুষ সে। বয়স হবে আন্দাজ চল্লিশ। গলায় সোনার চেইনে বসানো হিরেরত্ন দেখে বোঝা যায় গুরুত্বপূর্ণ কেউ। চেহারা দেখে মনে হয় মিশ্র রক্ত বইছে তার শরীরে। ভ্রূ, নাক আর চোয়াল সেমিটিক, আর বড় বড় চোখ এবং মোটা পুরু ঠোঁট নিগ্রোয়েড। দুই জাতির বৈশিষ্ট্যই বিরাজ করছে চেহারায়।

আসলে সে আফ্রিকার এক রানির ছেলে। সম্মানের দিক থেকে রাজার চেয়ে কম নয় সে। বিরাট বিস্তৃত একটা অঞ্চল তার অধীনে। সেই অঞ্চলের কাছেই সাদামানুষদের সবচেয়ে বড় শহর এই যিম্বো। এযিয়েল খেয়াল করেছে, ইথোবাল নামের এই রাজাকে রাগান্বিত এবং অস্থির দেখাচ্ছে। সেটা টেবিলের যেখানে তাকে বসতে দেওয়া হয়েছে সে-জায়গা তার পছন্দ হয়নি বলে, না অন্য কারণে, তা অবশ্য এযিয়েল বুঝতে পারল না।

www.BanglaBook.org

মাংস সরিয়ে নেওয়ার পর গ্লাসে মদ ঢেলে দেওয়া হলো। চালু হলো কথাবার্তা, গল্পগুজব। এই পর্যায়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন স্যাকোন, নীরবতা নামার পর উঠে দাঁড়িয়ে এযিয়েলকে উদ্দেশ করে বললেন, 'রাজপুত্র এযিয়েল, যদিও যিম্বোকে টায়ারের রাজার অধীন বলে ধরে নেয়া হয়, তবু স্বাধীন এই মুক্ত শহরের নামে বলছি, আপনাদের এ-শহরে স্বাগত জানাই। লিবিয়ার হৃদয়ে অবস্থিত এই এখান থেকেও আপনার দাদা মহান মহাজ্ঞানী সলোমন আর মিশরের পরাক্রমশালী ফেরাউনের নাম শুনেছি আমরা। তাঁদের রক্ত আপনার ধমনীতে বইছে। রাজপুত্র, আপনি এসেছেন বলে আমরা সম্মানিত হয়েছি। আপনি দীর্ঘজীবী হন, প্রার্থনা করি, যাঁদের উপাসনা করেন, তাঁদের কৃপা লাভ করুন। জ্ঞানে, অর্থে, সবকিছুতে আপনার মঙ্গল হোক। এখন আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি একজন পিতা হিসেবে। এমন একজন পিতা হিসেবে, যার ভালবাসার কন্যাটিকে রক্ষা করা হয়েছে মৃত্যু এবং তার চেয়েও খারাপ অবস্থায় পতিত হওয়া থেকে।' সভায় উপস্থিতদের ওপর চোখ বুলালেন স্যাকোন। 'আপনারা কি জানেন, এই আগন্তুক আজকে চাঁদ ওঠার সময় কি করেছেন? আমার মেয়ে একা প্রার্থনা করছিল বালটিসের বেদিতে। তখন একটা জংলী ওকে আক্রমণ করে বসে। আমার মেয়েকে বন্দি করে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। পারত সে, যদি না রাজপুত্র এযিয়েল লড়াই করতেন। প্রচণ্ড লড়াই হয় দু'জনের মধ্যে, তারপর রাজপুত্র এযিয়েল নীচ ছোটলোকটাকে হত্যা করেন।'

'একজন মাত্র লোককে হত্যা করা আর এমন কী,' মন্তব্য করল রাজা ইথোবাল। এতোক্ষণ এযিয়েলের ব্যাপারে স্যাকোনের প্রশংসা-বাক্য অধৈর্য হয়ে শুনছিল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনি বললেন এমন কিছু না, রাজা,' বললেন স্যাকোন। প্রহরীদের নির্দেশ দিলেন। 'তোমরা মৃত লোকটাকে আমাদের সামনে এখানে নিয়ে এসো।'

নীরবতা নামল হলঘরে। তারপর ছয়জন লোক কোনরকমে বিশালদেহী লোকটার লাশটা বয়ে নিয়ে এলো। মৃতের গায়ে এখনও চিতাবাঘের চামড়ার আলখেল্লা। বিরাট শরীরটা থেকে ওটা সরিয়ে একজন বাহক বলে উঠল, 'দেখুন!' গেঁথে থাকা তলোয়ারটা দেখাল সে। আবার বলল, 'দেখে বুঝুন স্বর্গীয় ক্ষমতাবলে রাজপুত্র বাহুতে কতো শক্তি ধরেন।'

উপস্থিতরা বীভৎস দৃশ্যটা দেখল, তারপর প্রশংসা করতে শুরু করল বিজয়ী রাজপুত্রকে। তবে রাজা ইথোবাল কোনও কথাই বলল না। মৃতদেহটার মুখ দেখে তার দৃষ্টি হয়ে উঠল জ্বলন্ত, রাগে থমথম করছে চেহারা।

'কী ব্যাপার, রাজা?' কৌতূহলী দৃষ্টিতে শক্তিধর ইথোবালকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন স্যাকোন। 'আপনি কি আঘাতটা কেমন গুরুতর ভাবে করা হয়েছে দেখে হিংসা বোধ করছেন?'

'ওই আঘাতের কথা আর বলবেন না,' বিনীত কণ্ঠে বলল এযিয়েল। 'তলোয়ারটা অতোখানি গেঁথে গেছে লোকটার ওজনের কারণে। লোকটা মারা যাবার পর অনেক চেষ্টা করেও তলোয়ারটা আমি টেনে খুলতে পারিনি।'

'তা হলে আপনার হয়ে আমিই কাজটা করে দিচ্ছি, রাজপুত্র,' টিটকারির হাসি ফুটল ইথোবালের ঠোঁটে। লাশের বুকে পা রেখে আচমকা এক প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টানে তলোয়ারটা ছুটিয়ে আনল সে, ওটা টেবিলের ওপর রাখল।

'কেউ ভাবতে পারে আপনি আমাকে অপমান করলেন,' বলল রাগান্বিত এযিয়েল। 'তবে সন্দেহ নেই আমি ভুল ভাবছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এদেশে হয়তো এটাই নিয়ম যে কম শক্তিশালী হিসেবে কাউকে প্রমাণ করার চেষ্টা অপমান হিসেবে গণ্য হয় না।'

'যা খুশি ভাবুন, রাজপুত্র,' বলল ইথোবাল, 'কিন্তু একটা কথা জেনে রাখুন, যাকে এখানে মৃত দেখা যাচ্ছে, সে কোনও ক্রীতদাস নয় যে তাকে শুধু আনন্দের জন্যেই খুন করা যাবে। এ একজন সম্মানিত মানুষ, আমার খালার ছেলে।'

'তা-ই?' জবাব দিল এযিয়েল, 'তা হলে, রাজা, সে যতো উচ্চপদস্থই হোক আর যা-ই হোক, আপনি এমন একজন ভাই হারিয়েছেন যার বদঅভ্যেস ছিল কুমারী মেয়েদের অপহরণ করা।'

কথাটা শোনামাত্র লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ইথোবাল, তার হাত চলে গেল তলোয়ারের বাঁটে।

ইথোবাল কোনও কথা বলা বা তলোয়ার বের করার আগেই শীতল স্বরে স্যাকোন বলে উঠলেন, 'আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, রাজা, এখানে আপনারই মতো রাজপুত্রও আমার সম্মানিত অতিথি। শান্তি বিঘ্নিত করবেন না। যাকে মারা হয়েছে সে যদি আপনার ভাইও হয়ে থাকে, তার মৃত্যু ন্যায্য। আমি এ-ও বলব, রাজকীয় হাতে মৃত্যু না হয়ে তার উচিত ছিল জল্লাদের হাতে মৃত্যু। চোরদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছিল সে। একজন নারী অপহরণকারী। এবার বলুন, রাজা, আপনার খালাতো ভাই এখানে এলো কোত্থেকে? নিজ এলাকা থেকে এতো দূরে তো তার আসার কথা নয়। সে তো আপনার সঙ্গে আসেনি।'

'আমি জানি না, স্যাকোন,' বলল ইথোবাল। 'যদি জানতাম, তা হলেও বলতাম না। আপনি তো বললেন আমার মৃত আত্মীয় একজন নারী অপহরণকারী। ফিনিশিয়ার লোকদের চোখে হয়তো এটা অপরাধের কাজ। কিন্তু সে চোর বা অপহরণকারী হোক বা

www.BanglaBook.org

না হোক, আমি বলব, যে ওকে হত্যা করেছে, তার সঙ্গে আমার রক্তের ঋণের লড়াই হবে। যদি মহান সলোমনের পঞ্চাশজন নাতির একজন না হয়ে হত্যাকারী স্বয়ং সলোমনও হতো, তবু তাকে আমার ভাই হত্যার কারণে চরম মূল্য দিতে হতো। কাল, স্যাকোন, আমার রাজ্যে ফেরার আগে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব। কথা আছে আপনার সঙ্গে। ততোক্ষণ পর্যন্ত, বিদায়!' গটগট করে হলঘর থেকে হেঁটে বেরিয়ে গেল ইথোবাল। তাকে অনুসরণ করল তার অধঃস্তন কর্মকর্তা এবং প্রহরীরা।

*

রাজা ইথোবাল চলে যাওয়ায় ভোজনের উৎসবমুখরতায় ভাটা পড়ল। অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তিটা অস্বস্তিকর হলো। প্রশাসক স্যাকোনের পিছু নিয়ে অন্য একটা ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে পাশে এলিসাকে পেল এযিয়েল, তাকে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা আমার ওপর এতো রাগান্বিত কী কারণে?'

'কারণ, রাজপুত্র, যদি সত্যি জানতে চান, তা হলে বলতে হয় সে তার ভাইকে নিয়োজিত করেছিল আমাকে অপহরণ করতে। আর তাকে আপনি হত্যা করেছেন।' সরাসরি সামনে তাকিয়ে আছে এলিসা।

এযিয়েল কিছু বলল না। এইমাত্র ঘুরে তাকিয়েছেন স্যাকোন। চেহারায় উদ্বেগের ছাপ। 'আমি সত্যি দুঃখিত, রাজপুত্র,' বললেন তিনি। হাত ধরে এযিয়েলকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে এলেন। 'আমি দুঃখিত যে আমার অতিথি হয়ে আপনাকে অপমানিত হতে হলো। ইথোবালের বদলে অন্য কেউ হলে তাকে পস্তাতে হতো, কিন্তু ইথোবাল আমাদের শহরের আতঙ্ক। সে যদি চায় তা হলে লক্ষ লক্ষ অসভ্য লোক নিয়ে আমাদের আক্রমণ করতে পারে, সোনার খনিতে আমাদের কাজ বন্ধ করা তার জন্যে কঠিন কিছু

www.BanglaBook.org

নয়। সে-কারণে তার মন জুগিয়ে সমঝে চলি আমরা। তার আগে তার বাবাকেও আমাদের সমঝে চলতে হয়েছে।' ভ্রূ কুঁচকে উঠল স্যাকোনের। 'সে এমন কিছু চায় যেটা দিতে আমার প্রবল আপত্তি আছে।' মেয়ের দিকে তাকালেন স্যাকোন। সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছে এলিসা। সাদা পোশাক এবং সোনার গহনায় তাকে অসাধারণ সুন্দরী লাগছে দেখতে।

'যুদ্ধ করে তার ক্ষমতা খর্ব করতে পারবেন না?' জিজ্ঞেস করল এযিয়েল। বিচলিত লাগছে তার। আন্দাজ করতে পারছে ইথোবাল আসলে আর কিছু নয়, তার হৃদয়কে নাড়া দেয়া সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, জ্ঞানী এলিসাকেই চায়।

'হয়তো সম্ভব, রাজপুত্র, কিন্তু অনেক বিরাট ঝুঁকি নিতে হবে তা হলে। এখানে আমরা এসেছি খনি থেকে সোনা উত্তোলন করে নিজেদের ধনী করতে, যুদ্ধ করতে নয়। যিম্বোর প্রচলিত নীতি হচ্ছে শান্তি বজায় রাখা।'

'আমার একটা বুদ্ধি আছে,' স্যাকোনের কনুইয়ের কাছ থেকে নরম গলায় বলল মেটেম। 'রাজা ইথোবাল যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমাবে, তখন তার গলায় একটা ফাঁস আটকে খুন করে ফেলুন। খাঁচায় বন্দি ঈগলকে সামলানো যতোটা সহজ, উড়ন্ত ঈগলকে সামলানো ততোটাই কঠিন।'

'আপনার কথায় যুক্তি আছে,' সামান্য দ্বিধার পর বললেন স্যাকোন।

'খুনির যুক্তি,' মাঝখান থেকে বলল এযিয়েল। 'বলুন, স্যাকোন, আপনি কি আপনার ঘুমন্ত অতিথিকে খুন করাবেন?'

'না, রাজপুত্র, না,' তড়িঘড়ি জবাব দিলেন স্যাকোন। 'ওরকম কিছু করলেও ইথোবালের উপজাতি আমাদের ওপর চড়াও হবে।'

হাসল মেটেম। 'তা হলে এখন বুঝছি, স্যাকোন, আগের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেয়ে বোকা হয়ে গেছেন আপনি। যে-লোক সুযোগ পেয়েও তার শত্রুকে হত্যা করে না, ভাল-মন্দ যে পদ্ধতিতেই হোক, তার যিম্মোর মতো সম্পদশালী শহর শাসন করার কোনও উপযুক্ততা নেই। বিশেষ করে যিম্মো যখন জংলীদের অঞ্চলের মাঝখানে। যদি বেঁচে থাকি আর টায়ারে ফিরতে পারি, তা হলে এ-কথাই আমি রাজা হিরামকেও বলব।...আর আপনি, রাজপুত্র এযিয়েল, যদি অধম এই চাকরের কথা খারাপ ভাবে না নেন তো বলি, মহানুভবতা আর হৃদয়ের কোমল অনুভূতি সম্ভবত আপনার জীবনটা নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ করে দেবে।' কথা শেষে নিজের বক্তব্য জোরদার করতেই বোধহয় একপলক এলিসাকে দেখল সে, তারপর টিটকারির হাসি চেপে চলে গেল।

উপস্থিত হলো লাল আলখেল্লা পরা একজন বয়স্ক লোক। চুলগুলো তার দীর্ঘ আর সাদা, চোখে উন্মাদনা। আলখেল্লার রং দেখে বোঝা গেল সে এল-এর একজন যাজক। স্যাকোনের কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন বলল সে। উদ্বেগের ছাপ পড়ল স্যাকোনের চেহারায়। কথাটা শুনে এযিয়েলকে বললেন, 'দুঃখিত, রাজপুত্র, দুঃখিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, কিন্তু আমাকে যেতে হবে। মন্দিরে জরুরি কাজ পড়ে গেছে। কালাজ্বরে পেয়েছে বালটিসকে, তাঁর সঙ্গে দেখা করা আবশ্যক। আপাতত একঘণ্টার জন্যে বিদায়।'

খবরটা শুনে উপস্থিতদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। সেই সুযোগে বাড়ির বারান্দায় চলে গেছে এলিসা। তাকে অনুসরণ করল এযিয়েল, দেখল একা বসে আছে এলিসা। চাঁদের আলোয় স্নাত শহর আর শহর ছাড়িয়ে দূরের সমতলের দিকে চেয়ে আছে তরুণী। এযিয়েলকে দেখে সম্মান করে উঠে দাঁড়াল এলিসা, তারপর বসল আবার। হাতের ইশারায় এযিয়েলকেও বসতে বলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এযিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'একটা কথা বলো তো দেখি, মেয়ে, আমি তো ভেবেছিলাম জঙ্গলে তুমি যার প্রার্থনা করছিলে, সে-ই দেবী বালটিস। তা হলে সে জ্বরে প'ড়ে অসুস্থ হয় কী করে!'

মৃদু হাসল এলিসা। 'ইনি মানবী। তবে তাঁকে আমরা পৃথিবীতে দেবী বালটিসের অবতার বলে মনে করি। আর তিনি যেহেতু মানুষ, কাজেই তিনি মৃত্যুর ঊর্ধ্বে নন।'

'তো তিনি মারা গেলে দেবীর অবতারের কী হবে?'

'তখন এল-এর পুরোহিতরা এবং উপাসিকারা আরেকজনকে বেছে নেবে। যদি আগের বালটিস দেবীর কোনও মেয়ে থাকে, তা হলে সাধারণত তাকেই পরবর্তী অবতার হিসেবে গ্রহণ করা হয়। যদি না থাকে, তা হলে অভিজাত কোনও কুমারী তরুণীকে বেছে নেয়া হয়।'

'তা হলে দেবী বালটিসের অবতার বিয়ে করে?'

'হ্যাঁ, রাজপুত্র, নিয়োজিত হবার এক বছরের মধ্যে তাকে স্বামী বাছাই করতে হয়। যাকে খুশি বাছাই করে নিতে পারে সে, শর্ত শুধু একটাই, তাকে সাদামানুষ হতে হবে। পূজা করতে হবে এল আর বালটিসের উদ্দেশ্যে। তারপর স্বামী বাছাই হয়ে গেলে তাকে উপাধী দেয়া হয় শাদিদ বলে। যতোদিন তার স্ত্রী বাঁচবে ততোদিন সে থাকবে এল-এর প্রধান পুরোহিত, পরবে দেবতার জন্যে নির্ধারিত পোশাক। তার স্ত্রী পরিধান করবে বালটিস দেবীর পোশাক। কিন্তু অবতার দেবী যদি মারা যায়, তা হলে নতুন পুরোহিত নিয়োগ করা হবে।'

'অদ্ভুত বিশ্বাস তো,' বলল এযিয়েল। 'এ-ধর্মে বিশ্বাস করা হয় স্বর্গের মালিক মানুষের মধ্যে থাকবে। সে যা-ই হোক, এটা যেহেতু তোমাদের বিশ্বাস, সেহেতু এ-ব্যাপারে আমার আর কিছু বলা উচিত হবে না। এবার বলো, কী বলছিলে রাজা ইথোবালের

www.BanglaBook.org

ব্যাপারে, যে তোমাকে অপহরণ করতে গিয়েছিল তাকে সে-ই পাঠিয়েছে? তুমি কি এব্যাপারে নিশ্চিত, না আন্দাজ করছ?'

'প্রথমে আমি সন্দেহ করেছিলাম, রাজপুত্র। তার যথার্থ কারণও ছিল। রাজা যখন লাশটার দিকে তাকাল তখন তার চেহারা দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। সেই সঙ্গে ভোজের সময় সে আমার দিকে কীভাবে তাকাচ্ছিল তা-ও আমার চোখ এড়ায়নি।'

'কেন সে তোমাকে এভাবে উঠিয়ে নিয়ে যাবে? তার তো এশহরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক।'

'আজ রাতে যা ঘটল তারপর আপনিই আন্দাজ করে নিন।' চোখ নামিয়ে নিল এলিসা।

'হ্যাঁ, আন্দাজ করতে পারছি। ওরকম একটা লোক তোমাকে চাইবে এটা যদিও ভাবা যায় না, তবে, যেহেতু সে পুরুষমানুষ কাজেই তাকে আমি খুব বেশি দোষ দিতে পারছি না। কিন্তু এরকম গোপনে সে তোমাকে তুলে নিতে চাইল কেন, সে তো প্রকাশ্যে একজন রাজার মতোই তোমার পাণিপ্রার্থনা করতে পারত।'

এলিসা নিচু গলায় বলল, 'প্রকাশ্যে সে আমাকে বিয়ে করতে চাইলে তাকে প্রত্যাখ্যাত হতে হতো। কিন্তু আমাকে যদি সে দূরের কোনও দুর্গে বন্দি করতে পারত, আর আমি বেঁচে থাকতাম, তা হলে কীভাবে তাকে আমি ঠেকাতাম? যতোদিন খুশি আমাকে দাসী করে রাখতে পারত সে, তারপর আমি পুরোনো হয়ে গেলে পরিত্যাগ করতে পারত। সেই দুঃসহ পরিণতি থেকেই আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন, রাজপুত্র। আসলে রক্ষা করেছেন মৃত্যুকে বরণ করা থেকে। ওই লোকটাকে আমি ঘৃণা করি। তার অধীনে ওরকম লজ্জাজনক ভাবে আমি বাঁচতে চাইতাম না।'

আস্তে করে মাথা নুইয়ে সম্মান দেখাল এযিয়েল, তারপর বলল, 'জীবনে এই প্রথম আমি আনন্দিত বোধ করছি যে আমি

www.BanglaBook.org

জন্মগ্রহণ করেছিলাম, এলিসা।'

'আর আমি সাধারণ এক ফিনিশিয়ান কুমারী খুশি হলাম আপনার মতো রাজকীয় এক সৎ সত্যবাদী মানুষের মুখ থেকে এ-কথা শুনে।' দু'হাত এক করে ঘষল এলিসা। 'ওহ্, রাজপুত্র, আপনার কথাগুলো যদি শুধুই কথার কথা না হয়, যদি শুধুই ভদ্রতা করে বলা না হয়, তা হলে শুনুন, আপনি রাজপুরুষ, কেউ আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেনি, হয়তো আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। রাজপুত্র, আমি আজ রাতের পর অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। রাজপুত্র, এ-কথা সত্যি যে ইথোবাল আমার এবং আমার বাবার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যিত হয়েছে। সে-কারণেই সে আমাকে অপহরণ করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ নয়, শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এবং এল-এর প্রধান পুরোহিত শাদিদ আজ সন্ধেয় আমার বাবার কাছে এসেছিল ইথোবালের হাতে আমাকে তুলে দেবার অনুরোধ করতে। সবাই ভয় পাচ্ছে, আমাকে না পেলে রেগে গিয়ে সে যিম্বো আক্রমণ করে বসবে। আমার বাবা এ-শহরের পরিচালক। আপনার কী মনে হয়, রাজপুত্র, হাজার লোকের নিরাপত্তা আর একটি অসহায় মেয়ের খুশি আর সম্মান, দুটোর মধ্যে কোন্‌টা গুরুত্ব পাবে একজন প্রশাসকের কাছে?'

'একটা ভুলকে আরেকটা ভুল দিয়ে ঠিক করা যায় না,' বলল এযিয়েল। 'তবে এখন আমার প্রায় মনে হতে শুরু করেছে মেটেমের কথায় তাকে লজ্জা না দিয়ে তার কথামতো কাজ করলেই বোধহয় ভাল হতো। শোনো মিষ্টি মেয়ে, আমি সব দিতে রাজি আছি, এমনকী আমার জীবনও, তবু যে ভবিষ্যৎ তুমি চাও না, তা থেকে তোমাকে আমি রক্ষা করার চেষ্টা করব। সবই দেব আমি, শুধু আমার আত্মা দেয়া ছাড়া।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আত্মা দেয়া ছাড়া,' চোখ জোড়া জ্বলে উঠল এলিসার। 'যদি কোনও পুরুষ মেয়েদের জন্য তার জীবন এবং আত্মার ঝুঁকি নেয়, তা হলে আমরা মেয়েরা তাকে এমন ভাবেই পূজা করি, যেমনি ভাবে বালটিস স্বর্গে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর কোনও পুরুষকে পূজা করা হয়নি।'

এযিয়েল মৃদু হেসে বলল, 'আমি যদি ইহুদি জাতির লোক না হতাম, তা হলে তোমার কথায় প্রলোভিত হতাম, মেয়ে। কিন্তু যেহেতু আমি হিব্রু, কাজেই ওরকম ভাবে পূজিত হওয়ার সুযোগ হাতের কাছে পেয়েও আত্মার স্বাধীনতা আমি কিছুতেই হারাব না।'

'রাজপুত্র,' বলল এলিসা, 'আমি ঠাট্টা করছিলাম। কী বলেছি ভুলে যান। যা বলেছি, তা বলেছি আতঙ্ক থেকে। ওই আধা-সভ্য ইথোবালকে আমি কতোটা ভয় করি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমাকে ক্ষমা করবেন, রাজপুত্র। আজ রাতের ঘটনায় আমি দিশে হারিয়ে ফেলেছি।'

'কেন?'

'কারণ ভবিতব্য কাছিয়ে আসছে,' ফিসফিস করল এলিসা। ওর অপূর্ব চোখ জোড়ায় কাতর আর্তি, কাঁপা কাঁপা অধর যেন নীরবে বলছে, 'কারণ তুমি আমার কাছে আছো, আর দুর্বোধ্য একটা পরিবর্তন এসেছে আমার মধ্যে।'

আজকে দ্বিতীয়বারের মতো এলিসার চোখে চোখ রাখল এযিয়েল। দ্বিতীয়বারের মতো হৃদয়ে অদ্ভুত একটা অনুভূতির দোলা লাগল। তাতে আনন্দের চেয়ে বেদনার ভাগই বেশি। কেমন যেন বিহ্বল লাগল তার। অনুভূতিটা যেন স্বর্গীয়, আবার তা নয়ও। এযিয়েলের মনে হলো কথা বলার ক্ষমতা হারাচ্ছে সে। কী ব্যাপার, আপন মনে ভাবল এযিয়েল। আগেও অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে সে, অনেক সম্ভ্রান্ত মেয়ে ওর কাছে এসেছে, কিন্তু তারা কেউ এভাবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওকে নাড়া দিয়ে যেতে পারেনি কেন? এ কি তা হলে তার হৃদয়ের সঙ্গী, যাকে দুনিয়ার আর সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালবাসবে সে? তা কী করে হয়! এতো দ্রুত ভালবেসে ফেলেছে সে?

এলিসার দিকে এক-পা এগোল এযিয়েল, বলল, 'শোনো মেয়ে।' থেমে যেতে হলো তাকে।

মাথাটা নিচু করেছে এলিসা। তার কালো দীর্ঘ কেশরাজি প্রায় এযিয়েলের পায়ের কাছে লুটাচ্ছে। কোনও সাড়া দিল না এলিসা। আরেকটা কণ্ঠস্বর নীরবতা ভাঙল। পরিষ্কার, জোরাল কণ্ঠস্বরটা বলল, 'রাজপুত্র, যদি আবারও বিরক্ত করে থাকি, তবে ক্ষমা করবেন। কিন্তু অতিথিরা সবাই চলে গেছে। আপনার ঘর তৈরি হয়ে গেছে। এদেশের মেয়েদের রীতিনীতি আমি জানি না, তবে ভাবতেও পারিনি এতো রাতে আপনাকে কোনও মেয়ের সঙ্গে একা দেখব।'

মুখ তুলে তাকাল এযিয়েল, যদিও কণ্ঠস্বর শুনেই চিনতে পেরেছে কে লোকটা। দাঁড়িয়ে আছেন লেভিট মন্দিরের উপাসক নবী ইসাচার। তাঁকে এলিসাও দেখেছে। মৃদু স্বরে বিদায় জানিয়ে চলে গেল ও দু'জনকে রেখে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

চার

স্বপ্ন

নীরবতা ভাঙল এযিয়েল। 'ইসাচার, মনে হচ্ছে আমার ভালর

www.BanglaBook.org

জন্যে আপনি বড় বেশি উদ্বিগ্ন।'

'আমি তা মনে করি না, রাজপুত্র,' কড়া গলায় বললেন পুরোহিত। 'আপনার দাদা আমার ওপর আপনার দায়িত্ব দিয়েছেন। সেই দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হবে। তিনি যতোটুকু দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন তার বেশি করতে চেষ্টা করা উচিত আমার।'

'কী বলতে চান, ইসাচার?'

'কথাটা সোজা, রাজপুত্র, তবুও খুলে বলছি। মহান রাজা তাঁর জেরুজালেমের প্রসাদের সোনালী হলঘরে আমাকে বলেছিলেন, ''যারা যুদ্ধ করতে জানে, তাদের ওপর আমার নাতির দৈহিক নিরাপত্তার ভার দিয়েছি আমি। কিন্তু, ইসাচার, তোমার ওপর দিচ্ছি ওর অন্তরের নিরাপত্তার ভার। কাজটা যোদ্ধাদের কাজের চেয়ে উঁচু পর্যায়ের এবং কঠিনতর। পাহারা দেবে ওকে তুমি, ইসাচার। পাহারা দেবে বিজাতীয় দেবতা আর তাদের উপাসনার প্রলোভন থেকে। আর বেশি সতর্ক হয়ে পাহারা দেবে সেই মেয়ের থেকে, যে-মেয়ে বালটিসের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। ওই মেয়ের সঙ্গে জড়ালে সেটা দুনিয়ার বুকে দোজখের দরজা খোলার সামিল। দোজখে ঠাঁই পাবে সে-মানুষ।'''

'আমার দাদা বরাবরের মতো নিশ্চয়ই জ্ঞানের কথা বলেছেন,' বলল এযিয়েল। 'কিন্তু এখনও আমি তাঁর কথার মানে বুঝতে পারিনি।'

'তা হলে, রাজপুত্র, আমাকে আরও খুলে বুঝিয়ে বলতে হয়। এখন যখন আমি আপনাকে ওই শয়তান দেবী বালটিসের উপসিকা জাদুকরী এলিসার সঙ্গে একা দেখলাম, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তার সঙ্গে কথা বলার সময় ভদ্রতা তো করা উচিতই নয়, বরং উচিত ক্রোধ অনুভব করা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তা হলে কি আমি যাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছি তাঁর মেয়ের সঙ্গে কথা বলা আমার বারণ?' রাগ ঝরল এযিয়েলের কণ্ঠে। 'ওকে আমি মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছি। শুধু তার রহস্যময় উপাসনার কারণে এখন তাকে এড়িয়ে যেতে হবে?'

'উপাসনা, রাজপুত্র? হাহ্!' টিটকারির সুরে বললেন ইসাচার। 'রহস্য যা আছে তা আছে ওর দেহে, রাজপুত্র। যে ওই সুন্দর দেহের মোহ-বিষ পান করবে, তার ধর্মবিশ্বাস নষ্ট তো হবেই, চিরতরে বিষাক্ত হয়ে যাবে সে-মানুষের মন। তার রহস্যময়তা আপনাকে কাছে টানছে, হৃদয়ে ভালবাসা অনুভব করছেন আপনি, মুখে যদিও *না* বলেন। ঠিক কি না? বালটিসের এসব ডাইনীরা ভাল করেই জানে কীভাবে পুরুষকে মোহিত করতে হয়। অশুভর কাছ থেকে অঢেল সাহায্য পায় এরা। যাদের উপাসনা করে, আমাদের সেই শত্রুদের কাছ থেকে পায় জ্ঞান। এরা স্পর্শ, কাতর কথা আর চেহারার গুণে তরুণের রক্তে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। তরুণের শিরায় শিরায় সেই চাঞ্চল্য এমন ভাবে জাগে যে তার বিবেক অন্ধ হয়ে পড়ে।' একটু থামলেন ইসাচার, তারপর আবার বললেন, 'না, রাজপুত্র, আমার কথা শুনুন, আজ রাতে চাঁদ ওঠার আগেও আপনি ওই মেয়েকে দেখেননি, সে ছিল অপরিচিতা। কিন্তু এখনই আপনার টগবগে রক্তে আগুন জ্বলে উঠেছে। আপনি তাকে ভালবেসে ফেলেছেন। পারলে অস্বীকার করুন। আপনি তো মিথ্যুক নন, নিজের সম্মান বাজি রেখে বলুন আমার কথা ঠিক নয়, আমি নির্দ্বিধায় মেনে নেব আপনার কথা।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল এযিয়েল, তারপর বলল, 'ইসাচার, এ-ব্যাপারে আমাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার কোনও অধিকার নেই আপনার। তবু যখন আমার সম্মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তখন খোলাখুলিই বলছি, আমি জানি না এলিসাকে আমি ভালবাসি কি না। আপনার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথাই ঠিক, এলিসা আমার অপরিচিতা। তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ফুল যেমন সূর্যের মুখাপেক্ষী হয়, তেমনি করে আমার হৃদয়ও এলিসার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। আজকের আগে তাকে আমি কখনও দেখিনি, কিন্তু ওই জঙ্গলে যখন তাকে আমি প্রথম দেখলাম, মনে হলো যেন আমার জন্মই হয়েছে ওকে খুঁজে বের করে আপন করে পেতে। মনে হয়েছে ওকে চিরজীবন ধরে চিনি। মনে হয়েছে চিরদিন ধরে সে আমার। একে কী বলবেন, ইসাচার? সুন্দরী কোনও মেয়েকে দেখে তরুণের আকস্মিক তারুণ্যের উন্মাদনা? তা হতে পারে না। এরকম সুন্দরী মেয়ে আমি আগেও অনেক দেখেছি। বার কয়েক হৃদয়ে দোলাও লেগেছে। ওসব পেছনে ফেলে এসেছি আমি। আমাকে বলুন, ইসাচার, আপনি তো বয়স্ক এবং জ্ঞানী মানুষ, অনেকের হৃদয় সম্বন্ধে জানেন, যে-ঢেউয়ে আমার হৃদয় প্লাবিত হয়েছে তা আসলে কী?'

'কী, রাজপুত্র? এ হচ্ছে ডাইনীর মোহমায়া। এই মোহমায়ায় পড়ে সব ভুললে নরকের আগুনে পুড়তে হয়। এমনি এমনি আমি আপনার জন্যে ভয় পাচ্ছি না, রাজপুত্র। এ-ব্যাপারে আমি স্বপ্ন দেখেছি। শুনুন তা হলে, কাল রাতে, সমতলে আমি যখন আমার তাঁবুতে ঘুমাচ্ছি, তখন স্বপ্নে দেখলাম, কোনও একটা বিপদ আপনাকে গ্রাস করতে যাচ্ছে। ঘুমের মধ্যেই আমি প্রার্থনা করলাম, আপনার ভবিতব্য যেন আমি দেখতে পাই। প্রার্থনার পর আমি একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সেই কণ্ঠস্বর বলল, "ইসাচার, তুমি ভবিষ্যৎ জানতে চাইছ। তা হলে জেনে নাও, যাকে তুমি পছন্দ করো, সে আগুনে পতিত হবে। নিজের ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হবে সে, তারপর দুঃখ এবং মৃত্যুর মাঝ দিয়ে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।" আমি বিচলিত হয়ে পড়লাম। প্রার্থনা করলাম আপনি যাতে প্রলোভন থেকে নিজেকে

www.BanglaBook.org

রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু কণ্ঠস্বর বলল, "যারা শুরু থেকে এক হয়ে আছে তারা আলাদা হতে পারবে শুধুমাত্র নিজেদের ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে। ভাল এবং মন্দের মাঝ দিয়ে তাদের জীবন কাটাতে দাও। তাদের ভবিতব্য নিশ্চিত, কিন্তু রাস্তাটা তাদেরই বেছে নিতে হবে।" আমি ভাবছিলাম এসব কথার অর্থ কী, এমন সময় আবছা ভাবটা কেটে গেল, আমি আপনাকে দেখতে পেলাম। আপনি এযিয়েল, জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকা এক নারী মূর্তি দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আপনার দিকে। তার কপালে বালটিসের সোনালী ধনুক। তারপর দেখলাম আপনার চারপাশে আগুন লকলক করছে। সেই আগুনের ভেতর অনেক কিছু দেখলাম, যদিও সেসব আমার মনে নেই। সেই আগুনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে এলো মৃত্যুর রাজপুত্র, খুনের পর খুন করল সে, কেউ রক্ষা পেল না। তখন ঘুম ভেঙে গেল আমার, বুঝতে পারলাম, আমি যতোই ভালবাসি না কেন, আপনাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই।'

এযুগে যে-কোনও শিক্ষিত লোক ইসাচারের অদ্ভুত স্বপ্নকে ভ্রান্তি বলে উড়িয়ে দিত, কিন্তু এযিয়েল রাজা সলোমনের সময়ের মানুষ। রাসুলের উদ্ধৃত বক্তব্য অনুযায়ী আলোকিত পথে চলত তখন মানুষ, বিশ্বাস করত পৃথিবীতে জেহোভার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী স্বপ্ন দেখে উপযুক্ত ব্যক্তি। ইসাইয়া, দাউদ এবং আরও সব নবীদের মতোই পবিত্র মন্দিরের জেহোভার উপাসক ইসাচারও ভবিষ্যৎ বিষয়ে ঐশী বাণী লাভ করতেন বলে বিশ্বাস করা হতো। ইসাচারের কথায় বিপর্যস্ত বোধ করল এযিয়েল, মাথা নিচু করে বলল, 'আমি সম্মানিত বোধ করছি, ইসাচার। সম্মানিত বোধ করছি, কারণ আমার অতি সাধারণ এই নগণ্য আত্মা এবং দেহের ভবিতব্যের ব্যাপারে ঐশী বাণী প্রদান করা হয়েছে।'

www.BanglaBook.org

'নগণ্য আত্মা, এযিয়েল? স্বর্গের মালিকের কাছে ওই আত্মার মূল্য অসীম। এযিয়েল, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, সময় থাকতে ওই মেয়ের কাছ থেকে সরে আসুন।'

'তা হলে, ইসাচার, সেই কণ্ঠস্বর কী বলল? বলেনি আমি আর এলিসা জন্মজন্মান্তর থেকে এক? ইসাচার আপনি ধারণা করছেন, যে-মেয়ের জন্যে আমার পাপ করতে হবে এবং আমি পতিত হবো, সে এলিসা ছাড়া আর কেউ নয়। সত্যি বলতে, যদি আমি পারি, তা হলে আপনার কথাই মেনে চলব। ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করার বদলে একশোবার মৃত্যুবরণ করতেও আমি রাজি। তবু যদি ভবিতব্য আমাকে দিয়ে যা ঘটবার তা ঘটায়, তা হলে আমার তো কিছু করার নেই, ইসাচার। যদি এলিসাই সে-মেয়ে হয়, যাকে আমি ভালবাসতে বাধ্য, তবু আপনি বলেছেন সে অধর্মের অনুসারী বলে তাকে আমার পরিত্যাগ করা উচিত। এ তো অসম্ভব। সে যদি অধার্মিক হয়েই থাকে, তা হলে তা হয়েছে তার জ্ঞানের অভাবের কারণে। হয়তো ওর হৃদয়ে পরিবর্তন আনা আমারই ওপর নির্ভর করছে। আপনার কথা অনুযায়ী, ইসাচার, যে-মেয়ে প্রথম থেকেই আমার সঙ্গে আছে, তাকে কি আমি বালটিসের নরকে পুড়তে দিতে পারি? না, ইসাচার, আমার মনে হচ্ছে আপনার স্বপ্ন সত্যি নয়। আমি আমার ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করব না, তবে এলিসা অন্তর জয় করে নেব, যেন ও-ও আমাদের ধর্মে বিশ্বাস আনে। আমরা দু'জন মিলে ঠিক পথেই এগোব। আমি শপথ করছি, ইসাচার।'

'শয়তানের নানা পথ জানা আছে,' বললেন ইসাচার। 'এখন মনে হচ্ছে আমার স্বপ্নের কথা বলা উচিত হয়নি। স্বপ্নটাকে ভুল ব্যাখ্যা করে নিজের উন্মাদনাকে প্রশ্রয় দেবেন আপনি। যা খুশি করুন, এযিয়েল, তার ফলও আপনাকেই ভোগ করতে হবে। কিন্তু

www.BanglaBook.org

আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আমার যদি সামান্যতম ক্ষমতাও থাকে, তা হলেও আমি ওই মেয়ের মোহে পড়ে আপনার জীবন আর আত্মা ধ্বংস হতে দেব না।'

'তা হলে ইসাচার, এ-ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মানসিক লড়াই হবে।'

'হ্যাঁ, লড়াই হবে,' বললেন ইসাচার, তারপর আর একটা কথাও না বলে চলে গেলেন।

*

গতকালের কঠোর পরিশ্রম আর উত্তেজনার কারণে এযিয়েলের স্বপ্নহীন গভীর ঘুম যখন ভাঙল, তখন সূর্যটা আকাশে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। চাকররা পোশাক পরিয়ে দুধ এবং ফল নাস্তা হিসাবে পরিবেশন করল তাকে। তাদের বিদায় করল এযিয়েল, তারপর জানালার সামনে বসে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

নীচে দেখা যায় সমতল ছাদের বাড়িঘর। দুটো বৃত্তাকার দেয়াল আছে মূল শহরের। দেয়াল দুটোর ওপাশে রয়েছে তৃতীয় আরেকটা দেয়াল। এই দেয়ালের ভিতরে রয়েছে মৌমাছির চাকের মতো ছোট ছোট হাজার হাজার খুপরি। খড় দিয়ে তৈরি খুপরিগুলোর বাসিন্দা এই অঞ্চলের কর্মজীবী মানুষ। আরও আছে দখলদার ফিনিশিয়ান জাতির ক্রীতদাস আর চাকরের দল।

এযিয়েলের ডানদিকে প্রশাসকের প্রাসাদের বড়জোর একশো ফুট দূরে মাথা তুলেছে গোলাকৃতি বিরাট মন্দিরটা। ওখানে বালটিস আর এল-এর অনুসারীরা পূজা করে। সোনা যারা বিশুদ্ধ করে তাদের কাজও ওখানে। চওড়া দেয়ালের খানিক পরপরই আছে নজর রাখার জন্য টাওয়ার আর তার ফাঁকে ফাঁকে গ্র্যানিট আর সোপ-পাথরের তৈরি স্তম্ভ। ওগুলোতে বালটিসের মূর্তি খোদাই করা। টাওয়ারের মাঝে অস্ত্রধারী সৈন্যরা পায়চারি করছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সর্বক্ষণ, নজর রাখছে নীচের শহর আর শহর ছাড়িয়ে যাওয়া সমতলের দিকে। যদিও ফিনিশিয়ানদের আসল উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পদ আহরণ, তবুও তারা যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।

বিরাট মন্দিরের ওপরে টিলার মাথায় দেখা যাচ্ছে আরেকটা পাথরের দুর্গ। যদি শত্রুর আক্রমণে মন্দিরের পতনও ঘটে, তবু ওই দুর্গ দখল করা সহজে সম্ভব হবে না। টিলার মাথায় ডানে বামে যতোদূর চোখ যায়, শত্রু ঠেকাবার জন্য রয়েছে অনেকগুলো শক্ত ঘাঁটি।

জানালা দিয়ে নীচের ব্যস্ততা চোখে পড়ছে এযিয়েলের। খোলা একটা জায়গায় বাজার বসেছে। কাফেলার সঙ্গে আসা ফিনিশিয়ান ব্যবসায়ীরা ঘাসের চাপড়ার তৈরি ছাউনির নীচে নিজেদের পশরা সাজিয়ে বসেছে। কস্ থেকে আনা সিল্ক, ব্রোঞ্জের অস্ত্র, কপারের দণ্ড, সাইপ্রাসের সমৃদ্ধ খনি থেকে নিয়ে আসা সোনা, রুপো আর লোহার খণ্ড, মিশরের লিনেন আর মসলিন, গহনা, কাঁচের জিনিস, দেবী মূর্তি, কারুকাজ করা বাটি, ছুরি, সুগন্ধী, লবণ, মহিলাদের ব্যবহার্য হরেক পদের জিনিস। আরও রয়েছে ফিনিশিয়ার তৈরি হাজারও বিক্রয়পণ্য–কী নেই সেসবের মধ্যে।

সোনা, হাতির দাঁত, অস্ট্রিচের পালক আর সুন্দরী দাসীদের বিনিময়ে বিক্রির কাজ চলছে। মেয়েগুলো হয় যুদ্ধবন্দি, অথবা তাদের আত্মীয়রা তাদের নিজেদের কাছে রাখতে আর ইচ্ছুক নয়।

খোলা জায়গার আরেকদিকে জন্তুজানোয়ার বিক্রি চলছে। সেই সঙ্গে আছে কাঁচাবাজারের সমস্ত তরিতরকারী, ফলমূল, শস্য, দুধ, বিয়ার, গোস্ত ইত্যাদি। আদিবাসীরা নিয়ে এসেছে ষাঁড়, খচ্চর, গাধা আর হরিণ। ভিড়ের দিকে তাকালে মনে হয় পরের

www.BanglaBook.org

সব উপজাতির লোকই ওখানে উপস্থিত। কোমরে একখণ্ড কাপড় পড়ে দাঁড়িয়ে আছে অসভ্য মানুষ, তাদের হাতে বিরাট বর্শা, বিস্মিত কৌতূহলী চোখে তারা সাদামানুষদের ভীড় দেখছে। বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে দীর্ঘ দাড়িওয়ালা আরব ব্যবসায়ী আর চোখা টুপি পরা ফিনিশিয়ানরা। সাদা চাদর পরা মিশরীয়রাও আছে। বিভিন্ন ভাষায় চলছে দরদাম, ঝগড়াঝাঁটি, কথাবার্তা।

কৌতূহল নিয়ে এসব দেখছে এযিয়েল। বাজার থেকে নিয়ে মন্দিরের দরজা পর্যন্ত সরু একটা পথ খোলা রাখা হয়েছে। ওপথে এগিয়ে এলো লাল আলখেল্লা পরা এল-এর একদল পুরোহিত। তাদের মাথায় লাল টুপি। ওগুলোর তলা থেকে বেরিয়ে এসে কাঁধে লুটাচ্ছে তাদের দীর্ঘ কেশ। পুরোহিতদের হাতে স্বর্ণখচিত দণ্ড, গলায় সোনার চেইন, সেগুলোতে ঝুলছে তাদের উপাস্য দেবতার মূর্তি। পাশাপাশি দু'জন করে হাঁটছে তারা। মোট পঞ্চাশজন। দুর্বোধ্য একটা শোকসঙ্গীত মৃদু স্বরে গাইছে পুরোহিতরা। তাদের প্রত্যেকের একটা হাত পাশেরজনের কাঁধের ওপর রাখা। পুরোহিতদের দেখে স্বল্প সংখ্যক ইহুদি ছাড়া বাকি সবাই মাথা থেকে টুপি খুলে ফেলল। আরও যারা বেশি ভক্ত তারা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে।

পুরোহিতদের পর এলো দ্বিতীয় আরেকটা দল। এরা বালটিসের উপাসিকা। সংখ্যায় তারা অন্তত একশোজন হবে। এদের পরনে সাদা পোশাক। কপাল থেকে ঝুলছে মিহি কাপড়ের তৈরি নেকাব। একটা ক্ষয়া চাঁদের আকৃতি প্রত্যেকের কপালে। কারুকার্যময় দণ্ডের বদলে তাদের হাতে মেহগিনজের খাটো লাঠি। বামহাতে তার দিয়ে বাঁধা একটা সাদা ঘুঘু। এছাড়াও রয়েছে শস্যের দানা। এগুলো উর্বরতার চিহ্ন। ঘুঘুগুলো উড়ে যাবার জন্য পাখা ঝাপটাচ্ছে। উপাসিকারাও নিচ স্বরে গাইছে সেই একই

www.BanglaBook.org

দুর্বোধ্য প্রার্থনাসঙ্গীত।

এযিয়েলের সামনে দিয়ে যাবে তারা। প্রত্যেকের মুখ দেখে একজনকে খুঁজছে এযিয়েলের চোখ। হঠাৎ তার হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফ দিল। ওই তো এলিসা! ওর বুকের কাছে ঘুঘু পাখি ধরা। দু'হাতে পাখিটা ধরে আছে যাতে পাখা না ঝাপটায়। পার হয়ে যাবার সময় এযিয়েল যে জানালার সামনে বসে আছে সেটার দিকে একবার তাকাল এলিসা। এযিয়েলকে নিশ্চয়ই দেখতে পায়নি, কারণ সে ছায়ার মধ্যে বসে আছে।

শতখানেক পূজারীর পেছনে হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরের সরু দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল উপাসিকারা। চিন্তা করতে গিয়ে হেলান দিয়ে বসল এযিয়েল। ইসাচারের স্বপ্নের কথা ভাবছে সে। এলিসা আর তার পথ কি এক? ইসাচারের সতর্কবাণীকে কতোটা গুরুত্ব দেবে সে? হঠাৎ একটা উপলব্ধি হলো এযিয়েলের। এলিসা জ্ঞানী, সুন্দরী এবং সম্ভবত নিষ্পাপ; কিন্তু ইসাচারের কথা ঠিক, অধর্মের অনুসারী মেয়েটা, তার আর্জিত জ্ঞান অশুভ শক্তির কাছ থেকে পাওয়া। এযিয়েলের মতো একজন রাজকীয় পুরুষ, যার রক্তে বইছে সলোমন আর খেম ফেরাউনের ধারা, তার কি উচিত এরকম বিপথগামিনী কোনও মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানো? সে তো ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত জনগণের একজন, যারা সত্যিকারে এক ঈশ্বরের উপাসনা করে। গতকাল এলিসা তাকে মুগ্ধ করেছে। কালো জাদুর মায়ায় তাকে ভুলিয়েছে, অথবা ভুলিয়েছে অপরূপ সৌন্দর্য দিয়ে। এযিয়েল নড়েচড়ে বসল। আজকে সে নিজের হৃদয়ের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার বজায় রাখতে পেরেছে। মোহমায়া আর এলিসার প্রতি দুর্বলতা সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলবে।

*

বাজারে দাঁড়িয়ে পুরোহিত আর উপাসিকাদের চলে যেতে

www.BanglaBook.org

দেখলেন ইসাচার। পাশে দাঁড়ানো মেটেম সম্মান দেখাতে মাথা থেকে টুপি খুলে রেখেছে। তাকে ইসাচার জিজ্ঞেস করলেন, 'বলো তো, মেটেম, এসব কীসের পাগলামি?'

'এ কোনও পাগলামি নয়, সম্মানিত ইসাচার, এটা একটা উৎসর্গ উৎসব। বালটিসের অবতার উপাসিকাদের নেত্রীর আরোগ্য কামনা করে ওই মন্দিরে উৎসর্গ দেয়া হবে।'

'কী উৎসর্গ করবে? আমি তো উৎসর্গ করার মতো কিছু দেখলাম না ওই সাদা ঘুঘুগুলো ছাড়া।'

হাসল মেটেম। 'না, ইসাচার, দেবতারা ঘুঘুর রক্তের চেয়ে অনেক অভিজাত রক্ত কামনা করেন। কোনও একজন উপাসিকার প্রথম সন্তানকে দেবতার নামে উৎসর্গ করে দিতে হবে।'

'হায় স্বর্গের মালিক!' কপালে উঠে গেল ইসাচারের চোখ। 'কবে তুমি এদের সত্য পথ দেখাবে!'

'আস্তে বলুন, বন্ধু,' বলল মেটেম। 'আমি আপনাদের ধর্মপুস্তক পড়েছি। ওখানে কি লেখা নেই আপনাদের পূর্বপুরুষ তার প্রথম সন্তানকে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করেছিলেন?'

'সে তো তাঁর অন্তরের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সে-কাজ তাঁকে করতে দেয়া হয়নি। আমরা যাঁর উপাসনা করি তিনি বাচ্চাদের রক্ত নিয়ে আনন্দিত হন না।' চুপ হয়ে গেলেন ইসাচার। তাঁর চোখে এলিসা ধরা পড়েছে। লক্ষ করলেন, এলিসার চোখ এযিয়েলের জানালার দিকে একবার তাকাল। এলিসা দেখতে না পেলেও ইসাচার দেখতে পেলেন, রাজপুত্র জানালার কাছে বসে আছেন। দাঁতে দাঁত চেপে ইসাচার চাপা গলায় বললেন, 'এই শয়তানের কন্যা তার জাল বিস্তার করছে।' হঠাৎ একটা চিন্তা দোলা দিল তাঁকে। এবার স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'আচ্ছা, মেটেম, তোমাদের মন্দিরে কি

www.BanglaBook.org

আগন্তুকদের উৎসব দেখার নিয়ম আছে?'

'অবশ্যই,' জবাব দিল মেটেম। 'তবে তাদের মুখ বন্ধ রাখতে হবে। এমন কিছু করা যাবে না যেটা আমাদের রীতি বিরুদ্ধ হয়ে যায়।'

'তা হলে, মেটেম, আমি অনুষ্ঠান দেখতে চাই। সন্দেহ নেই রাজপুত্র এযিয়েলও নিশ্চয়ই দেখতে চাইবেন। যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে একটা উপকার করো, মেটেম, প্রাসাদে গিয়ে রাজপুত্র এযিয়েলকে মন্দিরের এই বিরাট উৎসব দেখতে যাবার জন্য দাওয়াত দাও। আর, মেটেম, একটা কথা, কথাটা তুমি রাখলে খুব খুশি হবো; যদি উনি জিজ্ঞেস করেন-কীসের অনুষ্ঠান, তুমি শুধু বলবে একটা ঘুঘু উৎসর্গ করা হবে। আমি দরজার সামনে অপেক্ষা করব। আর, মেটেম, তাঁকে বোলো না আমি তোমাকে পাঠিয়েছি। মনে রেখো, জেরুজালেমে ফেরার পর আমার হাত দিয়েই তোমাকে পুরস্কার দেয়া হবে। কাজেই যা বলছি কোরো, তোমার লাভ হবে।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো মেটেম। 'আপনার সব কথাই আমি রাখব, পবিত্র ইসাচার। রাজা আমাকে সেরকম নির্দেশই দিয়েছেন।' রওনা হয়ে গেল সে প্রাসাদের দিকে। মনে মনে ভাবল, দীর্ঘ যাত্রায় তরুণ এযিয়েল কোনও সুন্দরী মেয়ে দেখেননি। তাঁর পক্ষে এলিসাকে ভালবেসে ফেলা সম্ভব। তারুণ্য তাঁর অন্তরকে দুর্বল করে দিয়েছে। এদিকে ইসাচার চাইছেন বালটিসের কোনও উপাসিকার প্রতি এযিয়েল যেন দুর্বল হয়ে না পড়েন। আরও আছে রাজা ইথোবাল। এলিসাকে নিজের করে পেতে চায় সে। আর এলিসা—বেশিরভাগ মেয়েদের মতোই নীরব থেকে পুরুষে পুরুষে লড়াই দেখবে আর আনন্দিত বোধ করবে সে। তাতে আমার কী, ভাবল মেটেম। এসব শেষ হওয়ার আগেই

www.BanglaBook.org

আগের চেয়ে ধনী হয়ে যাব আমি। দুটো হাত আছে আমার, আর সোনা তো সোনাই, তা যার হাত দিয়েই দেয়া হোক না কেন।
হাসিমুখে প্রাসাদে ঢুকল মেটেম।

পাঁচ

উৎসর্গ

'রাজপুত্র চিরজীবী হন।' চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে গেল এযিয়েলের, দেখল টুপি খুলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে মেটেম। 'তবে রাজপুত্র যদি চিন্তাস্রোতে দুর্বোধ্যতাকে প্রশ্রয় দেন, তা হলে আপনার দীর্ঘ জীবনটা দুঃখে ভরা হবে।'

'আমি শুধু চিন্তা করছিলাম, মেটেম,' বলল এযিয়েল। 'তা দুর্বোধ্য কিছু নয়।'

'যাকে আপনি রক্ষা করেছেন সেই এলিসার কথা চিন্তা করছিলেন, রাজপুত্র? আমার তা-ই ধারণা। সুন্দরী সে, কি বলেন? অমন মায়াময় স্বপ্নীল চোখ আর রহস্যময় হাসি আমি আর কখনও কোনও মেয়ের দেখিনি। তবে আমার অভিজ্ঞতা বলে, সুন্দরী অথচ বেশি বোঝে না এমন মেয়েই ভাল। ব্যাপারটা সত্যি দুঃখজনক যে, এলিসা মেয়েটা বালটিসের উপাসিকা। ইসাচার অসন্তুষ্ট হবেন। রাজপুত্র, আপনি তো জানেন পবিত্র ইসাচার আপনার জন্যে কঠোর একজন পথপ্রদর্শক।'

'কী জন্যে এসেছ, মেটেম?' মেটেমকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস

www.BanglaBook.org

করল এযিয়েল।

'আমাকে ক্ষমা করবেন, রাজপুত্র,' বলল মেটেম। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে যেন অশুভকে তাড়াচ্ছে সে। 'আজ ব্যবসায় ভাল লাভ হয়েছে আমার। সেই খুশিতে মদ খেয়েছি, যদি আপনার সামনে বেশি কথা বলে থাকি, তা হলে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। যে-কারণে আমার আসা, মন্দিরে একটা উৎসব হচ্ছে। ওটা আগন্তুকদেরও দেখার সুযোগ আছে। সুযোগটা খুব কম পাওয়া যায়, কাজেই আমি ভাবলাম, কাল রাতে জঙ্গলের সেই অভিজ্ঞতার পর আপনি হয়তো অনুষ্ঠানটা দেখতে চাইবেন। যদি যান, তা হলে আপনাকে আমি নিয়ে যেতে পারি ওখানে।'

এযিয়েলের প্রথমে মনে হলো মানা করে দেয়। ঠোঁটে চলে এসেছিল কথাগুলো, কিন্তু আরেকটা চিন্তা মাথায় আসায় যাবে না বলল না। একবার অন্তত যাওয়া যাক, গিয়ে দেখা যাক অনুষ্ঠানে এলিসা কী দায়িত্ব পালন করে। কৌতূহলটা অন্তত মিটবে তাতে। 'অনুষ্ঠানটা কীসের?' জিজ্ঞেস করল এযিয়েল।

'অসুস্থ বালটিসের অবতারের আরোগ্য কামনা করে উৎসর্গ অনুষ্ঠান, রাজপুত্র।'

'কী উৎসর্গ করা হবে?'

'আমি যতোদূর শুনেছি একটা ঘুঘু,' বলল মেটেম।

'যাচ্ছি তোমার সঙ্গে আমি,' সিদ্ধান্তে এসে বলল এযিয়েল।

'ঠিক আছে, রাজপুত্র। চাকর আর প্রহরীর দল দরজায় আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

প্রাসাদের ঢোকার প্রধান দরজায় তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রহরী আর চাকরদের অপেক্ষা করতে দেখল এযিয়েল। তাদের সঙ্গে পবিত্র ইসাচারও আছেন। তাঁকে এযিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি বলতে পারেন কীসের অনুষ্ঠান হবে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'পারি,' বললেন গম্ভীর ইসাচার। 'বিধর্মীরা তাদের মিথ্যে দেবীর উদ্দেশে প্রাণ উৎসর্গ করবে।'

'আপনি কি আমার সঙ্গী হবেন, ইসাচার?'

'আপনি যেখানে যাবেন সেখানে আমিও যাব,' বললেন ইসাচার। 'তা ছাড়া, রাজপুত্র, এই শয়তানের উপাসনা দেখার পেছনে আপনার যেমন উদ্দেশ্য আছে, তেমনি আমারও উদ্দেশ্য আছে।'

আগে আগে চলল মেটেম, মন্দিরের উত্তরের এক গজ চওড়া দরজার সামনে পৌঁছে প্রহরীর সঙ্গে কথা বলল সে। সবাইকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়ার জন্য সরে দাঁড়াল প্রহরী। পথ এতো সরু যে একজন একজন করে ঢুকল সবাই। বিরাট দালানের ভেতরে সরু সরু পথ, গাঁথুনি ছাড়া গ্র্যানিটের উঁচু সব দেয়াল। একটা খোলা জায়গায় পৌঁছুল এযিয়েলরা। অনুষ্ঠান ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ঠিক মাঝখানে গ্র্যানিটের চত্বরের আছে দুটো স্তম্ভ। বড়টা উচ্চতায় ফুট তিরিশেক হবে। ছোটটা তার অর্ধেক। স্তম্ভগুলোও পাথরের তৈরি। মেটেম জানাল স্তম্ভ দুটো এল এবং বালটিসের প্রতীক। স্তম্ভের সামনে রয়েছে পাথরের তৈরি একটা বেদি আর মঞ্চ। মাঝখানে মাটিতে একটা গর্ত আছে, সেখানে জ্বলছে প্রচুর কাঠ। বেদি এবং মঞ্চ গোল করে ঘিরে রেখেছে উপাসক আর উপাসিকারা। বৃত্তাকারে দাঁড়ানো পূজারীরা ছাড়া আরও আছে দর্শকের দল। তাদের মাঝে এযিয়েল এবং তার সঙ্গীদের জায়গা হলো। ইহুদিদের আগমনে কিছু গোঁড়া অনুসারী অসন্তুষ্ট হয়ে বিড়বিড় করে আপত্তি প্রকাশ করল।

এযিয়েলরা যখন ঢুকেছে তখন উপাসক উপাসিকারা একটা প্রার্থনার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। দেব-দেবতার প্রতি আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা ছাড়াও বালটিসের অবতার উপাসিকাদের

www.BanglaBook.org

প্রধান সেই মহিলার আরোগ্য কামনা করা হচ্ছে। প্রার্থনা শেষ হলো। এক মেয়ে বেদির সামনে চলে এলো, চেহারায় দৃঢ়সঙ্কল্প। হঠাৎ তার সাদা চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিল সে মাটিতে। দেখা গেল তার পরনের নানারঙা পোশাক। ফরসা ত্বক চকচক করছে। স্কারলেট ফুল দিয়ে সাজানো কালো চুল আলুলায়িত। মেয়েটার পা আর হাতে কাপড় নেই। দু'হাতে ধরে আছে দুটো ব্রোঞ্জের তৈরি ছোরা। খুব ধীরে নাচতে শুরু করল মেয়েটা। রঞ্জিত ঠোঁট ফাঁক হলো, যেন কিছু বলবে। আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল। বাড়ছে নাচের গতি। দ্রুত ঘুরছে মেয়েটা। চুলগুলোয় গাঁথা ফুলগুলো দেখে মনে হচ্ছে স্কারলেট ফুলের একটা মালা পরে আছে সে। হঠাৎ তার ডানহাতের ছোরাটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। মেয়েটার বাম বুকে লাল রক্তের ছোপ দেখা দিল। এবার বাম হাতের ছোরাটা চালাল সে। ডান বুক থেকে রক্ত বেরিয়ে এলো। প্রতিবার ছোরা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন করে উঠছে পুরোহিতরা, তারপর চুপ হয়ে যাচ্ছে। এবার উন্মাদিনী নর্তকী ঘোরা থামিয়ে লাফ দিল, মাথার ওপর ঝনাৎ করে দুই ছোরায় টোকা দিয়ে চিৎকার করল, 'আমার কথা শোনো, বালটিস! আমার কথা শোনো!' আবার লাফ দিল সে। এবার তার গলার আওয়াজ অন্যরকম শোনাল। 'আমি উপস্থিত আছি। বলো কী চাও।' তৃতীয়বারের মতো লাফ দিল নর্তকী, নিজের গলায় বলল, 'আপনার দাসীর আরোগ্য।' দ্বিতীয় গলার আওয়াজে জবাব এলো, 'আমি শুনছি, কিন্তু কিছু উৎসর্গ করা হচ্ছে তা দেখছি না।'

'কী উৎসর্গ চান আপনি, রানি? একটা বৃষ?'

'না।'

'তা হলে, রানি?'

'একটা মাত্র উৎসর্গ। কোনও মেয়েমানুষের প্রথম সন্তান।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথাগুলো নতর্কী উপাসিকার মুখ দিয়েই বের হলো, কিন্তু গলার আওয়াজ শোনাল ভিন্ন। কথাগুলো শোনার সময় থমথমে নীরবতা ছিল, এখন চারপাশ থেকে চিৎকার শোনা গেল। নর্তকী মেয়েটা ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে, মাটিতে ঢলে পড়ে গেল সে। এবার শাদিদ নামের পুরোহিত প্রধান, বালর্টিসের অসুস্থ অবতারের স্বামী মঞ্চে উঠে জোরাল গলায় ঘোষণা করল, 'দেবী তাঁর বক্তব্য দিয়েছেন। যিনি সবার মাতা সেই মালকিন যতো প্রাণ দিয়েছেন তার মধ্যে থেকে একটা প্রাণ দাবী করেছেন, বদলে তিনি তাঁর অবতারের আরোগ্য দেবেন। এবার বলো, তোমাদের মধ্যে কে দেবীর সম্মানের খাতিরে একটা জীবন দেবে। কে দেবে তাঁর অবতারের আরোগ্য লাভের জন্যে একটা জীবন?'

কী ঘটবে সেটা আগে থেকেই স্থির করা আছে। একজন মহিলা এগিয়ে গেল। তার পরনে উপাসিকার আলখেল্লা। হাতে নেশাতুর একটা ঘুমন্ত শিশু। 'আমি দেব, বাবা,' তীক্ষ্ণ স্বরে জানাল মহিলা, কিন্তু থরথর করে ঠোঁট কাঁপছে তার। 'দেবীকে আমার দেহের প্রথম ফল, আমার প্রথম সন্তান নিতে দিন, যাতে আমাদের মাতা বালটিস অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারেন। আর আমি, তাঁর কন্যা, আমি যেন দেবীর আশীর্বাদ লাভ করি। আর আমার মাধ্যমে যারা তাঁর উপাসনা করে, তারাও যেন আশীর্বাদপুষ্ট হয়।'

বাচ্চাটাকে দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিল তার মা। শাদিদ হাত বাড়াল তাকে নিতে। কিন্তু নিতে সে পারল না। ঠিক সেই মুহূর্তে সাদা আলখেল্লা পরা দীর্ঘদেহী ইসাচার মঞ্চে উঠে নির্দেশ দিলেন, 'থামো! নিষ্পাপ শিশুকে স্পর্শ করবে না। শয়তানের অনুসারী, যে অশুভের উপাসনা করো তার আনন্দের জন্যে বাচ্চাটাকে খুন করবে? যিম্বোর অধিবাসী, কী পাবে তোমরা? আমার চোখ খোলা,

www.BanglaBook.org

দেখতে পাচ্ছি আমি।' শীর্ণ দু'হাত নেড়ে উত্তেজিত হয়ে বলে চলেছেন নবী ইসাচার, 'আমি সত্যিকার একেশ্বরের তলোয়ার দেখতে পাচ্ছি। আর সে-তলোয়ার আগুন ঝরাচ্ছে এই শহরের অবিশ্বাসীদের ওপর। আমি এই উৎসর্গের জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি। মূর্তির পূজারী আর বালটিসের উপাসনাকারিণীরা, আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, নতুন চাঁদ ওঠার আগেই তোমাদের রক্তে রঞ্জিত হবে এই স্থান। হে শয়তানের পূজারী অবিশ্বাসী বিধর্মীগণ, আমার ঈশ্বর তোমাদের মৃত্যুদূত পাঠাবেন, যেমনি করে তিনি উত্তরে পঙ্গপাল পাঠিয়ে সব ধ্বংস করেছিলেন। তখন তোমরা এল আর বালটিসের কাছে কাঁদাকাটি কোরো। ধ্বংস তোমাদের ওপর পতিত হবেই। মৃত্যুর ফেরেস্তা আজরায়েল তোমাদের কপালের ওপর লিখে ফেলেছেন তাঁর নাম। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে মৃত্যু নির্ধারিত। শেয়াল তোমাদের দেহ ছিঁড়ে খাবে, আর তোমাদের আত্মার দখল নেবে শয়তান। আর...'

অবাক বিস্ময় আর হতবিহ্বলতায় এতোক্ষণ ইসাচারের বক্তব্য শুনেছে উপস্থিত জনতা আর পুরোহিতরা, খানিকটা যে ভয় পায়নি তাও নয়, কিন্তু এবার প্রচণ্ড রাগে তারা হুঙ্কার দিয়ে উঠল। মঞ্চ থেকে হেঁচড়ে নামানো হলো ইসাচারকে, মারধর করতে শুরু করা হলো তাঁকে। তিনি মারাই পড়তেন, কিন্তু তিনি যেহেতু প্রশাসক স্যাকোনের অতিথি এবং রাজপুত্র এযিয়েলের গুরুজন, কাজেই একদল সৈন্য উন্মত্ত পুরোহিত আর ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেল। গোলমাল যখন চরমে, তখন একজন ফিনিশিয়ান রুদ্ধশ্বাসে এসে উপস্থিত হলো মন্দিরে। মেটেমের পাশে এসে দাঁড়াল সে। লোকটা মেটেমের পরিচারক।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল মেটেম।

www.BanglaBook.org

'এই মাত্র জানলাম বালটিসের অবতার মারা গেছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে জানাল লোকটা। 'পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে যে চাকরানিটাকে আমাদের হয়ে কাজ করতে রাজি করিয়েছিলাম, সে মিনারের জানালা দিয়ে রুমাল বের করে সংকেত দিয়েছে।'

'আর কেউ জানে এ-কথা?'

'না।'

'তা হলে কাউকে আর বলতে যেয়ো না।' এযিয়েলের খোঁজে দ্রুত পায়ে এগোল মেটেম। ইসাচারের খোঁজ করছিল এযিয়েল তার সৈন্যদের নিয়ে, এমন সময় তাকে দেখতে পেল মেটেম। কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে, এযিয়েলের প্রশ্নের জবাবে জানাল, 'দুশ্চিন্তা করবেন না, রাজপুত্র, বোকা মানুষটা নিরাপদেই আছে, সৈন্যরা তাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। রাজপুত্র, আমাকে ক্ষমা করবেন পবিত্র একজন লোক সম্বন্ধে এভাবে কথা বলেছি বলে, কিন্তু সে আমাদের সবার জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।'

'তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারছি না,' রেগে গিয়ে বলল এযিয়েল। 'তিনি যা করেছেন সেজন্যে তাঁকে আমি সম্মান এবং শ্রদ্ধা করি। চলো, এই অভিশপ্ত জায়গা থেকে চলে যাই। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।'

মেটেম জবাব দেওয়ার আগেই একটা কণ্ঠস্বর চেঁচিয়ে উঠল, 'মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দাও, যাতে কেউ ঢুকতে বা বের হতে না পারে। উৎসর্গের কাজ শুরু করো!'

মেটেম বলল, 'শুনুন, রাজপুত্র, আনুষ্ঠানিকতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানে আপনাকে থাকতেই হবে।'

'তা হলে শোনো, ফিনিশিয়ান,' বলল এযিয়েল, 'ওই নিরীহ দুর্ভাগা বাচ্চাকে চোখের সামনে জবাই করতে দেখার চেয়ে আমি বরং আমার সৈন্যদের নিয়ে পথ করে নেব, জীবিত অবস্থায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাচ্চাটাকে উদ্ধার করব।'

'বাচ্চাটার বদলে ওখানে আপনার লাশ পড়ে থাকবে,' বলল মেটেম। 'ওই দেখুন, একজন মেয়েমানুষ আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।' একজন উপাসিকার দিকে আঙুল তাক করে দেখাল ব্যবসায়ী। মেয়েটার মুখ নেকাব দিয়ে ঢাকা, পরনে আলখেল্লা। গোলমালের সুযোগে সে এযিয়েলের দিকে এগিয়ে এসেছে।

'রাজপুত্র,' নেকাবের পেছন থেকে বলল সে। 'আমি এলিসা। যদি বাঁচতে চান তা হলে দয়া করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন, নইলে আপনাকে কুপিয়ে মারা হবে। আপনার কথা বেশ কয়েকজনের কানে গেছে, আর পুরোহিতরাও অপমানিত হয়ে অত্যন্ত রেগে আছে।'

'দূর হয়ে যাও তুমি,' বলল এযিয়েল। 'যাকে আমি মিথ্যে দেবীর জঙ্গলে উদ্ধার করেছিলাম, সে একটা শিশুর হত্যাকারিণী জানার পর তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না।'

এযিয়েলের তিক্ত কথায় ভ্রূ কুঁচকে গেল এলিসার, কিন্তু শান্ত কণ্ঠে সে বলল, 'মনে রাখবেন আমি আপনাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। আর জেনে রাখুন, এই জঘন্য উৎসর্গের ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না। যদি পারতাম, তা হলে খুশি মনে ওই বাচ্চাকে বাঁচাতে নিজের জীবন দিয়ে দিতাম আমি।'

'ওকে রক্ষা করো, তোমার কথা বিশ্বাস করব,' ঘুরে দাঁড়াল এযিয়েল। এলিসা চলে গেল। উপাসিকারা আবার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বৃত্ত তৈরি করছে। তাদের সঙ্গে এলিসাকে থাকতেই হবে। এলিসা কয়েক পা যাবার পরই একটা হাত ওর কনুইয়ের কাছটা ধরল। লোকটা মেটেম। দু'জনের কথা খানিকটা শুনেছে সে। এলিসার কানে কানে সে বলল, 'স্যাকোনের কন্যা, আপনি আমাকে কী দেবেন, যদি আমি আপনাকে বাচ্চাটা রক্ষা করার

www.BanglaBook.org

একটা পথ দেখাই? সেই সঙ্গে রক্ষা পাবেন রাজপুত্রও। আর আপনার সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করবেন তিনি তখন।'

ব্যগ্র শোনাল এলিসার কণ্ঠ, 'আমার সমস্ত গয়না। অনেক গয়না আছে আমার।'

'ভাল। তা হলে আমাদের মধ্যে চুক্তি হলো। এবার শোনেন, বালটিসের অবতার কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে। আমি আর আমার চাকর ছাড়া এ-কথা আর কেউ এখনও জানে না। মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেয়ায় আর কেউ জানবেও না। আপনি হঠাৎ করে আবিষ্ট হয়ে পড়বেন, দেবীর আসর হবে আপনার ওপর, তখনই খবরটা দেবেন। যার আরোগ্যের জন্যে উৎসর্গ সে মারা গেছে জানার পর বাচ্চাটাকে আর খুন করা হবে না। বুঝতে পেরেছেন?'

'বুঝেছি,' বলল এলিসা। 'যদিও এই অবিশ্বাসীর কাজ করলে দেবী বালটিসের রোষ আমার ওপর পড়বে, তবু সাহস করে কাজটা করব আমি। চিন্তা কোরো না, তুমি তোমার প্রাপ্য ঠিকই বুঝে পাবে।' নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল এলিসা। গোলযোগের কারণে কেউ বিশেষ করে লক্ষ করেনি ওর যাতায়াত।

চেঁচামেচি আর রাগান্বিত কণ্ঠস্বর থেমে যাবার পর উপাসক-উপাসিকাদের পবিত্র বৃত্তের বাইরে আবার জড় হলো দর্শকরা। মঞ্চে দাঁড়ানো পুরোহিত চেঁচিয়ে বলল, 'ইহুদি অবিশ্বাসী চলে গেছে, এবার নির্ধারিত নিয়মে উৎসর্গ করা হোক।'

'হ্যাঁ, করা হোক,' সায় দিল দর্শকরা। ঘুমন্ত বাচ্চা হাতে বাচ্চার মা আবার এগিয়ে গেল।

কিন্তু পুরোহিত বাচ্চাটাকে নেবার আগেই আরেকজন এগিয়ে গেল তার দিকে। সে এলিসা। ওর হাত দু দিকে ছড়ানো, চোখ আকাশের দিকে। 'থামুন, পুরোহিত,' বলে উঠল ও। 'দেবী আমাকে বার্তা পাঠাচ্ছেন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কাছে এসো তা হলে, বলো আমাদের কানে কী বলছেন দেবী।' আসলে এধরনের আকস্মিক ঐশী বাণীর ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই প্রধান পুরোহিতের। যদি সাহস আর ক্ষমতা থাকত, তা হলে সে এলিসাকে কিছু বলতে না দিয়ে বাচ্চাটাকে জবাই করে ফেলত।

মঞ্চে উঠল এলিসা। এখনও চোখ আকাশের দিকে, দু'হাত দু'দিকে ছড়ানো। পরিষ্কার কণ্ঠে বলল, 'দেবী উৎসর্গ চান না। যাঁর জন্য উৎসর্গের আয়োজন তাঁর আত্মা তিনি নিয়ে গেছেন। বালটিসের অবতার মারা গেছেন।'

এ-কথা শুনে দর্শকদের মাঝে গুঞ্জন উঠল। সেটা খানিকটা জনপ্রিয় ধর্মীয় নেত্রীর বিয়োগে, কিছুটা উৎসর্গ করা হবে না বলে।

'মিথ্যে কথা,' একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'অবতার এখনও বেঁচে আছেন।'

'মন্দিরের দরজা খুলে দাও,' শান্ত গলায় বলল এলিসা, 'কাউকে পাঠানো হোক, সে জেনে আসুক দেবীর বাণী সত্যি না মিথ্যে।'

নীরবতা নামল চারপাশে। একজন পুরোহিত রওনা হয়ে গেল খবর নিয়ে আসতে। কিছুক্ষণ পর তাকে ফিরে আসতে দেখা গেল। ভীড় ঠেলে মঞ্চে উঠে এলো পুরোহিত, তারপর চড়া গলায় বলল, 'স্যাকোনের কন্যা সত্যি কথাই বলেছে। দুঃখজনক, কিন্তু বালটিসের অবতার মারা গেছেন।'

এলিসা চেপে রাখা শ্বাস ছাড়ল স্বস্তিতে। যদি ওর কথা মিথ্যে বলে প্রমাণিত হতো, তা হলে উপস্থিতদের কোপানল থেকে রক্ষা পেত না ও। 'হ্যাঁ,' বলে উঠল এলিসা, 'তিনি মারা গেছেন, যেমন আমি বলেছিলাম। তিনি মারা গেছেন প্রকাশ্যে মানব জীবন উৎসর্গ করার প্রথাবিরুদ্ধ যে-কাজ আপনারা করছিলেন, সেই

www.BanglaBook.org

পাপে। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, 'এ-শহরের নিয়ম এবং দেবীর নির্দেশ প্রকাশ্যে মানুষ উৎসর্গ করা নয়।'

*

নীরবে লাইন বেঁধে দাঁড়াল উপাসক উপাসিকারা, তারপর বেরিয়ে গেল মন্দির থেকে। তাদের অনুসরণ করল দর্শকরা। বেশিরভাগেরই মেজাজ চড়ে আছে কাঙ্ক্ষিত জবাই দেখতে না পেয়ে।

ছয়

সিদ্ধান্ত

ঘরে ঢুকে বিছানায় আছড়ে পড়ল এলিসা, কান্নায় ফুলে ফুলে উঠল ওর পিঠ। এ কী করেছে ও? উপাসিকা হিসাবে নেওয়া শপথ ভঙ্গ করে দেবীর বদলে মানুষের মুখ থেকে শোনা কথা ঐশী বাণী বলে প্রচার করেছে। শুধু তা-ই নয়, রাজপুত্র এযিয়েল ওর দিকে কেমন অবহেলা আর ঘৃণা নিয়ে তাকিয়েছে, কেমন অপমান করে কথা বলেছে, সব মনে পড়ছে। 'যাকে আমি মিথ্যে দেবীর জঙ্গলে উদ্ধার করেছিলাম, সে একটা শিশুর হত্যাকারিণী জানার পর তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না।'

এলিসা ভাবছে, ওর ব্যাপারে বলা এযিয়েলের অপমানকর কথাগুলো সত্যি নয়। যদি ও আগে থেকে জানত মানুষ উৎসর্গ করা হবে তা হলে কি ও মন্দিরে যেত? বেশিরভাগ পুরোনো

www.BanglaBook.org

ধর্মের মতোই ফিনিশিয়ান ধর্মেও দুটো দিক আছে। আত্মীক আর জাগতিক। আত্মীক দিকটা ফিনিশিয়ান ধর্মে পবিত্র এবং স্বর্গীয় বিষয়। সূর্য, চাঁদ আর গ্রহগুলোকে মহাশক্তির অংশ ধরে উপাসনা করা হয়। ধরা হয় প্রকৃতির মাঝে বিরাজ করছেন মহা পবিত্র সর্বশক্তিমান। সেটাই বিশ্বাস করে এলিসা। সেখান থেকে জ্ঞান আর দিকনির্দেশনা খোঁজে। চাঁদের আলোয় একা প্রার্থনা তার ভাল লাগে। মনে হয় যেন ধৈর্য, শক্তি আর জ্ঞান লাভ করছে। কিন্তু ধর্মের যে গূঢ় অন্ধকারময় দিকটা আছে, সেটা এলিসার দৃষ্টিতে অন্যায্য। কী হবে, যদি ইহুদি নবীই সত্যি বলে থাকেন? যদি মিথ্যে হয় ওর নিজের ধর্ম? তা হলে কি সত্যিকার ঈশ্বর যাদের প্রাণ দিয়েছেন মানুষের রক্ত উৎসর্গ হিসাবে চান না? অন্তরটা সন্দেহের দোলায় দুলছে এলিসার।

সন্দেহের সঙ্গে আশার উপস্থিতিও অনুভব করল ও। যদি ওর ধর্মই সত্যি হতো, তা হলে যখন ও দেবীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছে তখন সাহায্য পায়নি কেন? ধর্মের ব্যাপারে আরও জানতে ইচ্ছে করছে ওর। কিন্তু কে শেখাবে ওকে ধর্ম বিষয়ে? ইসাচার ওকে অপরিচ্ছন্ন মনে করে এড়িয়ে চলেন। আর আছে রাজপুত্র এযিয়েল। কিন্তু সে-ও তো কটু কথা বলেছে। এলিসা ভাবল, ইশ্, কেন মনে হচ্ছে ওর হৃদয়টা বর্শা দিয়ে ছেদ করা হচ্ছে? তা হলে কি...তা হলে কি রাজপুত্র এযিয়েলকে পছন্দ করে ফেলেছে সে? হ্যাঁ, তা-ই সত্যি। যখন এযিয়েল কটু কথা বলছিল, তখনও তার প্রতি ভালবাসা কমেনি ওর। রক্তে শিহরন জাগল এলিসার। যেন শিরায় শিরায় আগুনের হলকা বইছে। এমন অনুভূতি আগে কখনও হয়নি ওর। শুধু যে রক্তে শিহরন তা-ই নয়, আত্মিক ভাবেও শিহরিত ও। ওর আত্মা এযিয়েলের আত্মার সংস্পর্শ চাইছে! প্রথম দেখাতেই কি ওর মনে হয়নি এই মানুষটা খুব

www.BanglaBook.org

কাছের, অনেক আগে হারিয়ে ফেলে আবার খুঁজে পাওয়া কেউ? ও এযিয়েলকে ভালবাসে, আর এযিয়েল ওকে ঘৃণা করে। কী দুর্ভাগ্য ওর!

অন্তরের কষ্টে বিহ্বল হয়ে পড়ে থাকল এলিসা, যেন গাঢ় অন্ধকারে আলোর চিহ্ন খুঁজছে। ঘরের দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকলেন স্যাকোন। দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলেন তিনি এলিসার দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে মন্দিরে? কাঁদছ কেন তুমি?'

'কাঁদছি, কারণ তোমার অতিথি রাজপুত্র এযিয়েল আমাকে বলেছেন: আমাকে তিনি মিথ্যে দেবীর জঙ্গলে উদ্ধার করেছিলেন, আর আমি একটা শিশুর হত্যাকারিণী।'

তলোয়ারের বাঁট আঁকড়ে ধরলেন স্যাকোন, তারপর নিজেকে সামলে বললেন, 'আমার মাথার কসম, উনি রাজপুত্র হন আর যা-ই হন, তাঁকে এজন্যে আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।'

'না, বাবা, তাঁর মনে হয়েছে কথাগুলো শোনার উপযুক্ত আমি। শোনো···' মন্দিরে কী ঘটেছে বলে গেল এলিসা, গোপন করল না কিছুই।

'এখন মনে হচ্ছে ঝামেলার ওপর আরও ঝামেলা আসছে,' এলিসা থামার পর বললেন স্যাকোন। 'পুরোহিত আর জনতা রাজপুত্র আর অগ্নিবর্ষী বক্তা ইসাচারের ওপর খেপে আছে। এলিসা, শুনে রাখো, আমি যদিও আমার পূর্বপুরুষদের মতোই বালটিস আর এল-এর একজন অনুসারী, তবুও আমি জানি ইহুদিদের জেহোভা মহান এবং শক্তিশালী ঈশ্বর। তাঁর নবীরা মিথ্যে বলেন না। তরুণ বয়সে দেখেছি সেটা আমি সিডোনের তীরে। ইসাচার কী বলেছেন? নতুন চাঁদ ওঠার আগেই মন্দিরে রক্তের স্রোত বইবে? তা হলে তা হতেও পারে। ইথোবাল আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে, এলিসা। এক মাস আগে

www.BanglaBook.org

তার সম্মানে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম আর তাতে তুমি নেচেছিলে, সেই তখন থেকে তোমার জন্যে সে পাগল হয়ে আছে। আর এখন রাজপুত্র এযিয়েলের প্রতি হিংসায় জ্বলছে ইথোবালের অন্তর। আজ বিকেলে সে আমাকে বলেছিল জনসমক্ষে সভা করতে। সে-সভায় সে আনুষ্ঠানিক ভাবে তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিত। প্রত্যাখ্যাত হলে যুদ্ধ ঘোষণা করত। আমি গোপনে তার সঙ্গে সভা করি। হ্যাঁ, এলিসা, এখন আমার মনে হচ্ছে ইসাচারের কথার সেই ঐশ্বরিক তলোয়ার ইথোবাল ছাড়া আর কেউ নয়। যদি সেই তলোয়ার আমাদের ওপর আঘাত হানে, তা হলে আঘাতটা হানবে সে তোমার জন্যে, এলিসা।'

'ইসাচার তা বলেননি, বাবা, তিনি বলেছেন শহরবাসীর পাপ আর মিথ্যের উপাসনাই তাদের ধ্বংসের কারণ হবে।'

'ইসাচার কী বলেছেন তাতে কী আসে যায়?' দ্রুত বললেন স্যাকোন। 'আমি ইথোবালকে কী বলব?'

অদ্ভুত একটা হাসি দেখা দিল এলিসার ঠোঁটে। ও বলল, 'বাবা, তাকে তুমি বোলো, রাজপুত্র এযিয়েলকে ঈর্ষা করার উপযুক্ত কারণ আছে তার।'

বিস্মিত হলেন স্যাকোন, বললেন, 'কী! যে মাত্র আজই তোমাকে অসম্মান করল তার ব্যাপারে এই কথা? তা-ও এতো তাড়াতাড়ি?'

জবাব দিল না এলিসা। সরাসরি সামনে তাকিয়ে আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল।

'মানুষের কি এমন মেয়েও থাকে?' কড়া শোনাল স্যাকোনের কণ্ঠ। 'প্রবাদ আছে, যারা মেয়েদের দমিয়ে রাখে, মুখের কথায়, বা পিট্টি দিয়ে, তাদের মেয়েরা ভালবাসে। এমন নয় যে বর্ণসংকর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বর্বরের বদলে ইজরায়েল এবং মিশরের কোনও রাজপুত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক হলে আমি অখুশি হবো, কিন্তু সলোমন আর ফেরাউনের সৈন্যবাহিনী এখান থেকে অনেক দূরে। আর ইথোবালের এক লাখ বর্শা আমাদের শহরের দরজার কাছেই আছে।'

'এ-ব্যাপারে কথা বলার কোনও দরকার নেই, বাবা,' পাশ ফিরে বলল এলিসা। 'আমি যদি তাঁকে বিয়ে করতেও চাইতাম, আমি বালটিসের উপাসিকা বলে রাজপুত্র আমাকে বিয়ে করতেন না।'

'ধর্মের ব্যাপারটা না হয় কাটিয়ে নেয়া গেল,' বললেন স্যাকোন। পরক্ষণে যোগ করলেন, 'কিন্তু তা অনেক কারণেই সম্ভব নয়। কাজেই, এলিসা, আমি তা হলে ইথোবালকে বলে দিই তুমি তাকে বিয়ে করতে রাজি আছো।'

'আমি?' গম্ভীর হয়ে গেল এলিসার চেহারা। 'আমি বিয়ে করব ওই অসভ্যটাকে? বাবা, তোমার যা ইচ্ছে তাকে বলতে পারো, কিন্তু একটা কথা জেনে রাখো, ইথোবালের স্ত্রী হওয়ার আগে কবরে ঠাঁই হবে আমার।'

'এলিসা,' অনুরোধ ঝরল স্যাকোনের কণ্ঠে। 'একটু ভেবে দেখো, মা। যদিও তোমার দেহে রাজকীয় রক্ত নেই, তবুও ইথোবালকে বিয়ে করলে তুমি রানি হবে। রাজাদের মা হবে। কিন্তু তুমি যদি রাজি না হও, তা হলে যদিও আমি তা করতে চাই না, তবু হয় আমাকে জোর করতে হবে, নয়তো এমন একটা যুদ্ধ বাধবে, যেরকম যুদ্ধ কয়েক পুরুষ এ-শহর দেখেনি। আমাদের বিরুদ্ধে ইথোবাল আর তার লোকদের অনেক অসন্তোষ জমা হয়ে আছে। তুমি যদি নিজেকে ইথোবালের কাছে উৎসর্গ করো, তা হলে আমাদের মধ্যে হয়তো শান্তি বজায় থাকবে। যদি তা না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করো, তা হলে রক্তের নদী বয়ে যাবে। হয়তো এ-শহরের বাসিন্দারা সবাই মারা পড়বে। অন্তত পুরো শহর তো ধ্বংস হয়ে যাবেই, আর সেই সঙ্গে লুঠ হয়ে যাবে এর সমস্ত সম্পদ।'

'যা হবার তা হবেই,' শান্ত গলায় বলল এলিসা। 'অনেক বছর ধরেই এই যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা আমরা জানি। আর একজন নারীর উচিত সবসময় নিজের কথা আগে ভাবা, পরে অন্য মানুষের কথা। শুনে রাখো, বাবা, স্বেচ্ছায় আমি কখনোই ইথোবালকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নেব না।'

'মানুষের কথা না হয় পরে ভাবলে,' বললেন স্যাকোন, 'কিন্তু আমার কথা? যাদের আমরা ভালবাসি তাদের কথা? তা হলে আমাকে কি মেনে নিতে হবে তোমার খামখেয়ালিপনার কারণে আমরা সবাই মারা পড়ব, এলিসা?'

'আমি তা বলিনি, বাবা। আমি বলেছি স্বেচ্ছায় ইথোবালকে আমি স্বামী হিসেবে মেনে নেব না। তুমি যদি আমাকে তার হাতে তুলে দিতে চাও, তা হলে সে অধিকার তোমার আছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে জেনে রেখো, তুমি আমাকে মরণের হাতে তুলে দেবে। হয়তো সেটাই ভাল হবে।'

মেয়েকে ভাল করেই চেনেন স্যাকোন, এলিসা অন্তর থেকে কথা বলছে বুঝতে মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে হলো না তাঁকে। এলিসাকে অত্যন্ত ভালবাসেন তিনি। দুনিয়ার আর সবকিছুর চেয়ে বেশি। এলিসা তাঁর একমাত্র সন্তান। 'জানি না আমার কী করা উচিত,' বিচলিত হয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন স্যাকোন।

বাবার কাঁধে আলতো করে হাত রাখল এলিসা। 'বাবা, ইথোবালকে এখনই কিছু জানানোর দরকার কী? একমাস সময় নাও। যদি সে সময় দিতে না চায়, তা হলে বলো এক সপ্তাহের কথা। এর মধ্যে হয়তো অনেক কিছুই ঘটবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বিচক্ষণের মতোই বলেছ কথাটা,' ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো অবস্থা এখন স্যাকোনের। 'এলিসা, তোমার সখীদের নিয়ে বড় হলঘরে এসো বিকেল তিনটের সময়। তখন ইথোবালের মুখোমুখি হওয়া যাবে। দেখা যাক কীভাবে আমরা তার মোকাবিলা করতে পারি। এখন আমি যাচ্ছি এল-এর উপাসকদের কাছে। দেখি তারা কাকে বালটিসের নতুন অবতার হিসেবে মনোনয়ন দেয়। সন্দেহ নেই মেসাকেই দেবে। সে-ই তো আগেরজনের একমাত্র মেয়ে। তবে ওকে বিরোধিতা করবে অনেকে। হায়, এই শহরে যদি কোনও উপাসক আর নারী না থাকত, তা হলে শহরটা শাসন করা অনেক সহজ হতো।' অধৈর্য ভাবে হাত নেড়ে বিদায় নিলেন স্যাকোন।

*

বিকেল তিনটে। বড় হলঘরে অনেক মানুষের উপস্থিতি। প্রশাসক স্যাকোন বসে আছেন, তাঁর সঙ্গে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। প্রহরী সহ উপস্থিত আছে রাজপুত্র এযিয়েল এবং নবী ইসাচার। চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে তাঁর বরাবরের মতো। যদিও মন্দিরের গোলযোগের পর এখনও নিজেকে পুরোপুরি সামলে নিতে পারেননি তিনি। এল-এর পুরোহিতরাও হাজির। অনেক মহিলা এসেছে। সবাই গুরুত্বপূর্ণ এবং ধনী লোকদের স্ত্রী এবং কন্যা। সেই সঙ্গে আছে সভা দেখতে আশা অসংখ্য সাধারণ নাগরিক। হলঘরের দরজার কাছাকাছি জায়গা নিয়েছে তারা। গুজব ছড়িয়ে পড়েছে প্রশাসক স্যাকোনের দেওয়া রাজা ইথোবালের বিদায় অভ্যর্থনায় গোলযোগ হতে পারে। সবাই উপস্থিত হওয়ার পর একজন ঘোষক ঘোষণা করল, উপজাতিদের রাজা ইথোবাল যিম্বো শহরের প্রশাসক স্যাকোনের কাছ থেকে বিদায় নেবেন। আগামী কাল নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছেন তিনি।

www.BanglaBook.org

'তাঁকে আসতে বলো,' বললেন স্যাকোন। ক্লান্ত আর বিচলিত লাগছে তাঁকে দেখতে। ঘোষক চলে যেতে একপাশে ঝুঁকে এলিসার কানে কানে কিছু বললেন তিনি।

এলিসাকে আড়ষ্ট দেখাচ্ছে। মুখে ভাবের কোনও চিহ্ন নেই, যেন মিশরের স্ফিংস। কিন্তু চমৎকার পোশাক আর গহনাগাটিতে অপূর্ব লাগছে তাঁকে দেখতে। গয়নাগুলো দেখে সন্তুষ্টচিত্তে মেটেম ভাবল, ওগুলো আসলে এখন আমার।

বুনো বাজনা বেজে উঠল, সেই সঙ্গে হলঘরে প্রবেশ করল ইথোবাল। সোনার চেইন লাগানো টায়রিয়ান আলখেল্লা তার পরনে, রাজকীয়তার চিহ্ন হিসাবে কপালের মুকুটে জ্বলজ্বল করছে একটা রক্তলাল পাথর। সামনে সামনে হাঁটছে তার আনুষ্ঠানিক তলোয়ারবাহক। অপূর্ব একটা তলোয়ার ওটা, হাতির দাঁতের তৈরি হাতল মণিমুক্তো খচিত, কারুকার্যময় তলোয়ার সোনা দিয়ে অলঙ্কৃত। ইথোবালের পেছনে দর্শনীয় জংলী পোশাকে আসছে তার পরামর্শদাতা এবং চাকরবাকররা। অসভ্য মানুষ তারা, এদিক ওদিক তাকিয়ে হলঘরের চাকচিক্য দেখছে চোখ বড় বড় করে।

রাজা ইথোবাল এগিয়ে আসায় প্রশাসকের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন স্যাকোন, আগে বেড়ে ইথোবালের হাত ধরে পাশে রাখা একইরকম আরেকটা আরামদায়ক চেয়ারে তাকে বসালেন। বসল ইথোবাল, হলঘরের চারপাশে তাকাল। এযিয়েলকে দেখে তার ভ্রূ কুঁচকে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি আপনাদের নিয়ম যে একজন রাজপুত্রের চেয়ার একজন মুকুটধারী রাজার চেয়ে উঁচু হবে, স্যাকোন?' আঙুল তুলে এযিয়েলের চেয়ারটা দেখাল সে। মঞ্চে ওই চেয়ারটা অন্যগুলোর চেয়ে সামান্য উঁচু অবস্থানে আছে।

স্যাকোন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এযিয়েল শীতল স্বরে বলল, 'যেখানে আমাকে বসতে বলা হয়েছে সেখানেই আমি

www.BanglaBook.org

বসেছি। রাজা ইথোবাল যদি ইচ্ছে করেন, তা হলে তিনি আমার বদলে এই চেয়ারে বসতে পারেন। ফেরাউন আর সলোমনের নাতির কোনও অসভ্য জাতির রাজার সঙ্গে এ-বিষয়ে বিরোধে যাওয়ার দরকার পড়ে না।'

চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ইথোবাল, তার হাত চলে গেছে তলোয়ারের বাঁটে। রাগে থমথম করছে মুখ। তলোয়ারটা এক টানে বের করে এযিয়েলের চোখের সামনে ধরল সে। 'হয় লড়াই করো, নইলে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নইলে আমার চাকররা লাঠিপেটা করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য করবে।'

নির্ভিক দৃষ্টিতে ইথোবালের দিকে তাকাল এযিয়েল, তারপর অবহেলা ভরে মুখ ফিরিয়ে নিল।

স্যাকোন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'যথেষ্ট! যথেষ্ট! এটা লড়াইয়ের জায়গা নয়। রাজা ইথোবাল, আপনি আমার অতিথি রাজপুত্র এযিয়েলের সঙ্গে অযথা ঝগড়া বাধাচ্ছেন। আমি ইজরায়েল, মিশর আর টায়ারের রাজাদের রোষে পড়তে চাই না। লড়াই করবেন না আপনারা। নিরাপত্তার প্রয়োজনে দরকার হলে রাজপুত্রকে পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে। কী বলবেন বলুন, রাজা ইথোবাল, নইলে আমি সভা ভেঙে দিচ্ছি, আমার লোকরা আপনাকে সসম্মানে শহরের সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

ইথোবালের পরামর্শদাতারা তার কানে কানে কী যেন সব বলল। দেখে মনে হলো ইচ্ছের বিরুদ্ধেও তাদের কথা মেনে নিল ইথোবাল। তলোয়ার খাপে পুরে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'ঠিক আছে, তবে তা-ই হোক। যে-কারণে আমার আসা, সেটাই বলছি। বহু বছর ধরে আমার অধীনস্থ উপজাতিগুলো আপনাদের ফিনিশিয়ানদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছে। ব্যবসা করতে শতো বছর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগে আপনাদের আগমন হয়েছিল, আপনারা যদি শুধু ব্যবসাই করতেন, তা হলে আমাদের কিছু বলার থাকত না, কিন্তু নিজেরা আপনারা স্বাধীন একটা রাজ্য গড়ে তুলেছেন। এমন আচরণ করেছেন যেন আপনারা আমার সমান, আমার অধীন নন। কাজেই আমার দেশের নামে বলছি, এখন থেকে সোনার খনিতে কাজ করতে দেয়ার জন্য যে-অংশ আমি পাই তা দ্বিগুণ করতে হবে। এ ছাড়াও এ-শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সাধারণ পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে। আপনাদের কাজে এদেশীও কাউকে দাস হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন না। যা বলার তা আমার বলা শেষ হয়েছে।'

কথাগুলো শুনে হলঘরে উপস্থিত নাগরিকদের মাঝে গুঞ্জন সৃষ্টি হলো। সবাই অপেক্ষা করছে স্যাকোন কী জবাব দেন তা শুনবার জন্য।

'যদি আপনার এই দাবীগুলো না মানি, রাজা?' জিজ্ঞেস করলেন স্যাকোন। 'তা হলে কী করবেন আপনি? আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন?'

'আগে বলুন, স্যাকোন, আমার দাবী আপনি প্রত্যাখ্যান করছেন কি না।'

'রাজা হিরামের পক্ষ থেকে আপনার প্রত্যেকটা দাবী আমি প্রত্যাখ্যান করলাম,' মাথা উঁচু করে বললেন স্যাকোন।

'তা হলে আমি এক লাখ লোক নিয়ে এ-শহর এবং এর সমস্ত লোককে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেব,' হুমকি দিল ইথোবাল। 'তবে সেই ভয়াবহ যুদ্ধ এড়াবার একটা উপায় আছে। এ-শহরের নাগরিকরা আমার বন্ধু, সেটা প্রমাণ করার একটা সুযোগ দেব আমি। স্যাকোন, আমি আপনার মেয়ে এলিসাকে আমার রানি হিসেবে চাই। মতামত দেবার আগে ভেবেচিন্তে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেবেন। মনে রাখবেন, জবাবটার ওপর নির্ভর করছে যিম্মোর সমস্ত মানুষের প্রাণ।'

ইথোবাল থেমে যেতে হলঘরে পিনপতন নীরবতা নামল। সবাই এলিসার দিকে তাকিয়ে আছে। এখনও এলিসার চেহারা আগের মতোই একেবারে ভাবলেশহীন। চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই তার মনের ভেতর কী চলছে। এযিয়েলও এলিসার দিকে তাকিয়ে আছে। শত শত চোখের দৃষ্টির মাঝেও এযিয়েলের দৃষ্টি নিজের ওপর অনুভব করল এলিসা। এতো জোরাল আকর্ষণে সে-দৃষ্টি ওকে টানছে যে বাধ্য হয়েই ঘুরে এযিয়েলের চোখে চোখ রাখল এলিসা। তারপর ওর মনে পড়ল মন্দিরে কী ঘটেছে। এলিসার মুখটা লালচে হয়ে গেল। চোখ নামিয়ে নিল সে।

এলিসার পরিবর্তন নজর এড়ায়নি ইথোবালের।

'রাজা ইথোবাল,' বললেন স্যাকোন। 'আমি সম্মানিত বোধ করছি আপনি আমার মেয়েকে রানি করতে চেয়েছেন বলে, কিন্তু ও আমার একমাত্র সন্তান। ওকে আমি ভালবাসি। ওকে কথা দিয়েছি ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেব না, সে-প্রস্তাবকারী যে-ই হোক। কাজেই, রাজা, জবাবটা এলিসার নিজের মুখ থেকেই জেনে নিন আপনি। ও যা বলবে আমার বক্তব্যও তা-ই হবে।'

'নারী,' বলল ইথোবাল, 'তুমি তোমার বাবার কথা তো শুনেছ। বলো, তুমি আমার রানি হয়ে ক্ষমতা আর সিংহাসনের অংশীদার হবে কি না।'

মঞ্চের সামনে চলে এসে সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে ইথোবালকে সম্মান দেখাল এলিসা, তারপর বলল, 'রাজা, প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু আমি বলব, আমার চেয়ে সুন্দরী আর ভাল বংশের কোনও কুমারী মেয়েকে আপনি স্ত্রী হিসেবে বেছে নিন। আমি আপনার রানি হবার উপযুক্ত নই। এ-ব্যাপারে আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর কিছু বলার নেই।' আরেকবার মাথা ঝোঁকাল এলিসা।

উপস্থিত অনেকেই বিশ্বাস করতে পারল না এলিসা রানি হতে অস্বীকার করতে পারে। শুধু ইথোবাল একাই যেন বিস্মিত হয়নি। আবেগ চেপে সে বলল, 'নারী, আমার অনেক কিছু দেয়ার ছিল, তারপরও তুমি এমন ভাবে আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে, যেন আমার নামডাক, ক্ষমতা–কিছুই নেই। এর একটাই কারণ হতে পারে, সেটা হচ্ছে, তুমি আর কাউকে তোমার হৃদয় দিয়ে দিয়েছ।'

'আপনার যা ইচ্ছে ভাবতে পারেন, রাজা,' বলল এলিসা। 'তবে সত্যিই আমার হৃদয় আমি অন্যখানে দিয়ে দিয়েছি।'

'অথচ আজ থেকে চারদিন আগেও তুমি আমাকে বলেছিলে তুমি কোনও পুরুষকে ভালবাসো না। তা হলে এই কদিনে তুমি ভালবাসতে শিখেছ। ভালবেসেছ ওখানে বসা ইহুদিটাকে।' রাজপুত্র এযিয়েলের দিকে আঙুল তাক করল ইথোবাল। আবার মুখে রক্ত জমল এলিসার। কিন্তু কোনও দ্বিধার ছাপ দেখা গেল না ওর মধ্যে।

'রাজা আমাকে ক্ষমা করুন,' বলল এলিসা। 'আর আমার নামের সঙ্গে রাজপুত্র এযিয়েলের নাম উচ্চারিত হয়েছে বলে আমি তাঁর কাছেও ক্ষমাপ্রার্থী। আমাকে ক্ষমা করবেন, রাজপুত্র এযিয়েল। রাজা ইথোবাল, আমি বলেছি আমার হৃদয় অন্যখানে দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আমি বলিনি কোনও পুরুষকে দিয়েছি। যিনি অবিনশ্বর তাঁকে কি সামান্য এক কুমারী উপাসিকা নিজের হৃদয় দিতে পারে না?'

ক্ষণিকের জন্য নীরব হয়ে গেল ইথোবাল। এলিসার বুদ্ধিমত্তায় গুঞ্জন উঠল উপস্থিতদের মাঝে। সেই গুঞ্জন থেমে যাবার আগেই হলঘরের আরেক প্রান্ত থেকে একটা কণ্ঠস্বর বলে

www.BanglaBook.org

উঠল, 'সম্মানিতা এলিসা বোধহয় জানেন না মিশর আর জেরুজালেমে রাজপুত্র এযিয়েলকে ডাকা হয় অবিনশ্বর চিরঞ্জীব নামে।'

এবার থমকে গেল এলিসা, সামলে নিয়ে বলল, 'না, আমি তা জানি না। জানব কীভাবে, আমি বলেছি যিনি স্বর্গীয়, তাঁর সম্বন্ধে। তাঁকে...'

সেই একই কণ্ঠস্বর এবার হলঘরের অন্যপ্রান্তে ভীড়ের ভেতর থেকে বলল, 'তা হলে জেনে রাখুন, অবিনশ্বর হিসেবে পরিচিত, পৃথিবীতে বাস করে এমন একজনকে আপনি পূজা করবেন, অন্তর দেবেন, কারণ ওটাই আপনার নিয়তি।'

এযিয়েল বলে উঠল, 'মাঝখান থেকে কথা বলার জন্যে আমাকে ক্ষমা করুবেন, তবে আমাকে বলতেই হচ্ছে, যদিও মিশরে আমাকে অবিনশ্বর নামেও ডাকা হয়, তা হলেও এই ভদ্রমহিলার তা জানা থাকার কথা নয়, কাজেই গোটা ব্যাপারটা কাকতালীয়।...আপনি, বক্তা, যদি পুরুষমানুষ হয়ে থাকেন, তা হলে একজন ভদ্রমহিলাকে অপমান করা থেকে বিরত থাকুন। আমি এখানে প্রায় নবাগত। স্যাকোনের কন্যা এলিসাকে কোনও প্রস্তাব দেয়ার সাহস আমার হয়ে ওঠেনি।'

কণ্ঠস্বর আবার বলল, 'কিন্তু আপনি যদি বিয়ের প্রস্তাব দেন তা হলে এলিসা রাজি হয়ে যাবেন।' লোকটা কে তা বোঝা যাচ্ছে না। গলার আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে সে পুরো হলঘরের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিয়ে বক্তব্য রাখছে।

'আসলে,' বলল এযিয়েল, যেন লোকটার কথা তার কানেই যায়নি, 'শেষ যখন স্যাকোনের কন্যার সঙ্গে আমার কথা হয় তখন আমাদের মাঝে ধর্ম নিয়ে রাগারাগি হয়েছিল।'

'তাতে কী?' কণ্ঠস্বর বলল, 'ভালবাসা সবচেয়ে বড় ধর্ম।

www.BanglaBook.org

ফিনিশিয়ানরা কি ভালবাসার পূজা করে না?'

'খুঁজে বের করো বদমাশ লোকটাকে,' প্রহরীদের উদ্দেশে চেঁচালেন স্যাকোন।

খোঁজা হলো তাকে, কিন্তু পাওয়া গেল না। পরে এযিয়েলের মনে পড়ল, উপকূল থেকে যিম্বোতে আসার পথে মেটেম সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ করে। কুটিরের ভেতর মনে হচ্ছিল বিভিন্ন দিক থেকে ভেসে আসছে তার গলার আওয়াজ।

ইথোবাল বলল, 'যথেষ্ট সহ্য করেছি আমি। এখানে আমি ফালতু কথাবার্তা শুনতে আসিনি। এলিসা স্রষ্টার কথাই বলুক বা কোনও পুরুষের কথা বলুক, দুটোই আমার কাছে সমান। কার কথা বলেছে তাতে আমার কিছু আসে যায় না, কিন্তু যা বলেছে সেটা আমার কাছে গুরুত্ববহ। এখন শুনুক এই ব্যবসায়ীদের শহরের সবাই, এটাই যদি আমার প্রতি তোমাদের জবাব হয়, তা হলে যে সেতু আমি গড়েছিলাম সেটা ভেঙে দেব। সেক্ষেত্রে যুদ্ধ নিশ্চিত। এক পক্ষ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে। আর এলিসা যদি আমাকে ভালবাসুক বা না বাসুক আমার স্ত্রী হয়, তা হলে সেই সেতু টিকে থাকবে, কারণ একবার আমার সঙ্গে বিয়ে হলে এলিসাকে আমি ভালবাসা কাকে বলে শেখাব। যদি তা না-ও পারি, তবু আমাকে সে ভালবাসুক বা না বাসুক, তাকে আমি চাই। ভেবে দেখো এলিসা, তোমার কথার ওপর কতোকিছু নির্ভর করছে, তারপর জবাব দাও।'

রাগ ঝরল এলিসার কণ্ঠে। 'রাজা ইথোবাল কি মনে করেন আমার মতো কোনও নারীকে ভয় দেখিয়ে রাজি করানো যায়? যা বলার আমি বলে দিয়েছি, রাজা ইথোবাল।'

'জানি না সেটা আমি,' বলল ইথোবাল। 'কিন্তু এটা জানি, জোর করে তোমাকে দখল করা সম্ভব। আর তাতে করে তোমার

www.BanglaBook.org

গর্ব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, কারণ, তুমি তখন আমার হবে ঠিকই, কিন্তু আমার রানি হতে পারবে না।'

শহরের একজন মন্ত্রণাদাতা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'স্যাকোন, যা দেখা যাচ্ছে তাতে ব্যাপার তো খুব গুরুতর। ইথোবাল এলিসাকে মুগ্ধ করে জয় করে নিতে পারুন বা না পারুন, আমরা কি তা হলে ধরে নেব এলিসা ইথোবালকে অপছন্দ করে বলে যিম্বো শহর বিরামহীন একটা চরম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে? এরকম কিছু হবার চেয়ে এক হাজার কুমারীর বিয়ে দিয়ে দেয়াও ভাল। স্যাকোন, আমাদের প্রাচীন আইন অনুযায়ী আপনি আপনার মেয়েকে যার কাছে যখন খুশি বিয়ে দিতে পারেন। সেকারণেই আমরা দাবী করছি, সবার মঙ্গলের জন্যে সে-অধিকার আপনি প্রয়োগ করুন। এলিসাকে রাজা ইথোবালের হাতে তুলে দিন।'

বক্তৃতাটা শেষ হতেই জোরাল সমর্থনের ঢেউ উঠল হলঘরে। একজন মেয়ের সুখের জন্য এতোবড় বিপদ ঘনিয়ে আসবে তা ফিনিশিয়ানদের কেউ চায় না।

স্যাকোন বললেন, 'একদিকে আমি এলিসাকে কথা দিয়েছি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেব না, অন্যদিকে এ-শহরের প্রতি আমার রয়েছে গুরুদায়িত্ব—অত্যন্ত জটিল সমস্যায় পড়ে গেছি আমি। রাজা ইথোবাল, আমাকে ভাবতে সময় দিন। জবাব দেয়ার জন্যে আটদিন সময় চাইছি আমি। যদি তা না দেন, তা হলে আপনার প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করছি।'

ভাব দেখে মনে হলো ইথোবাল স্যাকোনের প্রস্তাব মেনে নেবে না, কিন্তু আবার তার উপদেষ্টারা তার কনুই ধরে পরামর্শ দিল, যদি ইথোবাল রাজি না হয়, তা হলে তাদের কেউ এ-শহর থেকে জীবিত বের হতে পারবে না। স্যাকোনের ইশারায় প্রহরীরা ইতিমধ্যেই হলঘর থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যেতে শুরু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেছে।

'ঠিক আছে, স্যাকোন,' রাজি হলো ইথোবাল। 'আজ রাতে আমি শহরের বাইরে তাঁবু ফেলব। যে-লোক আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলেছে, তার জন্যে এ-শহরের ভেতরে থাকা আর নিরাপদ নয়। মনে রাখবেন, আজ থেকে আটদিন পর আপনার লোকজন এলিসাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে পারস্পরিক শান্তির প্রতীক হিসেবে। তা নইলে আমি আমার হুমকি কার্যকর করব।' বুক টানটান করে দাঁড়াল ইথোবাল। 'ততোদিন পর্যন্ত বিদায়, স্যাকোন।'

নিজের লোকদের নিয়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

সাত

কালো বামন

হলঘরের সভা শেষ হওয়ার পর দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। নিজের ঘরে বসে আছে রাজপুত্র এযিয়েল। দরজার প্রহরী বাইরে থেকে বলল বোরখা পরা এক নারী রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা করতে চায়। তাকে নিয়ে আসতে নির্দেশ দিল এযিয়েল। বোরখা পরা নারীমূর্তি ভেতরে ঢুকে মাথা নিচু করে সম্মান জানাল। 'মুখ থেকে নেকাব সরাতে পারেন,' বলল এযিয়েল। 'বলুন কী বলতে চান।'

খানিকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও নেকাব সরাল মহিলা। তাকে চিনতে পারল এযিয়েল, এই মহিলা এলিসার পরিচারিকাদের একজন।

www.BanglaBook.org

মহিলা বলল, 'আমার কথা শুধু আপনার জন্যে, রাজপুত্র।' তাকে নিয়ে আসা প্রহরীর দিকে তাকাল সে।

'অপরিচিত কারও সঙ্গে একা দেখা করা আমার রীতি নয়,' বলল এযিয়েল। 'তবু আপনি যখন চাইছেন তখন তা-ই হোক।' প্রহরীকে চলে যেতে ইশারা করল সে। লোকটা চলে যাওয়ার পর বলল, 'এবার বলুন।'

'এই যে এটা,' বুকের খাঁজ থেকে একটা গোল করে মোড়ানো প্যাপিরাস বের করে দিল মহিলা।

এযিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'কে পাঠিয়েছে?'

'জানি না, রাজপুত্র, আমাকে এটা দিয়ে বলা হয়েছে আপনার কাছে পৌছে দিতে।'

মোড়ক খুলে পড়তে শুরু করল এযিয়েল। ওতে লেখা আছে:

'যদিও তিক্ত কথার মধ্যে দিয়ে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে, তবু আমার এই বিপদের সময়ে আপনার পরামর্শ চাই। যেহেতু আমার আপনার সঙ্গে প্রকাশ্যে কথা বলা মানা, কাজেই দয়া করে আমার সঙ্গে প্রাসাদের বাগানে যে পাঁচটা শেকড়ওয়ালা ফিগ গাছ আছে, চাঁদ ওঠার সময় ওটার তলায় দেখা করুন। ওখানে আমি আর আমার একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গিনী উপস্থিত থাকব। আমার নিরাপত্তার খাতিরে দয়া করে সঙ্গে কাউকে আনবেন না।—এলিসা।'

প্যাপিরাসের মোড়কটা আলখেল্লার ভেতর রেখে ক্ষণিকের জন্য ভাবনায় ডুবে গেল এযিয়েল, তারপর অপেক্ষারত মহিলাকে সোনার একটা খণ্ড দিয়ে বলল, 'যে আপনাকে পাঠিয়েছে তাঁকে বলবেন, তাঁর কথা রাখব আমি। এবার আপনি আসুন।'

এযিয়েলের কথায় মহিলা খানিকটা বিভ্রান্ত বোধ করছে, কিছু একটা বলতে তার ঠোঁট ফাঁক হলো, কিন্তু মত পাল্টে ঘরে

www.BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল সে।

মহিলা চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রহরী মেটেমকে ঘরের ভেতর নিয়ে এলো। প্রহরী চলে যাওয়ার পর মেটেম বলল, 'রাজপুত্র, এভাবে যদি দিনের আলোয় বোরখা পরা নারী আপনার ঘরে আসে, তা হলে সে-খবর নির্ঘাত পবিত্র ইসাচারের কানে চলে যাবে। ইসাচার যথেষ্ট রক্ষণশীল তা তো আপনি জানেন। আমি তার ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি। রাজপুত্র, আপনার কথা ভেবে আমার শরীর কাঁপছে।'

খানিকটা অধৈর্য আর রাগমিশ্রিত বিরক্তির সঙ্গে হাত নাড়ল এযিয়েল। 'ওই মহিলা একজন পরিচারিকা। এমন একটা খবর সে এনেছে যেটার ব্যাপারে তেমন কিছুই আমি বুঝতে পারিনি। মেটেম, তুমি তো এখানে আগেও এসেছ, চেনো ভাল করে, বলো দেখি, বাগানে কি একটা ফিগ গাছ আছে, যেটার পাঁচটা শেকড়?'

'আছে, রাজপুত্র, আগেরবার এসে ওটা দেখেছি আমি। আকৃতির কারণে ওটা শহরের বিস্ময়গুলোর একটা। হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন, রাজপুত্র?'

'কারণ আজ চাঁদ ওঠার সময় ওটার তলায় থাকতে হবে আমাকে।' প্যাপিরাসটা বের করে দিল এযিয়েল। 'নিজেই পড়ে দেখো। তোমাকে পড়তে বলছি কারণ তুমি জানলেও অসুবিধে নেই। আমার ধারণা তুমি আর যা-ই হও, বিশ্বাসঘাতক নও।'

'ঠিক বলেছেন, বিশ্বাসঘাতক না, যদি, পরামর্শের জন্যে আমাকে যথেষ্ট সম্মানী দেয়া হয়,' মুচকি হেসে বলল মেটেম। এবার প্যাপিরাসটা পড়ল সে। 'অভিজাত ভদ্রমহিলাটি সঙ্গে পরিচারিকা নিয়ে যাচ্ছেন বলে ভাল হলো,' প্যাপিরাসটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল সে। আস্তে করে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখাল। 'যিম্বো শহরে নানান গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। যদি চাঁদের আলোয় এই

www.BanglaBook.org

সাক্ষাতের কথা প্রকাশ পায়, তা হলে স্যাকোন আর ইসাচার দেখা হতে দেবেন না। যদি এ-থেকে আমি লাভবান না হতে পারি, তা হলে আমার অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না।'

'ইথোবালের ব্যাপারে আমার পরামর্শ চাওয়া হবে ধারণা করছি,' বলল এযিয়েল। 'সেক্ষেত্রে আমার সাধ্য মতো পরামর্শ দেব আমি। স্যাকোনের কন্যা এলিসা আর আমার মধ্যে উৎসর্গ নিয়ে যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে তা আর মেটার নয়, কাজেই অন্য কিছু ধারণা কোরো না।'

'সেই তিক্ততা এলিসা নিজ বুদ্ধিতেই দূর করে দিয়েছেন,' বলল মেটেম।

'কাল রাতে আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম, পারলে আমি সাহায্য করব,' বলল এযিয়েল। 'কথা দিলে আমি সবসময় তা রক্ষা করি।'

'বুঝতে পারছি, রাজপুত্র। মানুষের মুখে মুখে ফিরছে আপনার এবং এলিসার কথা, তারপরও আপনি তাঁকে এড়িয়ে যাবেন। তবে এটাও ঠিক যে, ভাল পরামর্শই আপনি দেবেন তাকে। সম্ভবত বলবেন, ইথোবালকে বিয়ে করো, এ-শহরের ওপর থেকে ভয়াবহ যুদ্ধের কালো ছায়া দূর করো। সেক্ষেত্রে আমরা সবাই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করব। অবস্থা যেরকম দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে না আর কেউ এলিসার মনোভাব পাল্টাতে পারবে। তারপর আপনি যখন আপনার পরামর্শ দেবেন, তখন হয়তো স্যাকোনের কন্যা বলবেন, আজকের উৎসর্গ অনুষ্ঠান তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। উৎসর্গ ঠেকাতে নিজের সমস্ত গহনা তিনি দিয়ে দিয়েছেন। যদি তিনি এ-কথা বলেন, তা হলে কথাটা সত্যিই হবে। কিন্তু যেহেতু তাঁর সঙ্গে আপনার মনোমালিন্য হয়েছে, ওসব কথা আপনার মনে কোনও রেখাপাত করবে না।

www.BanglaBook.org

বোধহয় আমার কথাতে আপনি কৌতূহলী হচ্ছেন না? এবার তা হলে অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক।' ইসাচারের বক্তৃতার পর মন্দিরে তার সঙ্গে এলিসার কী কথা হয়েছে খুলে বলল মেটেম।

ফিনিশিয়ান ব্যবসায়ী চলে যাবার পর এযিয়েল ভাবল, এলিসা তা হলে তার ধর্মের নিষ্ঠুরতা পছন্দ করে না। নিশ্চয়ই এলিসা বুঝেছে কেন আমি ওরকম খারাপ ব্যবহার করেছিলাম, নইলে ও আমার পরামর্শ চাইত না। কিন্তু কীভাবে এলিসাকে এই মহাবিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে সে?

*

সভা থেকে ফিরে শারীরিক আর মানসিক দু'দিক থেকেই বিপর্যস্ত বোধ করছে এলিসা। বিশ্রাম নিতে শুয়ে পড়ল সে। ঘুম আসতে দেরি হলো না। সেই ঘুমে এলো স্বপ্ন। প্রথমে অস্পষ্ট, ঘোলাটে, তারপর আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে এলো দৃশ্যগুলো। এলিসা স্বপ্নে দেখল একটা চন্দ্রালোকিত বাগান। সেখানে বাঁকাচোরা শেকড়ওয়ালা বিরাট একটা গাছ ওর পরিচিত ঠেকল। গাছের ডালপালায় কীসের যেন নড়াচড়া ওর মনোযোগ কাড়ল। অনেকক্ষণ তাকিয়েও বুঝতে পারল না কী ওটা। তারপর দেখতে পেল। একটা বামন নড়ছে গাছের ডালে। ছোট ছোট কুঁতকুঁতে চোখ তার। হাতে একটা ধনুক। ধনুকের দু'প্রান্ত হাতির দাঁত দিয়ে মোড়ানো। ধনুকে তীর জোড়া হয়েছে। ধনুকের ওপর মনোযোগ আটকে গেল এলিসার। যদিও জানে না, তবু মন বলল ওই তীর বিষ মাখানো। ভাবল এলিসা, বামন কী করছে ধনুক নিয়ে ওই গাছের ওপর? হঠাৎ একটা শব্দ ভেসে এলো ওর কানে। ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে কোনও মানুষ। বামনটা ডালের ওপর কুঁজো হলো, উত্তেজিত আর সতর্ক হয়ে উঠেছে। ধনুকের ছিলায় টান দিল বামনের হাত। আঙুল থেকে রক্ত সরে গেছে,

www.BanglaBook.org

হলদে দেখাচ্ছে আঙুলের ডগাগুলো। বামনের শয়তানী ভরা কালো চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে কালো আলখেল্লা পরা দীর্ঘাকৃতি একজন মানুষের ছায়ামূর্তি দেখতে পেল ও। চাঁদের আলোয় এসে দাঁড়াল মানুষটা, এদিক ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজছে। ডালের ওপর হাঁটু গেড়ে বসল বামন, তীরধনুক তাক করেছে সে মানুষটার উন্মুক্ত গলা লক্ষ্য করে। ছিলাটা কানের কাছে টেনে নিয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে আগন্তুক মুখ ফেরাল। চাঁদের আলো পড়ল তার মুখে। মুখটা রাজপুত্র এযিয়েলের!

অস্ফুট আর্তনাদ করে ঘুম থেকে জেগে উঠল এলিসা। উঠে বসল। শরীর কাঁপছে তার। নিজেকে সান্ত্বনা দিল, যতো বাস্তব মনে হোক, আসলে সে স্বপ্নই দেখেছে। বড় বেশি বিচলিত বোধ করছে এলিসা। পাশের ঘরে চলে এলো সে। সূর্য ডুবতে শুরু করেছে, কাজেই বিকেলের নাস্তা দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু মুখে দেওয়ার চেষ্টা করল সে। পরিচারিকা খবর নিয়ে এলো, ফিনিশিয়ান ব্যবসায়ী মেটেম এলিসার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে। তাকে নিয়ে আসতে নির্দেশ দিল এলিসা।

ঘরে ঢুকে মাথা নিচু করে সম্মান দেখাল মেটেম, তারপর পরিচারিকা বিদায় নেওয়ার পর বলল, 'আপনি হয়তো আমার আসার কারণ বুঝতে পেরেছেন। আজ সকালে আপনাকে আমি কিছু তথ্য দিয়েছিলাম, যেগুলো আপনার কাজে এসেছে। আর আপনি আমাকে পুরস্কৃত করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল এলিসা। একটা সিন্দুক থেকে হাতির দাঁতের তৈরি বালতি মতো বের করল এলিসা। ওটা উপচে পড়ছে সোনার গহনা আর আকাটা মূল্যবান পাথরে। 'নিন এগুলো,' বলল এলিসা। 'এগুলো আপনার। তবে এই সোনার চেইনটা নিতে পারবেন না। এটা দেবী বালটিসকে উৎসর্গ করেছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিন্তু এ-সমস্ত গয়না ছাড়া আপনি রাজা ইথোবালের সামনে যাবেন কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল মেটেম।

'যাব না,' তীক্ষ্ণ শোনাল এলিসার কণ্ঠ।

'আচ্ছা! কিন্তু রাজপুত্র এয়িয়েল কী ভাববেন আপনাকে অলঙ্কার ছাড়া দেখে?'

'আমার রূপই আমার অলঙ্কার, এই গহনা আর পাথরগুলো নয়,' বলল এলিসা। 'তা ছাড়া রাজপুত্র কী ভাববেন তা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। তিনি আমাকে ঘৃণা করেন। তিনি আমাকে অপমান করেছেন।'

ভ্রূ কপালে তুলে মেটেম বলল, 'তারপরও আমি আপনার এই গয়না নিচ্ছি না। শুনুন, এগুলো আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।' পকেট থেকে একটা প্যাপিরাসের টুকরো বের করে দ্রুত হাতে ঋণপত্র লিখল সে, এলিসাকে সই করতে বলল। এলিসা সই করার পর জানাল, 'এই প্যাপিরাস আমি উপযুক্ত সময়ে আপনার বাবা অথবা স্বামীর কাছে উপস্থাপন করব। তাঁরা যে আপনার ঋণ পরিশোধ করতে অস্বীকার করবেন না সে-বিশ্বাস আমার আছে। এবার আমাকে যেতে হয়। আপনারও তো যাবার সময় হয়ে এলো। চাঁদ উঠতে আর তো দেরি নেই।'

'কী বলতে চান?' ভ্রূ কুঁচকাল এলিসা। 'চাঁদ ওঠার সময়ে বা অন্য কোনও সময়ে আমার নির্দিষ্ট কোথাও যাবার কথা নেই।'

আস্তে করে মাথা ঝোঁকাল মেটেম, তবে ভঙ্গিতেই বুঝিয়ে দিল এলিসার কথা সে বিশ্বাস করছে না।

'কী বলতে চান সেটা আমি আবারও জানতে চাইছি,' বলল এলিসা। 'আপনার এরকম ইঙ্গিতের অর্থ কী?'

এলিসার দিকে তাকাল মেটেম। তরুণীর কণ্ঠস্বরে সত্য কথনের সুর। মেটেম বলল, 'আপনি কি অস্বীকার করবেন

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি প্রাসাদের বাগানে বিরাট ওই পাঁচ শেকড়ওয়ালা ফিগ গাছের নীচে রাজপুত্র এযিয়েলের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন না? আপনার লেখা প্যাপিরাসের পত্র আমি পড়েছি। আপনি তো ইথোবালের ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ চেয়েছেন। চাননি?'

'আমার লেখা?' অবাক দেখাল এলিসাকে। 'গাছের নীচে দেখা করব? এধরনের কোনও চিন্তাই আমার মাথায় আসেনি।'

'তবু বলা হয়েছে খবরটা আপনার পাঠানো,' বলল মেটেম। 'আপনার পরিচারিকাই প্যাপিরাসটা রাজপুত্রের কাছে নিয়ে গেছে।' মাথার ইশারা করল মেটেম। 'তাকে আমি চিনি। ওই যে ওই কোনায় যে বসে আছে প্যাপিরাসটা নিয়ে সে-ই গিয়েছিল।'

'এসো তো, হিদার,' মহিলাকে ডাকল এলিসা। 'রাজপুত্র এযিয়েলের কাছে আমার তরফ থেকে কীসের প্যাপিরাস নিয়ে গিয়েছিলে তুমি?'

দ্বিধার ছাপ পড়ল মহিলার চেহারায়। 'আমি রাজপুত্রকে বলিনি যে প্যাপিরাসটা আপনি পাঠিয়েছেন।'

'সত্যি করে বলো। আমি মিথ্যে শুনতে চাই না। মিথ্যে বললে কঠিন শাস্তি পেতে হবে তোমাকে।' কড়া শোনাল এলিসার কণ্ঠ।

'সত্যি কথাই বলছি,' বলল পরিচারিকা। 'আমি যখন বাজার দিয়ে আসছিলাম তখন বুড়ি এক কালো মেয়েলোকের সঙ্গে দেখা হয়। সে আমাকে এক খণ্ড সোনা দিয়ে বলে চিঠিটা রাজপুত্রের কাছে পৌঁছে দিতে। সোনার লোভে পড়ে যাই আমি। টাকার দরকার ছিল আমার। রাজি হয়ে যাই। তবে আমি জানি না কে প্যাপিরাসটা পাঠিয়েছে। ওই মেয়েলোকটাকেও আগে কখনও দেখিনি আমি।'

'বিরাট ভুল করে বসেছ তুমি,' বলল এলিসা। 'তবে তোমার

www.BanglaBook.org

কথা বিশ্বাস করছি আমি। এবার দূর হও।'

পরিচারিকা ত্রস্ত পায়ে চলে গেল। খানিকক্ষণের জন্য চিন্তায় ডুবে গেল এলিসা। মেটেম লক্ষ করল তরুণীর চেহারায় আশঙ্কার ছাপ ফুটে উঠেছে। এলিসা মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'বলুন তো, যে-গাছটার কথা প্যাপিরাসে লেখা হয়েছে সেটার বিশেষ কোনও বৈশিষ্ট্য আছে?'

'ওটার আকৃতি অদ্ভুত,' বলল মেটেম। 'মাটির ওপর ওটার পাঁচটা শেকড় ছড়িয়ে আছে।'

মুখ দিয়ে অস্ফুট আওয়াজ বের হলো এলিসার। উত্তেজিত স্বরে বলল, 'ওই গাছটা আমি স্বপ্নে দেখেছি। এখন...এখন আমি বুঝতে পারছি! আসুন! জলদি! চাঁদ উঠতে শুরু করেছে!' দ্রুতপায়ে দরজার দিকে ছুটল এলিসা। তাকে অনুসরণ করল কিছুটা বিহ্বল মেটেম। কয়েক মিনিট পর সরু রাস্তা ধরে ছুটতে ছুটতে চলল দু'জন। আগে নেকাব পরা এলিসা, পেছনে মেটেম। পথচারীরা ঘুরে তাকাচ্ছে দু'জনের দিকে, কেউ কেউ হাসছে। তাদের ধারণা প্রেম সংক্রান্ত বিবাদের কারণে স্ত্রীকে ধাওয়া করেছে কোনও স্বামী।

এলিসা বাগানের দরজা খুলতে চেষ্টা করছে। এবার দায়িত্বটা নিল মেটেম। দরজা খোলার ফাঁকে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল, 'এই ছোটাছুটির অর্থ কী?'

'ওরা রাজপুত্রকে খুন করতে মিথ্যে চিঠি দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে,' জানাল এলিসা। দরজা খুলে যেতেই ছুটতে শুরু করল সে আবার।

'সেজন্য আমাদেরও মরতে হবে,' বলল মেটেম। 'মহিলাদের যুক্তি!' এলিসার পেছনে দৌড়াচ্ছে সে। বাগানের মাঝখানের পথ ধরে প্রাণপণে ছুটছে এলিসা, গতি আরও বাড়াল। তার সঙ্গে তাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেলাতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে মেটেমের। দূরত্ব বাড়ছে ক্রমেই। যেন উড়ে চলেছে সাদা আলখেল্লা পরা এলিসা।

একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে গেল দু'জন। এখানে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। বিরাট একটা গাছের ঘন সবুজ ডালপালা-পাতায় আছড়ে পড়ছে সে রুপোলি আলো। পাগলিনীর মতো ওপরের দিকে তাকিয়ে গাছটা ঘিরে ছুটছে এলিসা। মাঝখানে গাছটা চলে আসায় মুহূর্তের জন্য এলিসাকে দেখতে পেল না মেটেম। আবার যখন দেখতে পেল, এলিসা তখন খোলা জায়গায় দাঁড়ানো একজন লোকের দিকে ছুটছে। মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে গাছের প্রান্ত থেকে বড়জোর দশ ফুট দূরে। 'সাবধান! সাবধান!' চিৎকার করছে এলিসা আগন্তুকের দিকে ছুটতে ছুটতে। অসংলগ্ন কথা বেরিয়ে আসছে ওর মুখ থেকে।

উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় মেটেম গাছের কালো অন্ধকার থেকে একটা ঝিলিক বেরিয়ে আসতে দেখল। এলিসাও বোধহয় দেখেছে। অন্তত তা-ই মনে হলো। জিনিসটা ধরার জন্যই যেন দু'হাত মাথার ওপর তুলে হরিণীর মতো লাফ দিল এলিসা, তারপর আবার ওর পা মাটি স্পর্শ করল। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল তরুণী, তীক্ষ্ণ ব্যথায় অস্ফুট আওয়াজ বের হলো মুখ দিয়ে। এলিসার দিকে দৌড়ে এগোল মেটেম, দেখতে পেল আরেকটা ছায়ামূর্তি। মনে হলো যেন সে কালো একটা বামন, গাছের ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে ঘন ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ল, হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমা থেকে। পৌঁছে গেছে মেটেম, দেখল আধশোয়া অবস্থায় আছে এলিসা। তার ওপর ঝুঁকে আছে রাজপুত্র এযিয়েল। এলিসার হাতের তালুতে গেঁথে আছে হাতির দাঁতের ফলাওয়ালা ছোট একটা তীর। 'বের করে ফেলুন ওটা,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মেটেম।

www.BanglaBook.org

'তাতে কোনও লাভ হবে না,' বলল এলিসা। 'তীরটা বিষ মাখানো।'

হাঁটু গেড়ে এলিসার পাশে বসল মেটেম, এলিসার ব্যথায় ফোঁপানো পরোয়া না করে তালুর ফুটো থেকে তীরটা টেনে বের করে ফেলল। এবার নিজের আলখেল্লা থেকে খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে এলিসার কব্জিতে বাঁধল। বাঁধনের ভেতর একটা কাঠি ঢুকিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাপড়টা এতো শক্ত ভাবে আঁটল যে এলিসার মাংসে কেটে বসল লিনেন। 'এবার, রাজপুত্র, ক্ষতটা চুষুন,' প্রায় নির্দেশ দিল সে। 'আমার আর দম নেই, নইলে আমিই করতাম।' এলিসাকে বলল, 'ভয় পাবেন না, এলিসা, এই তীরের বিষের একটা প্রতিষেধক আমার জানা আছে। ওটা নিয়ে এক্ষুণি ফিরে আসব আমি। ততোক্ষণ, যদি বেঁচে থাকেন, যতো কষ্টই হোক, ভুলেও কাপড়টা ঢিল করবেন না।' দ্রুত পায়ে রওনা হয়ে গেল মেটেম।

ক্ষতটায় মুখ দিল এযিয়েল বিষ বের করার জন্য।

'না,' দুর্বল গলায় বলল এলিসা। হাতটা টেনে নিল। 'কাজটা করা ঠিক হবে না। বিষ হয়তো আপনাকে খুন করবে।'

'মনে হচ্ছে আমাকে উদ্দেশ্য করেই তীরটা ছোঁড়া হয়েছিল,' বলল এযিয়েল। 'কাজেই যা হবার হোক, বিষ আমি বের করার চেষ্টা করবই।' এলিসাকে মাথার ওপর হাত তুলতে বলল সে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল এলিসাকে, তারপর বয়ে নিয়ে গেল একশো ফুট দূরে আরও খোলা জায়গায়।

'আমাকে সরিয়ে নিচ্ছেন কেন?' জিজ্ঞেস করল এলিসা। ওর মাথা এযিয়েলের কাঁধে।

'কারণ তীর যে ছুঁড়েছে সে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতে ফিরে আসতে পারে। এখানে এই খোলা জায়গায় ওর তীর আমাদের

www.BanglaBook.org

কাছ পর্যন্ত পৌঁছুবে না।' ঘাসের ওপর এলিসাকে শুইয়ে দিল এয়িয়েল। ওর আহত হাতটা তুলে নিল মুখের কাছে।

'না, রাজপুত্র, আমার কারণে আপনার...'

'চুপ করো,' বলে ঠোঁট লাগাল সে ক্ষতের উপর। বিষাক্ত রক্ত চুষে বের করে ফেলছে মাটিতে।

'শুনুন রাজপুত্র এয়িয়েল,' একটু পর বলল এলিসা, 'কালো লোকরা তীরে যে বিষ মাখায় সেটা অত্যন্ত শক্তিশালী। মেটেমের প্রতিষেধক যদি সত্যিই খুব কাজের না হয় তা হলে আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা খুব বেশি। কাজেই যদি মরি তার আগে আপনাকে আমি কিছু কথা বলতে চাই। কী কারণে আজ রাতে এখানে এসেছিলেন আপনি?'

'তোমার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়ে, এলিসা,' বিস্মিত কণ্ঠে বলল এয়িয়েল। 'আমাকে এখানে আসতে অনুরোধ করোনি তুমি?'

'কিন্তু আমি তো কোনও চিঠি লিখিনি। মনে হচ্ছে, ওটা ছিল রাজা ইথোবালের তৈরি একটা ফাঁদ। নইলে কে আপনাকে এভাবে খুন করতে চাইবে। পরে জেনেছি তার এক চাকরানি আমার পরিচারিকাকে ঘুষ দিয়েছিল প্যাপিরাসটা আপনার কাছে পৌঁছে দিতে। চিঠির ব্যাপারটা আমি মেটেমের মুখে থেকে শুনেছি। তারপর ঘটনা কী আন্দাজ করতে পেরে এখানে ছুটে এসেছি আপনাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে।'

'কিন্তু আন্দাজ করলে কী করে?' আরও খানিকটা রক্ত ফেলল এয়িয়েল।

'অদ্ভুত ভাবে, রাজপুত্র।' সংক্ষেপে নিজের স্বপ্নের কথা জানাল এলিসা।

'সত্যি এটা চমৎকার ব্যাপার যে স্বপ্নে তুমি বিপদটা দেখতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেয়েছ,' সামান্য সন্দেহ ঝরল এযিয়েলের কণ্ঠে।

'এতো চমৎকার ব্যাপার যে, রাজপুত্র, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না,' বলল এলিসা। 'জানি আপনি কী ভাবছেন। আপনি ভাবছেন, যেহেতু সকালে আমাদের মধ্যে তিক্ত কথা হয়েছে, এবং মহিলারা ক্ষমা করতে জানে না, কাজেই আমি প্রতিশোধ নিতে আপনাকে খুন করার পরিকল্পনা করি। কিন্তু যেহেতু আমি মেয়েমানুষ, কাজেই পরে মন পরিবর্তন করলাম আমি। আপনি যা-ই ভাবুন, রাজপুত্র, তা সত্যি নয়। মেটেম তার সাক্ষী।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি, এলিসা,' বলল এযিয়েল। 'মেটেমের সাক্ষ্য আমার দরকার নেই। কিন্তু ঘটনা এখন আরও আশ্চর্যজনক ঠেকছে আমার কাছে। তুমি যখন কোনও দোষ করোনি, তা হলে তীরের যাত্রাপথে এসে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে ওটাকে তুমি ঠেকালে কেন? আমি তো তোমাকে অপমান করেছিলাম!'

'সত্যিটা জেনে আমি ছুটে এসেছিলাম আপনাকে সাবধান করতে,' বিষাক্ত রক্ত বের করে দেওয়ার পরেও ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসছে এলিসার কণ্ঠ। 'তারপর আপনার হৃৎপিণ্ডের দিকে তীরটা উড়ে আসতে দেখি। তখন আমি ওটা ধরার চেষ্টা করলাম। ওটা আমার তালুতে গেঁথে গেল। গোটা ব্যাপারটাই অলৌকিক মনে হচ্ছে। ঠিক যেমন আপনার বিপদের ব্যাপারে দেখা আমার স্বপ্নটা।' জ্ঞান হারাল এলিসা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

আট

শপথ

প্রথমে এযিয়েল আশঙ্কা করেছিল বিষক্রিয়ায় মারা গেছে এলিসা। কিন্তু এলিসার বুকে হাত রেখে টের পেল, মৃদু ভাবে চলছে হৃৎস্পন্দন। বুঝতে পারল এখনও এলিসা বেঁচে আছে। সাহায্য কিংবা পানি আনার জন্য ওকে ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব। এলিসার কব্জির ব্যান্ডেজ থেকে চাপ কমানো যাবে না কিছুতেই। কাজেই অচেতন এলিসার পাশে বসে যতোটা পারে ধৈর্য ধারণ করে মেটেমের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল এযিয়েল। চাঁদের আলোয় এলিসার ফ্যাকাসে চেহারা কী অপূর্বই না দেখাচ্ছে। কালো চুল ঘিরে রেখেছে চাঁদেরই মতো গোল মুখটাকে। এযিয়েল ভাবছে, কী অদ্ভুত এক স্বপ্নের কথা বলল আজ এলিসা! সেই স্বপ্ন দেখে তাকে রক্ষা করতে এসে খুনির তীরে নিজে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ও এখন। অনেকে হয়তো এ-ঘটনা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু অন্তর থেকে এযিয়েল অনুভব করছে, এ মিথ্যে হতে পারে না। অনুভব করছে, যদি চাইত তবুও ওর কাছে মিথ্যে বলতে পারত না এলিসা। প্রথম যখন দু'জনের দেখা হলো, তখন থেকেই পরস্পরের কাছে কিছু লুকায়নি তারা। হ্যাঁ, তার মৃত্যু-আশঙ্কা আছে জেনে নিজের জীবনটা তুচ্ছ করেছে এলিসা। অথচ এই এলিসাকেই আজ সকালে খুব খারাপ ভাবে অপমান করেছে সে,

www.BanglaBook.org

বলেছে এলিসা শিশুর খুনি। মৃত্যুর ঝুঁকি এলিসা নিল কী করে, যদি সে যেমন এলিসাকে ভালবাসে, তেমনি করে এলিসাও তাকে না ভালবেসে থাকে? নিজের সঙ্গে আর ধোঁকাবাজি করছে না এযিয়েল। সে এলিসাকে ভালবাসে। এটাই সত্য। কাল রাতে ইসাচার যখন সতর্ক করছিলেন, তখনই এটা অনুভব করেছে সে। অবশ্য তখন তখনই নিজের কাছে স্বীকার করতে পারেনি। কিন্তু এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে, তার নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেছে। মানুষের যেমন স্বভাব, তারা হয়তো বলবে সুন্দর একটা মুখশ্রী, চমৎকার দেহ-সৌষ্ঠব আর ভালবাসার মোহমায়ায় পড়ে জড়িয়ে গেছে সে। কিন্তু আসলে তা সত্যি নয়। এলিসা ওকে মানসিক ভাবে প্রচণ্ড আকর্ষণে কাছে টানছে। সে-আকর্ষণ শুধু জাগতিক নয়। ব্যাপারটা এযিয়েল ব্যাখ্যা করতে পারবে না, কিন্তু প্রথম যখন এলিসাকে দেখে, তখন থেকেই এই অনুভূতিটা তাকে নাড়া দিচ্ছে। অথচ এখন এমনও হতে পারে, আর একটি ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই ওর ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে এলিসা। চলে যাবে মৃত্যুনদীর ওপারে, যেখানে চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারবে না সে। এলিসা তার হবে না এটা জেনেও এলিসার প্রতি ভালবাসা অনুভব করছে সে, যেন হৃদয়ে আগুন জ্বলছে। হ্যাঁ, তার আকাঙ্ক্ষা শুধু জাগতিক নয়।

ঝুঁকে এলিসার ফ্যাকাসে কমনীয় মুখের দিকে তাকাল এযিয়েল। দু'জনের ঠোঁট প্রায় পরস্পরকে স্পর্শ করার মতো কাছাকাছি চলে গেল। এযিয়েলের শ্বাস পড়ছে এলিসার ভ্রূর ওপর। তাতে করেই যেন জীবনীশক্তি ফিরে এলো এলিসার। নড়ে উঠল এলিসা, চোখ মেলল। এযিয়েলের দিকে তাকিয়ে ওর চোখে ফুটে উঠল অর্থপূর্ণ দৃষ্টি। কোনও কথা বলল না এযিয়েল, তার ঠোঁট যেন কেউ সেলাই করে দিয়েছে। কিন্তু হৃদয় বলছে, *আমি*

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমাকে ভালবাসি। ভালবাসি, এলিসা।

এলিসা যেন বুঝতে পারল। ও বলল, 'ভুলে যাবেন না আপনি কে, আর কে আমি।'

'তাতে কিছু যায় আসে না,' বলল এযিয়েল। 'আমরা জন্মজন্মান্তর থেকে এক।'

'আমি হয়তো একটু পরেই মারা যাব,' বলল এলিসা। 'আমাদের মিলন হবে না।'

'তা হতে পারে না,' জোর দিয়ে বলল এযিয়েল। 'আমরা যে এক। একসঙ্গে ছিলাম, এখনও একসঙ্গে আছি, জীবন এবং মৃত্যুর মাঝেও একসঙ্গেই থাকব।'

'রাজপুত্র, আমি শেষবারের মতো বলছি, ভাল করে ভেবে দেখুন। আমার মনে হচ্ছে, আপনার কথা সত্যি, আমি যদি আপনার বক্তব্য মেনে নিই, তা হলে তা হবে চিরজীবনের জন্যে।'

'তা-ই হবে, এলিসা।' তরুণীর ওপর আরও ঝুঁকল এযিয়েল।

'তা হলে তা-ই হোক,' বিড়বিড় করল এলিসা। আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়াল ও এযিয়েলের ঠোঁটে।

চাঁদের আলোয় প্লাবিত হচ্ছে প্রাসাদের বাগান। সেই অপার্থিব পরিবেশে পরিষ্কার খোলা অন্তরে ধর্মের বাধা, সমাজের বাধা ও জংলী রাজার পাশবিক শক্তির বাধা উপেক্ষা করে চিরজীবন ভালবাসার শপথ নিল ওরা।

*

'স্যাকোনের মেয়ে,' ওদের কানের কাছে ডাকল একটা কণ্ঠস্বর। মেটেম ফিরে এসেছে। 'আপনার তালু শীঘ্রি ব্যান্ডেজ করে দিতে হবে। হাতে একদম সময় নেই।'

মুখ তুলে এযিয়েল দেখল, ওদের দিকে ঝুঁকে আছে ফিনিশিয়ান ব্যবসায়ী, ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি। তার পেছনে দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছেন দীর্ঘাকৃতি নবী ইসাচার। তাঁর হাত বুকে বাঁধা, নিষ্পলক চোখে দু'জনকে দেখছেন তিনি। 'পবিত্র ইসাচার,' শয়তানি ভরা কণ্ঠে বলল মেটেম। 'আপনি স্যাকোনের কন্যার হাতটা ধরুন। দেখে যা বুঝছি, তাতে রাজপুত্র শুধু স্যাকোনের কন্যার ঠোঁটের দায়িত্ব নিতে পারবেন।'

'না,' বললেন ইসাচার। 'বালটিসের উপাসিকার সঙ্গে আমার কোনও সমঝোতা হতে পারে না। পারলে তুমিই তাকে সুস্থ করে তোলো। যদি না পারো, তা হলে মৃত্যু হোক তার। তা হলে বোকার পায়ের সামনে থেকে সরে যাবে আলগা একটা পাথর, বাঁচবে বোকাটা হোঁচট খেয়ে পড়া থেকে।' কড়া চোখে এযিয়েলকে দেখলেন তিনি।

'এই আলগা পাথরটা না থাকলে সেই বোকার এতোক্ষণে মরণ হতো,' বলল মেটেম। 'আমাকে যদি কোনও কালো বামন তীর মারতে চায়, তা হলে আমি এরকম একটা আলগা ঐশ্বরিক পাথরের সাহায্যই আশা করব।' ওষুধ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। সামান্য বিরতির পর বলল, 'না, রাজপুত্র, পবিত্র ইসাচারের কথার জবাব দিয়ে সময় নষ্ট করবেন না, তারচেয়ে স্যাকোনের কন্যার হাতটা উঁচু করে ধরুন।'

নির্দেশ পালন করল এযিয়েল। ক্ষতটা পানি দিয়ে ধুয়ে একটা মলম ওখানে মাখাল মেটেম। সঙ্গে সঙ্গে আহত স্থানটা এতো জ্বলে উঠল যে গোঙাতে শুরু করল এলিসা।

'ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন,' বলল মেটেম। 'যদি ইতিমধ্যেই রক্তে মিশে গিয়ে না থাকে, তা হলে তীরের বিষটা এই মলম নষ্ট করে দেবে।'

এবার প্রায় বয়ে নিয়ে এলিসাকে প্রাসাদে ফেরত আনল এযিয়েল আর মেটেম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্যাকোনের দায়িত্বে এলিসাকে তুলে দিল ফিনিশিয়ান ব্যবসায়ী। যা ঘটেছে তার যতোটা বলা উচিত বলে মনে হলো তা-ই বলল সে স্যাকোনকে। সাবধান করে দিল এসব কথা যেন গোপন থাকে।

প্রাসাদের দরজার কাছে এযিয়েলকে ইসাচার বললেন, 'আমি স্বপ্ন দেখলাম, রাজপুত্র, নাকি সত্যি শুনলাম; আপনি বললেন: জীবন এবং মৃত্যুর মাঝে আপনি সবসময় ওই মেয়ের সঙ্গে থাকবেন? আমি কী ভুল দেখলাম, নাকি সত্যি তাকে আপনি ঠোঁটে চুমু খেয়েছেন?'

গম্ভীর হয়ে গেল এযিয়েলের চেহারা, বলল, 'আমার মনে হয় আপনি স্বপ্ন দেখেননি, ইসাচার। আরও শুনে রাখুন, আমাকে এ-ব্যাপারে আর কিছু বলতে আসবেন না। যদি সম্ভব হয় তা হলে ওকে আমি স্ত্রী হিসেবে চাইব। যদি তা সম্ভব না হয়, তা হলে ও যতোদিন বাঁচবে অন্তত ততোদিন আমি কোনও মেয়ের দিকে ফিরেও তাকাব না।'

'তা হলে ভাল কথা,' বললেন ইসাচার। 'আমার সাধ্য থাকলে আপনি আর ওই বিধর্মী ডাইনীর সঙ্গে মিশতে পারবেন না।'

'ইসাচার, আপনি আমাকে ভালবাসেন বলে অনেক সহ্য করেছি আমি আপনার কথা। সবসময় বাবার স্নেহ পেয়েছি আপনার কাছে। কিন্তু আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এলিসার কোনও ক্ষতি করতে চেষ্টা করবেন না। ওকে আঘাত করা মানে আমাকে আঘাত করা। ওধরনের কিছু কেউ ঘটালে যে ঘটাবে সে আমার প্রতিহিংসার শিকার হবে।'

'প্রতিহিংসা?' টিটকারির সুরে বললেন ইসাচার। 'আমি শুধু ঈশ্বরের প্রতিহিংসাকে ভয় করি। আর কর্তব্য যখন দাবী করে তখন ভালবাসার পূজার কথা আমি শুনি না। রাজপুত্র, ওই

www.BanglaBook.org

ডাইনীর সঙ্গে আপনাকে দোজখে দেখতে পাবার বদলে আমি বরং আপনার মৃত্যু দেখতে চাইব।' এযিয়েল জবাব দেবার আগেই ঘুরে দাঁড়ালেন ইসাচার, গটগট করে হেঁটে চলে গেলেন।

*

তিক্ত-বিরক্ত হয়ে নিজের ঘরের দিকে ফিরছেন ইসাচার, এলিসার ঘর পেরোনোর সময় মেটেমকে দরজা দিয়ে বের হতে দেখলেন। থামলেন তিনি, জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়েটা বাঁচবে?'

মেটেম বলল, 'দুশ্চিন্তা করবেন না, পবিত্র ইসাচার, ব্যান্ডেজ খুলে না গেলে নিশ্চয়ই বাঁচবে। যাই, আমি রাজপুত্রকে খবরটা দিয়ে আসি।'

'কেউ যদি ওর ব্যান্ডেজ খুলে দিত আর সে তার উপাস্য মৃত্যু-দেবতার কাছে পৌঁছে যেত, তা হলে তাকে আমি একশো সোনার মোহর দিতাম,' বললেন ইসাচার।

বিস্ময় লুকাতে না পেরে মেটেম বলল, 'পবিত্র হৃদয়ের একজন মানুষ হিসেবে আপনি বড় জঘন্য কথা বললেন। টাকার জন্য আমি অনেক কিছুই পারি, ইসাচার, কিন্তু ওই ব্যান্ডেজ ঢিলে করে দেয়ার অর্থ খুন করা। সোনা কিংবা আপনার অনুগ্রহের জন্যে ওরকম খারাপ একটা নীচ কাজ আমি করতে পারব না।'

'বোকা,' বললেন ইসাচার, 'আমি কি তোমাকে খুন করতে বলেছি? ওধরনের কাজ আমার ধারা নয়। যা নির্ধারিত সেই অনুযায়ী মেয়েটা বাঁচবে অথবা মরবে। রাজপুত্রের কাছে যাওয়ার আগে আমার ঘরে এসো, মেটেম। তুমি খুব চতুর লোক, রাজকীয় চালচলনও তোমার জানা, তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।'

ঘরে ঢুকে তিনি বললেন, 'শোনো, মেটেম, আমার নিজের কোনও সন্তান নেই। রাজপুত্র এযিয়েলকে আমি আপন সন্তানের মতো ভালবাসি। তা ছাড়া, এখানে এই অভিশপ্ত অঞ্চলে আমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঠানো হয়েছে যাতে ওকে আমি বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে পারি। আর এখন কী ঘটছে? এলিসা নামের এক ডাইনীর মোহমায়ায় পড়ে গেছে এযিয়েল।'

'এভাবে বলবেন না, ইসাচার,' আপত্তির সুরে বলল মেটেম। 'ওই মেয়ের চোখ, দেহ আর ঠোঁট ছাড়া ক্ষতিকর আর কোনও জাদু তো নেই।'

'নিশ্চয়ই আছে। সেই জাদুতে ভুলেছে এযিয়েল। ও এখন বলছে মেয়েটাকে বিয়ে করবে।'

'তাতে কী, ইসাচার? সুন্দরী একটা মেয়ে বেছে বের করতে বড়জোর অনেক বেশি পথ পাড়ি দিয়েছেন এযিয়েল, এটা বলতে পারেন।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ, মেটেম, এযিয়েল কে, ওর ধর্ম কী। ওর আত্মা নরকে পতিত হবে ওই মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ালে। তুমি তো নিজের কানে শুনেছ জীবন এবং মৃত্যুর মাঝেও মেয়েটাকে ভালবাসার শপথ করেছে এযিয়েল। বুঝতে পারছ না সর্বনাশ হতে যাচ্ছে? তুমি কি পাগল হলে, মেটেম?'

'আমি হইনি, ইসাচার, তবে অনেকে বলবে আপনি পাগল হয়েছেন। আপনি যে-ধর্মের ব্যাপারে খারাপ মনোভাব পোষণ করেন সে-ধর্ম যে আমারও ধর্ম তা আপনি ভুলে গেছেন। ভাল-মন্দ যা-ই হোক, রাজপুত্র স্যাকোনের কন্যাকে ভালবেসেছে। এখন আপনি আমাকে কী করতে বলেন?'

'আমি চাই তুমি এমন ব্যবস্থা করো যাতে এযিয়েল কিছুতেই এই মেয়েকে বিয়ে করতে না পারে। সেটা খুন জখমের মাধ্যমে নয়। কারণ আমাদের আইন বলে, "তুমি হত্যা করবে না"। কিন্তু মেয়েটা যদি রাজা ইথোবালকে বিয়ে করে, তা হলে কাজ হবে। অথবা তা-ও যদি না হয়, তবে অন্য কোনও ভাবে এযিয়েলকে

www.BanglaBook.org

ঠেকাও।'

'আপনাদের আইন বলে "তুমি খুন করবে না"। তা হলে বলুন, ইসাচার, আপনাদের আইন কি এ-কথা বলে, একটা মেয়ে যে-পরিণতিকে মৃত্যুর চেয়েও খারাপ মনে করে তাকে সেই পরিস্থিতিতে ঠেলে দাও? এলিসা যেমন মেয়ে তাতে শহরের সবাই যদি চায়, তা হলেও তাকে ইথোবালের হাতে জীবিত তুলে দিতে পারবে না।'

'মেয়েটা ইথোবালকে বিয়ে করল কি না তাতে আমার কিছু যায় আসে না,' বললেন ইসাচার। 'তবে ওই বিধর্মী লোকটাকে আমি পছন্দ করি না। এলিসা নামের মেয়েটার রাগ আর জাদুবিদ্যা নির্ঘাত লোকটার সর্বনাশ করবে। আমি শুধু চাই তুমি এমন ব্যবস্থা করো যাতে এযিয়েল মেয়েটাকে বিয়ে করতে না পারে।'

'এ-কাজের জন্য আমি কী পাব, পবিত্র ইসাচার?'

একটু চিন্তা করে ইসাচার বললেন, 'একশো সোনার শেকেল।'

'দুশো। মনে হলো যেন আমি দুশো শুনলাম। এর কমে আমি কাজ করব না। দুটো হৃদয় ভেঙে দেওয়ার পাপ কাঁধে নেয়ার তুলনায় টাকাটা যথেষ্ট কমই। তবে বুঝতে পারছি আপনি ঠিক কথাই বলছেন। এ বিয়ে রাজপুত্র এযিয়েলের জন্যে ভাল হবে না। এলিসার জন্যেও নয়, কারণ তাকে আপনি সর্বক্ষণ জ্বালিয়ে মারবেন। সে-কারণেই কাজটা করার চেষ্টা করব আমি, শুধু টাকার জন্যে নয়। কাজটা করা কর্তব্য বলে মনে করছি।' আলখেল্লার পকেট থেকে পার্চমেন্ট বের করল মেটেম। 'লণ্ঠনটা জ্বালুন। ঠিক আছে। এই যে নিন, চুক্তি তৈরি করে সই করুন।'

'আমার কথাই চুক্তি হিসেবে যথেষ্ট, মেটেম,' রাগ ঝরল

www.BanglaBook.org

ইসাচারের কণ্ঠে।

এক পলক তাকে দেখল মেটেম, তারপর বলল, 'সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু আপনি বুড়ো হয়েছেন। তা ছাড়া এটা এমন এক এলাকা যেখানে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।...ঠিক আছে, এ-ব্যাপারে চুক্তি হলে আর সেটা প্রকাশ পেলে বিশ্রী একটা ব্যাপার হতো। ধরে নিচ্ছি আপনার কথাতেই চুক্তি হয়ে গেল। শুধু মনে রাখবেন, ইসাচার, দুশো শেকেল পাচ্ছি আমি। যতোক্ষণ না পাচ্ছি ততো দিন মাসে দুই শেকেল করে সুদ দিতে হবে আমাকে। আপনি সবার মঙ্গল কামনা করতে করতে বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, ইসাচার। আমিও ক্লান্ত। এবার বিশ্রাম নিন আপনি। ভাল স্বপ্ন দেখুন। বিদায়।'

মেটেমকে চলে যেতে দেখলেন ইসাচার, তারপর বিড়বিড় করে বললেন, 'বড়ই দুঃখজনক যে, এরকম একটা লোকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হলো আমাকে। কিন্তু যা করছি তা করছি আমি তোমার জন্যে, এযিয়েল। তোমাকে আমি আপন ছেলের মতো ভালবাসি। প্রার্থনা করি ভাগ্য আমাদের সহায় হোক।'

*

দু'দিন পেরিয়ে গেল। প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে থাকল এলিসা। অনেকে ধারণা করল ও মারা যাবে। কিন্তু এলিসা আহত হওয়ার পরদিন সকালে মেটেম দেখা করতে গিয়ে দেখল এলিসার হাত সামান্য ফুলে আছে তখনও, চামড়া কালো হয়ে যায়নি। মেটেম রীতিমতো ঘোষণা করল, শহরের ডাক্তাররা যাই বলুক, এলিসা অবশ্যই বাঁচবে। স্যাকোন আর এযিয়েল প্রশংসা করল তাকে। কিন্তু ইসাচার কিছু বললেন না।

দ্বিতীয় দিন মেটেম বাজারের পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে, এমন সময় কালো এক অপরিচিতা বুড়ি তাকে থামিয়ে জানাল শহরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাইরে তাঁবু ফেলে অপেক্ষমাণ রাজা ইথোবালের কাছ থেকে তার জন্য একটা খবর আছে। রাজা ইথোবাল মেটেমের সঙ্গে দেখা করতে চান, টায়ারের উপকূল থেকে নিয়ে আসা তার ব্যবসা-সামগ্রীও দেখবেন সেই সঙ্গে।

ইতিমধ্যেই নিজের সমস্ত মালামাল প্রচুর লাভে বিক্রি করে দিয়েছে মেটেম। তাই বলে ব্যবসার সুযোগটা ছাড়তে তার মন চাইল না। অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দরাদরি করে কম দামে সস্তা সাধারণ জিনিস কিনল সে, তারপর দুটো উটের পিঠে সেসব চাপিয়ে খচ্চরে চেপে রাজা ইথোবালের শিবিরের দিকে রওনা হয়ে গেল।

দুপুরে পৌঁছুল সে শিবিরে। চমৎকার একটা বাগিচায় ঝর্নার ধারে শিবির ফেলেছে রাজা ইথোবাল। মেটেম ইথোবালের তাঁবুর দিকে যাওয়ার সময় দেখল কাছের একটা তাঁবুর সামনে কালো এক বামনের লাশ দড়িতে ঝোলানো আছে।

'যে বামন হরিণকে তীর মারতে গিয়ে হরিণীকে তীর মেরে বসে তার সাড়ে সর্বনাশ,' আপনমনে বিড়বিড় করল মেটেম। 'আমি সবসময় বলে এসেছি খুনখারাপি বিপজ্জনক খেলা। রক্ত দাবী করে আরও রক্ত।' রাজার তাঁবুর কাছে পৌঁছে গেছে সে, খচ্চরের পিঠ থেকে নামল। তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ইথোবাল। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় বিশাল লাগছে তাকে দেখতে। চেহারায় উদ্বেগের ছাপ। মাথা ঝুঁকিয়ে কুঁজো হয়ে দেহ প্রায় মাটিতে মিশিয়ে সম্মান দেখাল মেটেম, ভক্তির সুরে বলল, 'রাজা চিরজীবী হোন। আপনার কাছে আর সব রাজা তুচ্ছ। আপনি...'

'ওঠো,' বলল ইথোবাল। 'চাটুকারিতা বন্ধ করো। আমি আর সব রাজার চেয়ে বড় হতে পারি, কিন্তু তুমি তা মনে করো না।'

'রাজা যা বলেন,' দমল না মেটেম। 'বাজারে এক মহিলা

www.BanglaBook.org

আমাকে জানাল রাজা আমার মালামাল দেখতে চান। সেজন্যে আমার সেরা অমূল্য সব জিনিস নিয়ে এসেছি আমি। এগুলো টায়ার থেকে সংগ্রহ করে আনতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে আমাকে।' অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কেনা কমদামি সাধারণ জিনিস চাপানো উট দুটো দেখাল সে, ফর্দ বের করে পড়তে শুরু করল কী কী আছে।

'সবকিছুর কতো মূল্য ধরবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল ইথোবাল।

'অন্য কেউ হলে বেশি চাইতাম, মহান রাজা, কিন্তু আপনার জন্যে একদম ন্যায্য দাম।' শহর থেকে সে যে-দামে কিনেছে তার দ্বিগুণ দাম বলে যেতে শুরু করল মেটেম।

'ঠিক আছে,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল ইথোবাল। 'এসবের ব্যাপারে আমি দরদাম করব না, যদিও জানি, তুমি অনেক বেশি চাইছ। আমার কোষাধ্যক্ষ সোনা দিয়ে তোমার দাম মিটিয়ে দেবে।'

এক মুহূর্ত নীরবতায় কাটল, তারপর মেটেম বলল, 'আপনার শিবিরের গাছগুলোতে বিষাক্ত ফল ধরে, রাজা। জানতে ইচ্ছে করছে, আমাকে বলবেন কি, ওখানে ওই বেঁটে কালো বাঁদরটা ঝুলছে কেন?'

'কারণ ও বিষমাখানো তীর দিয়ে খুন করতে চেষ্টা করেছিল,' বিষণ্ন শোনাল ইথোবালের কণ্ঠ।

'কিন্তু পারেনি? সে যদি আপনার দাস হয়ে থাকে তা হলে সে যে খুন করতে পারেনি সেজন্যে আপনি নিশ্চয়ই খুশি? অবাক ব্যাপার, প্রাসাদের বাগানেও এক অপরিচিত লোক বিষমাখানো তীর দিয়ে খুনের চেষ্টা চালিয়েছিল। তবে সে সফল হয়েছে কি না সেটা আমি নিশ্চিত নই।'

'কী!' চমকে উঠল ইথোবাল। 'তা হলে কী...' থেমে গেল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না, রাজা, রাজপুত্র এযিয়েল আহত হননি। তীরটা স্যাকোনের মেয়ে এলিসার হাতের তালুতে গেঁথে যায়। জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি আছে সে এখন। আমি যদি ঠিক ওষুধ না দিতাম তা হলে, যদিও গাছ থেকে ঝুলত না, এতোক্ষণে ওই বামনের লাশের মতোই তার লাশও কালো আর শক্ত হয়ে যেত।'

'ওকে বাঁচাও,' কর্কশ শোনাল উদ্বিগ্ন ইথোবালের কণ্ঠ। 'ডাক্তারীর সম্মানী হিসেবে তোমাকে আমি একশো আউন্স খাঁটি সোনা দেব। ইশ্! আমি যদি আগে জানতাম কী ঘটেছে, তা হলে ওই হারামজাদা বদমাশ বামনকে এতো সহজে মরতে দিতাম না।'

কতো দেওয়া হবে সেটা চট করে লিখে রাখল মেটেম। এবার বলল, 'চিন্তা করবেন না, রাজা, আমার ধারণা সম্মানীটা আমি অর্জন করতে পারব। তবে সত্যি বলতে কি, ব্যাপারটা খুব নোংরা হয়ে গেছে। আপনার নামও এসবের সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে। এটাও বলা হচ্ছে, আপনার খালাতো ভাই, যাকে রাজপুত্র এযিয়েল হত্যা করেছেন, সে নাকি আপনার নির্দেশেই বিশেষ এক মেয়েকে তুলে আনতে গিয়েছিল।'

'তা হলে আগের মতোই যিম্বোতে এখনও মিথ্যে গুজব ছড়ানো হয়,' শীতল স্বরে বলল ইথোবাল। 'শোনো ব্যবসায়ী, তোমার জন্য একটা প্রশ্ন আছে আমার। রাজপুত্র এযিয়েল কি আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাজি হবে? যে অস্ত্র তার পছন্দ তাই নিয়েই লড়তে রাজি আছি আমি।'

'নিঃসন্দেহে। আর রাজা, আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আপনার ভাইয়ের মতোই আপনাকেও তিনি অনায়াসে হত্যা করে ফেলবেন। দুর্দান্ত তলোয়ার চালনা করেন তিনি। তলোয়ারের লড়াইয়ের জন্যে মিশরে বিখ্যাত এক রাজগুরুর কাছে বিদ্যাটা

www.BanglaBook.org

শিখেছেন তিনি। আপনার শক্তিমত্তা তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কাজেই আসবে না। জবাবটা আমি দিয়ে দিয়েছি, রাজপুত্র এযিয়েল খুশি মনে লড়বেন। কিন্তু স্যাকোন এসবের মধ্যে থাকবেন না। তিনি চান না আপনারা লড়ুন।...আর কিছু কি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, রাজা?'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল ইথোবাল, তারপর বলল, 'শোনো ব্যবসায়ী, আমি জানি তুমি টাকার কাঙাল। টাকার জন্যে পারো না এমন কাজ নেই। মানুষটাও তুমি পাহাড়ী শেয়ালের মতো ধূর্ত। এখন মন দিয়ে শোনো, যদি আমার কথা মতো কাজ করো, তা হলে এতো সম্পদ পাবে, যা তুমি শত চেষ্টা করেও সারাজীবনে উপার্জন করতে পারবে না।'

'গরীবের কানে প্রস্তাবটা ভাল লাগল, রাজা। কিন্তু আমি পারব কি না তা নির্ভর করে আপনি কী করতে বলবেন তার ওপর।'

তাঁবুর দরজায় দাঁড়ানো প্রহরীকে দূরে সরে যেতে ইশারা করল ইথোবাল, তারপর সে চলে যাওয়ায় মেটেমকে বলল, 'কথাটা আমি তোমাকে বলব, কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, আর কারও কাছে তুমি বলবে না। যদি বলো, তা হলে তা আমার কানে আসবেই। কথা না রাখলে মৃত্যু হবে তোমার। এবার শোনো, তুমি তো জানো এলিসা, ওর বাবা স্যাকোন আর ওই যিম্বো শহরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেমন। এখন পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে যদি আটদিনের মধ্যে এলিসাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেয়া না হয়, তা হলে আমি শপথ করেছি যিম্বোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। সত্যিই তা-ই করব আমি। ইতিমধ্যেই আমার অধীনে উপজাতীয় গোত্রগুলোর সৈন্যরা জড়ো হতে শুরু করেছে। মোট দশটা দল। প্রত্যেক দলে দশ হাজার করে সৈন্য। একবার যদি তারা দেয়াল পার হয়ে শহরে ঢুকতে পারে, তা হলে যিম্বো

www.BanglaBook.org

একটা ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাবে। মৃত্যু হবে শহরের সমস্ত নাগরিকের। তা হলেই আমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবে। কিন্তু এতোকিছু করে কী লাভ হবে, যাকে আমি সমস্ত কিছুর বিনিময়েও নিজের করে চাই, তাকে যুদ্ধের সময় কোন দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় না-ই যদি পেলাম? কাজেই, মেটেম, যদি সম্ভব হয়, তা হলে যুদ্ধ ছাড়াই এলিসাকে আমি জয় করতে চাই। পরে হোক যুদ্ধ। যুদ্ধ হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যুদ্ধের সময় হয়েছে। যা-ই হোক, যা বলছিলাম, এলিসা আমাকে চায় না, কাজেই আমি যা করতে চাই তা এখন তোমাকে বলছি। যদি রাজপুত্র এযিয়েল না থাকত তা হলে এলিসা তার ভালবাসায় পড়ত না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি জটিল হয়ে গেছে। রাজপুত্র এযিয়েল এলিসাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলে যুদ্ধের হুমকি বা ধ্বংসের ভয় এলিসাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। কোনও নারীর হৃদয় নিবেদিত হলে নারী আর ওসব তোয়াক্কা করে না, ঠিকই পালিয়ে যায় প্রেমিকের সঙ্গে। কাজেই আমি চাই, মেটেম, তুমি…'

'ক্ষমা করবেন, রাজা,' মাঝখান থেকে বলে উঠল মেটেম। 'আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কী বলতে চান। দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি রাজপুত্র এযিয়েলের হত্যার সঙ্গে কোনও ভাবেই নিজেকে জড়াতে পারব না। যদি আপনি আমাকে সোনার পাহাড়ও দিতেন, তা হলেও পারতাম না। রাজপুত্র এযিয়েল আমার বন্ধু এবং প্রভু, তাঁর কোনও ক্ষতি আমি করব না। আর সে-রাতের দুর্ঘটনার পর কেউ তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না, এমন ভাবেই তাঁকে পাহারা দিচ্ছে দু'জন করে প্রহরী।'

'মেয়েমানুষের আড়ালে থেকে রক্ষা পেয়েছে সে,' তিক্ত স্বরে বলল ইথোবাল। 'কিন্তু তুমি ভুল বুঝেছ, মেটেম। আমি তোমাকে ওই লোকটাকে খুন করতে বা করাতে বলতাম না। জানি সেটা

www.BanglaBook.org

তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি চাই তুমি এমন ব্যবস্থা করো যাতে সে এলিসাকে না পায়। সেটা তুমি কীভাবে করবে তা আমি জানি না। কিন্তু এলিসার যেন কোনও ক্ষতি না হয়। তুমি এযিয়েলকে অপহরণ করতে পারো, তার কারণে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে প্রচার করে শহরের লোকদের তার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে পারো, মোট কথা যেভাবে হোক তাকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করো। এল-এর পুরোহিতদের ঘুষ দিয়েও তাকে লুকিয়ে রাখতে পারবে হয়তো। যা খুশি করো, শুধু এলিসার কাছ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দাও। বলো, মেটেম, কাজটা কি তুমি নেবে, নাকি আমার সোনার স্তূপ আর কারও হবে?'

চিন্তা করতে করতেই জবাব দিল মেটেম, 'আমি কাজটা নেব, রাজা। অবশ্য যদি আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়। যদিও জানি না আমি সফল হবো কি না। শুধু ধনী হবার জন্যেই কাজটা আমি নেব না; নেব, কারণ রাজপুত্র এযিয়েলের সঙ্গে এলিসার বিয়ে হলে সেটা সবদিক থেকেই খারাপ হবে। রাজপুত্রের দেহে বইছে রাজরক্ত। ফেরাউন আর মহান সলোমনের নাতি তিনি। তিনি যদি সাধারণ পরিবারের মেয়ে এলিসাকে বিয়ে করেন তা হলে সেটা কেউই মেনে নেবে না। দু'জনের জীবনই দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। কাজটা নেব তার আরেকটা কারণ হচ্ছে এই যিম্বো শহরটাকে আমি ভালবাসি। গত চল্লিশ বছর ধরে শহরটা চিনি আমি। চাই না একজন পুরুষ একজন নারীকে চাইছে বলে যিম্বো ধ্বংস হোক, রক্তের নদী বয়ে যাক। এখন বলুন, রাজা, আমি যদি সফল হই, তা হলে আপনি আমাকে কী দেবেন?'

সম্পদের বিরাট একটা অঙ্ক বলল ইথোবাল।

মেটেম ধনরত্নের পরিমাণটা শুনে বলল, 'রাজা, আপনাকে এর দ্বিগুণ দিতে হবে। আপনি যা দিতে চাইলেন সেটা শুধু ঘুষের

www.BanglaBook.org

পেছনেই ব্যয় হয়ে যাবে আমার। আরেকটা কথা, সোনাগুলো এখনই দিতে হবে, আপনার শিবির আমি ত্যাগ করার আগেই; নইলে আমার পক্ষে কাজটা করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না।'

'আগে দিয়ে দেব যাতে তুমি চুরি করে পালাতে পারো?' রাগ চেপে হেসে উঠল ইথোবাল।

'আপনি যা খুশি ভাবতে পারেন, রাজা,' বলল মেটেম, 'কিন্তু এটাই আমার শর্ত। আপনি যদি রাজি না থাকেন, তা হলে আমাকে যেতে দিন। আর যদি রাজি হন, তা হলে এখুনি একটা চুক্তিপত্র তৈরি করতে পারি। তাতে লেখা থাকবে, যদি আটদিনের মধ্যে আমি এমন ব্যবস্থা করতে না পারি যাতে করে রাজপুত্র এযিয়েল কিছুতেই এলিসাকে বিয়ে করতে পারবেন না, তা হলে আপনার কাজের পেছনে যে অর্থ ব্যয় হয়ে যাবে, তা ছাড়া বাকি সোনা আমি ফেরত দিতে বাধ্য থাকব। আজ পর্যন্ত আমার কোনও চুক্তি বাতিল হয়নি, রাজা।...না, রাজা, আমি মত পাল্টেছি। কোনও লিখিত চুক্তি থাকবে না। থাকলে তা কেউ পড়ে ফেলতে পারে। আমি বরং পবিত্র ইসাচারের বুদ্ধিই অনুসরণ করব। রাজা, আমার শপথ বাক্যই আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। আরেকটা কথা, যুদ্ধ যদি শীঘ্রি শুরু হয়ে যায়, আর আমাকে যদি পালাতে বাধ্য হতে হয়, সেজন্যে আমি চাই আপনি আমাকে আপনার সিলমোহর করা একটা পরোয়ানা দেবেন, যাতে আমি বিশজন লোক আর সমস্ত মালামাল এবং সম্পদ নিয়ে আপনার সেনাবাহিনীর মাঝ দিয়েও চলে যেতে পারি। আর, রাজা, আপনাকে শপথ করতে হবে, ওই পরোয়ানা দেয়ার কথাটা আপনি আপনার সেনাবাহিনীর সবাইকে জানিয়ে দেবেন, যাতে তারা আপনার নির্দেশ পালন করতে বাধ্য থাকে। রাজা, আপনি কি এসব শর্তে রাজি আছেন?'

www.BanglaBook.org

'রাজি আছি,' গম্ভীর চেহারায় বলল ইথোবাল।

*

শেষ বিকেলে যিম্মো শহরে ফিরল মেটেম। যারা তার উট দুটোকে ধরে নিয়ে এগোলো, তারা ভাবতেও পারল না, এখন আর ওগুলোর পিঠে মালামাল নেই, আছে প্রচুর ধনরত্ন আর সোনা।

নয়

চক্রান্ত

ইসাচারের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার সময়ই মেটেমের মাথায় খেলে গেছে কীভাবে সে কী করবে। ইথোবালের কাছ থেকে ঘুষ পেয়ে কাজটা সম্পন্ন করতে আরও আগ্রহী হয়ে উঠল সে। যদি সে সফল হয়, তা হলে চিরতরে বিচ্ছেদ হবে এযিয়েল আর এলিসার।

পরিকল্পনাটা খুব সহজ, সাধারণ। বালটিসের মৃত অবতারের বদলে আরেকজনকে নির্বাচিত করবে মন্দিরের পুরোহিত আর উপাসিকারা। তার স্বামীকে শাদিদের পদ নিতে হবে। কাজেই মেটেম ভাবল, যদি নতুন অবতার হিসাবে এলিসা নির্বাচিত হয়, তা হলে ইহুদি ধর্মী এযিয়েলের সঙ্গে তার বিয়ের আর কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। অবতার এলিসাকে বিয়ে করতে হলে রাজপুত্র এযিয়েলকে নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। সেটা কোন ইহুদিই করবে না। যাকে তারা মিথ্যে দেবতা অথবা

www.BanglaBook.org

শয়তান বলে জানে তার অবতার শাদিদ হয়ে অভিনয় করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

মেটেমের পরিকল্পনা সফল হলে শুধু যে এযিয়েলের সঙ্গে এলিসার বিয়ে হবে না তা-ই নয়, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও টুটে যাবে। এসব ব্যাপারে ধর্মীয় আইন অত্যন্ত অনমনীয়। এতোটাই অনমনীয় যে বালটিসের অবতারের সঙ্গে একা কোনও পুরুষমানুষকে দেখা গেলে দু'জনকেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এর প্রধান কারণ, ধরে নেওয়া হয়, অবতার পৃথিবীতে দেবীর প্রতিনিধিত্ব করছে। আর তার স্বামী, শাদিদ; সে-ও প্রধান দেবতার আবতার, কাজেই বালটিসের অবতারের সামান্যতম সন্দেহজনক আচরণের অর্থই হচ্ছে স্বর্গের পবিত্র দেবতাকে অপমান করা। সুতরাং হৃদয়ঘটিত দুর্বলতাকে একটু প্রশ্রয় দেওয়ার পরিণতি মৃত্যু।

আইনটা কঠোর ভাবে মেনে চলা হয়। এলিসার জন্মের একশো বছর আগে বালটিসের এক অবতার এধরনের কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে মারা গিয়েছিল। তাকে মন্দিরের ওপরের দুর্গের সবচেয়ে উঁচু মিনার থেকে নীচের পাকা চত্বরে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল।

এসমস্ত ঘটনা এবং আইন মেটেমের জানা আছে। বালটিসের অবতার সাদামানুষ ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারে না। ইথোবাল পুরোপুরি সাদা নয়, কাজেই ইথোবালের খপ্পরেও পড়তে হবে না এলিসাকে। সবদিক ভেবে মেটেম উপলব্ধি করল, কাজটা যদি সে করতে পারে, তা হলে শুধু যে তার পকেট ভারী হবে তা-ই নয়, সবার জন্যই ব্যাপারটা মঙ্গলজনক হবে। মনের ভেতর থেকে সায় পেয়ে সমস্ত চাতুরি আর সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যবহার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল মেটেম।

www.BanglaBook.org

কাজটা মোটেই সহজ হবে না সেটা সে জানে। আগের অবতারের মেয়ে মেসার বিরুদ্ধে যদিও অনেকে ভোট দেবে, তারপরও পুরোহিত আর উপাসিকাদের ভোটে তার নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। আর মাত্র দু'দিন পরই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এলিসা বা ওর বাবার অজ্ঞাতেই এলিসার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় নেমে পড়ল মেটেম।

প্রথমে প্রচুর সোনা দিয়ে প্রাক্তন শাদিদকে কিনে নিল সে। মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল না বলে কাজটা সহজই হলো। আগের শাদিদ নিজের বয়সের দিকে একবারও দৃকপাত না করে ভাবল, যদি মেয়ের বদলে আর কেউ বালটিসের অবতার হয়, তা হলে তাকে বিয়ে করতে পারলে সে আবারও প্রধান পুরোহিত হতে পারবে।

আরও যাদের সঙ্গে মেটেম যোগাযোগ করল, তাদের বেশিরভাগকেই সোনা দিয়ে কিনে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। ক'দিন আগে বালটিসের অবতারের ব্যাপারে এলিসার ওপর অবতীর্ণ হওয়া ঐশী বাণীর কথা উল্লেখ করায়ও বেশ কাজ হলো। এতে করে জোরাল প্রমাণ দেখানো গেল যে অবতারের পদের জন্য এলিসা অত্যন্ত উপযুক্ত। মেটেমের সমর্থকদের বেশিরভাগই দেখা গেল শহরের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য। তাদের মেটেম যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছে, এলিসা যেমন দৃঢ় চরিত্রের মেয়ে, তাতে সে কিছুতেই ইথোবালকে বিয়ে করবে না। এলিসা রাজি না হওয়ায় যুদ্ধ বাধবে, কারণ তার বাবাও তাকে বিয়ের ব্যাপারে জোর করবে না কথা দিয়েছে। সেক্ষেত্রে এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হচ্ছে এলিসাকে বালটিসের অবতার হিসাবে নিয়োগ দেওয়া। তখন ইথোবালকে বলা যাবে যে, স্বর্গের দেবীর ইচ্ছে নয় এলিসা তাকে বিয়ে করুক। ইথোবাল অভিশাপের ভয়ে

www.BanglaBook.org

এলিসার ক্ষতি করতে সাহস পাবে না।

উপদেষ্টাদের সমর্থন পাবার পর স্বয়ং স্যাকোনকে ধরল মেটেম। প্রথমে তাঁকে দিয়ে গোপনীয়তার শপথ করাল, তারপর যুক্তি দিয়ে বোঝাল, যদি এলিসার সঙ্গে এযিয়েলের বিয়ে হয়, তা হলে ইথোবালের রোষানলে পড়তে হবে। পরবর্তীতে বিরোধ বাধবে মিশর, ইজরায়েলের সঙ্গে। ওই দুই দেশের প্রভাবের কারণে জড়িয়ে পড়বে টায়ারও। কাজেই সবদিক বিবেচনায় এলিসাকে বালটিসের অবতার নির্বাচিত করাই সর্বতভাবে নিরাপদ।

নির্বাচনের দিন চলে এলো। বিকেলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নিশ্চিন্ত বোধ করছে মেটেম। এলিসাই বালটিসের নতুন অবতার হবে সে-সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত।

সেদিনই বিকেলে এলিসা আহত হবার পর প্রথমবারের মতো তাকে দেখতে যাওয়ার অনুমতি পেল এযিয়েল।

এখন সবাই জানে এলিসা ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠছে। অবশ্য দুর্বলতা এখনও কাটেনি ওর, ডানহাতটা এখনও ফুলে আছে, নড়াতে কষ্ট হয়।

ঘরে দু'তিনজন পরিচারিকা আছে, কিন্তু তারা আছে বিরাট ঘরের আরেকপ্রান্তে একটা পর্দার আড়ালে। কাজেই এলিসাকে একাই বলা যেতে পারে। জানালার কাছে একটা কেদারায় শুয়ে আছে এলিসা। তার কাছে পৌঁছে মুখ নামিয়ে আহত হাতে চুমু খেল এযিয়েল।

'না,' আলখেল্লার নীচে হাতটা লুকাল এলিসা। 'এখনও কালো হয়ে আছে হাত। বিষও আছে।'

'সেকারণেই হয়তো আরও বেশি উচিত ওখানে চুমু খাওয়া,' বলল এযিয়েল। 'নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার?'

www.BanglaBook.org

এলিসার চোখ এযিয়েলের চোখে স্থির হলো। ফিসফিস করে বলল এলিসা, 'হাতে কষ্ট হচ্ছে না, রাজপুত্র, কষ্ট হচ্ছে কপালে। ওখানেই তো মুকুট পরানো হবে।'

এলিসার কপালে ঠোঁট রেখে এযিয়েল বলল, 'তুমি এখনই আমার হৃদয়ের রানি। সিংহাসন যদিও তোমার জন্যে অতি সাধারণ, তবে তা নিশ্চিত। যে-জীবন তুমি রক্ষা করেছ, সে-জীবন আসলে তোমার একান্ত নিজেরই।'

'আমি শুধু একটা ঋণ শোধ করেছি,' জবাব দিল এলিসা। 'থাক এসব কথা, খুশি মনে আমি মরতে পারি তোমার জন্যে। ভাবছি যদি একইরকম পরিস্থিতি হয়, তা হলে তুমিও কি আমার জন্যে মরতে রাজি হবে?'

'হবো,' আবেগ ঝরল এযিয়েলের কণ্ঠে। 'শুধু যে মরতে রাজি হবো তা-ই নয়, প্রয়োজনে আমি লজ্জাকেও মাথা পেতে নেব।'

'মিষ্টি কথা বললে, এযিয়েল,' মৃদু হাসল এলিসা। 'যদি সত্যি প্রমাণ দেয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখন বোঝা যাবে তুমি ঠিক বলেছ কি না। আমার ধারণা তেমন পরিস্থিতি আসবে। তুমি বলেছ তুমি শুধু আমার, আর কারও নও। এ কি সত্যি? আমি খেমের এক রাজকুমারীর সঙ্গে তোমাকে জড়িয়ে কিছু কথা শুনেছি। যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে আমাকে বলো, এতো দূরে এ-শহরে কেন এসেছ তুমি।'

'তোমাকে খুঁজে পাবার জন্যে,' হেসে জবাব দিল এযিয়েল, তারপর খেয়াল করল এখনও চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে এলিসা। এযিয়েল বলল, 'যা বললাম তা সত্যি বলেছি, বিশ্বাস করতে পারো। কিছুদিন আগে আমার দাদা রাজা সলোমনের নির্দেশে আমার নানা মিশরের ফেরাউনের দরবারে পাঠানো হয়েছিল আমাকে। উদ্দেশ্য ছিল দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব দৃঢ়তর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করা আর আমার এক বোন সুন্দরী এক রাজকুমারীকে ওখানে আমার এক চাচার খবর পৌঁছে দেয়া। আমার সেই চাচার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। এলিসা, সেই রাজকুমারীর সঙ্গে ভাল আচরণ করেছি আমি, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু তাকে নিয়ে যখন জেরুজালেমে ফিরলাম, রাজকুমারী আমার চাচাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে বসল।' একটু থেমে দ্বিধায় ভুগল এযিয়েল।

এলিসা বলল, 'থামলে কেন, বলো। আমি শুনেছি মহিলা প্রত্যাখ্যানের কারণ হিসেবে কিছু কথা বলেছিল।'

'তুমি ঠিকই শুনেছ, এলিসা। রাজার সামনে সে ঘোষণা দিল, বিয়ে যদি করতেই হয়, তা হলে সে আমাকে ছাড়া আর কাউকে করবে না। ভীষণ রেগে গেল আমার চাচা। আমাকে দোষ দিল, আমি নাকি তার সঙ্গে চাতুরি করেছি। শপথ করে বলতে পারি, এলিসা, এধরনের কোনও নোংরামি আমি করিনি।'

'যদিও মেয়েটা ছিল খুবই সুন্দরী, এযিয়েল? তারপর? মহান রাজা কী বললেন?'

'তিনি বললেন, যেহেতু যার সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে ঠিক হয়েছিল তাকে যখন সে আগে দেখেনি, কাজেই ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে জোর করে বিয়ে দেয়া যায় না। তবু যদি পরে রাজকুমারী কারও প্রভাবহীন অবস্থায় মন পরিবর্তন করে, সে-কথা ভেবে রাজা ঠিক করলেন আমাকে দূরে দীর্ঘদিনের জন্য পাঠাবেন। ঘটনা এ-ই, এলিসা।'

'এটা তো পুরো ঘটনা নয়। নিশ্চয়ই আরও কিছু বলেছিলেন রাজা?' ব্যগ্র দেখাল এলিসাকে।

'তিনি আরও বলেছেন,' খানিকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল এযিয়েল, 'আমি ফেরার আগে যদি রাজকুমারী তার মত পরিবর্তন করে আমার চাচাকে বিয়ে করে তো ভাল, নইলে তা যদি সে না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে, যদি তখনও আমাকে বিয়ে করতে চায়, তা হলেও ভাল। এ-কথা শুনে আমার অসন্তুষ্ট চাচা বোধহয় খানিকটা স্বস্তি পান।'

'আমি স্বস্তি পাচ্ছি না, রাজপুত্র,' বলল এলিসা। টপটপ করে জল পড়ছে ওর হরিণী-চোখ থেকে। 'আমি ভাল করেই জানি ওই মহিলা তার মন পরিবর্তন করবে না। তোমাকে সে ভালবাসে। তুমি যুবক আর সুদর্শন। তোমার বদলে বয়স্ক এমন একজন লোককে সে বিয়ে করবে না, যাকে সে ঘৃণা করে। আর তার মানে হচ্ছে, এখান থেকে তুমি যখন জেরুজালেমে ফিরে যাবে, তখন রাজার নির্দেশে তুমি রাজকুমারীকে বিয়ে করবে।'

'না, এলিসা, আমি আগেই বিবাহিত হয়ে গেলে তা ঘটবে না,' দৃঢ় গলায় বলল এযিয়েল।

'আমি শুনেছি ওখানে পুরুষ মানুষ একজনের বেশি বউ রাখতে পারে, এযিয়েল। তাদেরকে তালাকও দেয় ইচ্ছে মতো।' কাতর শোনাল এলিসার কণ্ঠ। 'আমি তোমাকে হারাব এমন কোথাও যেয়ো না, এযিয়েল। যদি সত্যি আমাকে ভালবেসে থাকো, তা হলে ওখানে আর ফিরে যেয়ো না।'

জবাব দেওয়ার আগেই গান আর বাজনার আওয়াজ ভেসে এলো এযিয়েলের কানে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে সে দেখল, আনুষ্ঠানিক পোশাক পরা এল আর এলের পুরোহিত এবং বালটিসের উপাসিকাদের বিরাট এক শোভাযাত্রা আসছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে শহরের গণ্যমান্য সব নাগরিক। আরও আছে সাধারণ জনতা আর বাজনদারের দল। সবাই প্রাসাদের দরজার দিকেই আসছে।

'কী ব্যাপার!' বিস্মিত হয়ে বলল এযিয়েল। তার কথা শেষ হতে না হতেই দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল দু'জন বার্তাবাহক। তাদের হাতে রজদণ্ডের অনুকরণে দাপ্তরিক দণ্ড।

www.BanglaBook.org

দু'জনই এলিসার সামনে এসে দাঁড়াল।

'অভিনন্দন আপনাকে, দেবীর অনুগ্রহ প্রাপ্তা,' একসঙ্গে বলে উঠল দু'জন। 'তৈরি হয়ে নিন, আমরা আপনাকে সুখবর জানাতে এসেছি।'

'সুখবর?' জিজ্ঞেস করল এলিসা। 'তা হলে কি ইথোবাল তার প্রস্তাব ফিরিয়ে নিয়েছে?'

'না, সে-খবর দিতে সবাই আসছে না।'

'তা হলে তারা দেখা করতে আসুক তা আমি চাই না,' আন্দাজ করতে চেষ্টা করল এলিসা ব্যাপারটা কী হতে পারে। 'আমি এখনও অসুস্থ এবং দুর্বল।' কেদারায় গা এলিয়ে দিল ও।

'যাঁরা আসছেন তাঁরা যা বলবেন তাতেই আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন,' জানাল বার্তাবাহকদের একজন।

আবার প্রতিবাদ করল এলিসা। কিন্তু ওর কথা শেষ হবার আগেই দরজায় দেখা দিল আগের অবতারের স্বামী শাদিদ। তার পেছনে এলো পুরোহিত আর উপাসিকারা, স্যাকোন, মেটেম আর শহরের গণ্যমান্যরা। 'সর্বোচ্চ দেবী!' চিৎকার করে উঠল সবাই। হাঁটু মুড়ে কুর্নিশের হিড়িক পড়ে গেল। 'সর্বোচ্চ দেবী, দেবতাদের নির্বাচিত দেবীর অবতার!'

হতবাক হয়ে তাদের দিকে তাকাল বিস্মিত হতভম্ব এলিসা। তারপর দুর্বল গলায় বলল ও, 'কী ব্যাপার, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

হাঁটু মুড়ে বসে ছিল শাদিদ। নতুন শাদিদ নির্বাচিত হবার আগে পর্যন্ত সে এই পদেই থাকবে। এবার সে উঠে দাঁড়িয়ে মুখপাত্র হিসাবে বলতে শুরু করল, 'শুনুন এবং জানুন, দেবী, স্বর্গীয় অনুগ্রহ আপনার ওপর বর্ষিত হয়েছে। পবিত্র দেবী, স্বর্গের দেবতা এল এবং দেবী বালটিসের ইশারায় আমরা এ-শহরের

www.BanglaBook.org

পুরোহিত এবং উপাসিকারা মৃত্যুর মাঝ দিয়ে যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়েছে, তা পূরণ করতে আপনাকে দেবীর অবতার হিসেবে নির্বাচিত করেছি। অভিনন্দন আপনাকে, দেবীর অবতার! অভিনন্দন দেবীকে!'

শাদিদ থেমে যাওয়ায় নীরবতা নামল ঘরে। সে নীরবতা ভেঙে এলিসা দুর্বল স্বরে বলল, 'আমি এ সম্মান চাইনি। এ সম্মান আমি প্রত্যাখ্যান করছি। দেবীর সিংহাসনে মেসার দাবী বেশি। তাকে অবতার হতে দিন। সে যদি না হয়, তা হলে উপযুক্ত অন্য কোনও মেয়েকে অবতার করুন।'

'তা হয় না,' বলল শাদিদ। 'দেবীর ইচ্ছেতে আপনি অবতার হয়েছেন। মেসা বা আর কেউ অবতার হতে পারে না। দেবদেবীর ইচ্ছেকে পরিবর্তন করা যায় না। মৃত্যু যতোদিন না আপনাকে নিয়ে যায়, ততোদিন আপনিই আমাদের মহামান্য অবতার।'

'তা হলে কি আমাকে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে অবতার হতে হবে?' কাতর শোনাল এলিসার কণ্ঠ। এযিয়েলের দিকে তাকাল ও, যেন পরামর্শ চায়।

'পিছিয়ে দাঁড়ান, রাজপুত্র এযিয়েল,' কড়া গলায় প্রায় নির্দেশ দিল শাদিদ। 'মনে রাখবেন, এখন থেকে তাঁর সঙ্গে কোনও পুরুষ কথা বলতে পারবে না। যখন তিনি বিয়ে করে নতুন শাদিদ নির্বাচিত করবেন, তখন শুধু সে একা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারবে। সে অলঙ্ঘনীয় আইনের কারণে আপনাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। জেনে রাখুন, অবতারের সঙ্গ চাওয়ার অর্থ তাঁর মৃত্যুকে নিশ্চিত করা।'

দু'জনের মাঝে চিরতরে বিচ্ছেদের খাঁড়া নেমে এসেছে বুঝতে পেরে অসহায়ের মতো পরস্পরের দিকে তাকাল এযিয়েল আর এলিসা। দু'জনের কেউ কোনও কথা বলতে পারার আগেই

www.BanglaBook.org

শাদিদের নির্দেশে এলিসাকে ঘিরে দাঁড়াল উপাসিকাদের দল। ওর মাথার ওপর সাদা একটা নেকাব রেখে আনন্দের ধর্মীয় সঙ্গীত গাইতে শুরু করল তারা। এবার এলিসাকে তারা নিয়ে চলল দেবীর প্রাসাদে। এখন থেকে সেটাই হবে এলিসার বাড়ি। শোভাযাত্রায় সামিল হলো যারা এসেছিল, রয়ে গেল শুধু মেটেম, রয়ে গেলেন ইসাচার আর থাকল হতবাক এযিয়েল। ইসাচার গানের আওয়াজ পেয়ে এসেছিলেন। কেউ তাঁকে লক্ষ করেনি।

'নিশ্চিন্ত থাকুন, রাজপুত্র,' খুশি খুশি গলায় ঠাট্টার সুরে বলল মেটেম। 'আপনারা দু'জন যদি সত্যিই পরস্পরকে ভালবাসেন, তা হলে দেবী এলিসা এখনও আপনার হতে পারে। আপনাকে শুধু এলের উপাসক হতে হবে। তা হলেই দেবী এলিসা আপনাকে স্বামী হিসেবে ঘোষণা দেবেন, আর আপনি হয়ে যাবেন শাদিদ।'

'অধর্ম করবেন না,' তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন ইসাচার। 'একটা মেয়ের জন্যে কি ইজরায়েলের মহান ধর্মালম্বীদের একজন দেবতা নামের এক শয়তানের পূজারী হয়ে যাবে?'

'সেটা সময়ই বলবে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিল মেটেম। 'তবে এটা ঠিক যে দেবী এলিসাকে পাবার আর কোনও উপায় নেই রাজপুত্রের।' গলার স্বর বদলে গেল মেটেমের। এবার সে এযিয়েলকে বলল, 'আপনার যদি দেবী এলিসাকে ধর্ম পরিবর্তন না করে বিয়ে করার কোনও ইচ্ছে থাকে, তা হলে আমি অনুরোধ করে বলছি, রাজপুত্র, ওই চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিন। এ-ব্যাপারে আইন কখনও ভঙ্গ করা হয় না। ওই উপাসক ঠিকই বলেছে, যদি আপনাকে দেবীর অবতার এলিসার সঙ্গে একা পাওয়া যায় তা হলে এলিসার মৃত্যু কার্যকর করা হবে।'

এযিয়েল যেন কথাগুলো শুনেও শুনল না। ঘুরে ইসাচারের দিকে তাকিয়ে সে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের আলাদা

www.BanglaBook.org

করতে আপনিই কি এই পরিকল্পনা করেছেন? যদি করে থাকেন, তা হলে জেনে রাখুন, আপনাকে পস্তাতে হবে।'

'শুনুন রাজপুত্র,' মুখ খুলল মেটেম। 'পবিত্র ইসাচার নন, পরিকল্পনাটা আমার। এলিসাকে দেবীর অবতার হতে আমি অন্তত সাহায্য করেছি বলতে পারেন। বলব কেন কাজটা করেছি? করেছি আপনাদের দু'জনকে রক্ষা করতে। সেই সঙ্গে চেষ্টা করেছি বিরাট একটা যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার। আপনাদের দু'জনের সামাজিক অবস্থানে অনেক পার্থক্য আছে। যদি সেসব তুচ্ছ করে আপনাদের বিয়ে হতোও, তবু হাজার হাজার লোক মারা যেত। এ-শহর ধ্বংস হয়ে যেতে পারত। এলিসাকে আপনি স্ত্রী হিসেবে না নিয়ে উপপত্নীও করতে পারতেন না। সে ভাল বংশের মেয়ে। তা ছাড়া, আপনি তার বাবার অতিথি। এসব কারণেই অবতার এলিসা ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে সেটা আপনার নিজের জন্যেই ভাল হয়েছে। এলিসার স্বার্থেও এটা ভাল হয়েছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণী সে, তার জন্মই হয়েছে শাসন করতে। বাকি জীবন সে থাকবে ক্ষমতাশালিনী। এ যদি না হতো, তা হলে এলিসা যাকে ঘৃণা করে, সেই ইথোবালের হাতেই তাকে তুলে দিতে হতো। এখন তা আর সম্ভব নয়। সাদামানুষ না হলে দেবীর অবতার তাকে বিয়ে করতে পারে না। তাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধেও বিয়ে দেয়া যায় না। এটাই নিয়ম। সম্ভবত এসব ইথোবালকেও মেনে নিতে হবে। কাজেই আমাকে খারাপ ভাববেন না, যদিও জানি অল্প সময়ের জন্যে হলেও আপনার হৃদয় আমার প্রতি বিরূপ হয়ে থাকবে।'

'আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি ঠিকই,' বলল এরিয়েল। 'ফিনিশিয়ান ব্যবসায়ী, যেসব যুক্তি তুমি দেখালে তাতে আমার হৃদয়ের ক্ষত ঠিক হবে না। তুমি বা ইসাচার ভবিতব্যকে যতোই বদলাবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেষ্টা করো, তা হবার নয়। আমি আর এলিসা দু'জন দু'জনকে ভালবাসি, এটা নিয়তি। বিশ্বাসঘাতকতা করেছ তোমরা আমার সঙ্গে, ধ্বংস করে দিয়েছ এলিসার জীবনটা। যে সম্মান এলিসা চায়নি তা-ই দিয়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছ ওর হৃদয়টা। ভাবছ যুদ্ধ ঠেকাবে? ধ্বংস ঠেকাবে? আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, কৌশল করতে গিয়ে তোমরা অশুভকে ডেকে এনেছ। ঠিক আছে, মেটেম, পবিত্র ইসাচার, বিদায়।' বিষণ্ন চেহারায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল এযিয়েল।

মেটেম তাকে চলে যেতে দেখল, তারপর ইসাচারের দিকে ফিরে বলল, 'যা পাবার কথা ছিল সেটা পাবার অধিকার জন্মেছে আমার। আপনাকে দুশো শেকেল দিতে হবে। তবে এখন আমার মনে হচ্ছে এসবের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ভাল কাজ করিনি আমি। কেন আমি তা জানি না, কিন্তু মনে হচ্ছে রাজপুত্রের কথা সত্যি হবে। আমরা যতো কৌশলই করি না কেন, শেষ পর্যন্ত রাজপুত্র আর এলিসাকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারব না। হয়তো আমাদের কারণে মৃত্যুর মাঝ দিয়ে এক হবে দু'জন।' হঠাৎ মত পরিবর্তন করল মেটেম। 'ইসাচার, আমি আপনার শেকেল নেব না। ওতে রক্ত মাখানো আছে। বিশ্বাস করুন বা না করুন, ওতে লেগে আছে মৃত মানুষের রক্ত।'

'নাও বা না নাও,' বললেন ইসাচার, 'আমি খুশি যে দুশো শেকেলের কারণে কাজটা সম্পন্ন হয়েছে। এযিয়েল বেঁচে থাকুন বা না থাকুন, আমি খুশি যে তাঁর নশ্বর দেহ যদি মাটিতে মিশেও যায়, তবুও তিনি কোনও মেয়ের সৌন্দর্যের কারণে আত্মার বিশুদ্ধতা খোয়াবেন না। ডাইনীটার ঠোঁট এযিয়েলের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। ইজরায়েলের কেউ বালটিসের অবতারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না, মেটেম।'

www.BanglaBook.org

'আপনি তা-ই বলছেন, ইসাচার,' দ্বিমত পোষণ করল মেটেম। 'কিন্তু আমি এরকম লোভনীয় ফল পাড়তে মানুষকে অনেক ওপরে বেয়ে উঠতে দেখেছি। এমনও দেখেছি, ফলটা হাতের নাগালে আসার আগেই সে পড়ে যাবে জেনেও উঠছে।' ইসাচারকে একা রেখে বেরিয়ে গেল মেটেমও।

ইসাচার অনুভব করলেন, ভবিতব্য আসলেই বদলানো যায় না। কী হতে যাচ্ছে ভবিষ্যতে? জানা নেই তাঁর। এরকম শঙ্কা জাগছে কেন মনে?

দশ

দূতালি

দুর্বল এবং বিহ্বল বোধ করছে এলিসা, ভাগ্যের অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুর খেলায় ও বিচলিত। নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে মহাসমারোহে ওর নতুন প্রাসাদে। ওর চারপাশে নেচে নেচে গান আর প্রার্থনা করতে করতে চলেছে উপাসিকারা। দৃঢ় পায়ে এগোচ্ছে এল-এর পুরোহিতরা। পথ করে নিতে নিতে চিৎকার করছে তারা, 'পথ ছেড়ে দাও! পথ ছাড়ো চাঁদের নতুন মালকিন বালটিস দেবীর জন্যে!' পথচারীরা সম্মান দেখাতে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কুর্ণিশ করছে। চলেছে যেন বিজয় মিছিল।

আবছা ভাবে সব শুনতে পাচ্ছে হতচকিত এলিসা। আবছা ভাবে দেখতে পাচ্ছে কুর্ণিশ করা ভিড়। সর্বক্ষণ ওর হৃদয়টা যেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে কষ্টে। সর্বক্ষণ মনে হচ্ছে সবকিছু হারিয়েছে ও। সত্যিই সবকিছু খুইয়ে বসেছে ও। মাত্র একঘণ্টা আগে যাকে ভালবাসে তার সঙ্গসুখ উপভোগ করছিল ও, তার ভালবাসা নিজের অন্তরে অনুভব করছিল। স্বপ্ন দেখছিল এ-শহর থেকে বহুদূরে বালটিসের উপসনাকারীদের কালো ছায়া থেকে মুক্ত, সুন্দর একটা জীবনের। আর এখন? তাকে হতে হয়েছে যে দেবীর উপাসনাকে সে ভয় করতে শুরু করেছে সেই দেবীর অবতার। চিরজীবনের জন্য বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়েছে যাকে সে ভালবাসে তার সঙ্গে। হারাতে হয়েছে নতুন ধর্মের আলোকিত পথে অন্তরটা ভরিয়ে তোলা থেকে। মাত্র অন্তরে একেশ্বরবাদের মাহাত্ম্য অনুভব করতে শুরু করেছিল সে। সুন্দরী উপাসিকাদের নাচতে দেখছে এলিসা। শুনতে পাচ্ছে তাদের স্বর্ণালঙ্কারের রিনিঝিনি। এসবই ওর জন্য। অন্তর বলছে, এসব ও চায় না। বুঝতে পারছে হৃদয়ের কথা, *আমি শুধু তাকে চাই, যাকে আমি হারিয়েছি।* অন্তরের ভিতর যেন আরেকটা স্বর কথা বলে উঠল। 'তাই? তাকে চাও? তা হলে তাকে আমার বেদির ওপর আগুনে ঝলসে মৃত্যু দাও, যাতে তুমি তার সঙ্গে মিলিত হতে পারো। আমি কি তোমাকে এতো রূপ দিইনি যে আমার শত্রু এক ঈশ্বরের বান্দাদের মাঝ থেকে মাত্র একজনের প্রাণ তুমি নিতে পারো?' *না, না,* এলিসার হৃদয় কেঁদে উঠল। *আমি এই অশুভ কাজ করতে ওকে উৎসাহিত করব না।* 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, করবে,' বিদ্রূপের সুরে বলল সেই অপার্থিব কণ্ঠস্বর। 'তোমারই জন্য সে আমার বেদিতে পুড়ে মরবে।'

*

পরদিন। ভোর। এযিয়েল আর স্টেমকে নিয়ে সদলবলে সসৈন্যে রাজা ইথোবালের শিবিরে চললেন নগর-প্রশাসক স্যাকোন। তাঁদের উদ্দেশ্য রাজাকে একটা জবাব জানানো।

www.BanglaBook.org

ইথোবাল নিজে শহরে ঢুকতে রাজি হয়নি, শর্ত দিয়েছে, তাকে প্রচুর সৈন্য নিয়ে ঢুকতে দিলে তবেই সে আসবে। সেটা বিপজ্জনক বুঝে স্যাকোনই চলেছেন।

তাঁবুগুলোর খানিকটা দূরে তাঁরা থামলেন। কাঁটাঝোপের বেড়া দেওয়া শিবিরের ভেতর ঢোকা স্যাকোনরা নিরাপদ মনে করছেন না, কাজেই ইথোবালকে শিবিরের বাইরে সমতল ভূমিতে আলোচনার প্রস্তাব দিতে দূত পাঠানো হলো। মেটেম জানাল সে ইথোবালকে ভয় করে না, কাজেই সে গেল দূতদের সঙ্গে।

দূতের দল শিবিরে পৌঁছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিয়ে যাওয়া হলো ইথোবালের অস্থায়ী দরবারে। মেটেম তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেল। রাজা ইথোবালকে তার তাঁবুর সামনে পায়চারি করতে দেখল সে। 'কী কারণে এসেছ, ফিনিশিয়ান?' কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে মেটেমকে জিজ্ঞেস করল ইথোবাল।

'আমার প্রাপ্য নিতে, রাজা,' বলল মেটেম। 'রাজা বলেছিলেন আমি স্যাকোনের কন্যা এলিসার জীবন বাঁচাতে পারলে তিনি আমাকে একশো আউন্স সোনা দেবেন। আমি তাঁকে বাঁচাতে পেরেছি, সে-কারণেই পুরস্কার নিতে এসেছি।' আলখেল্লার ভেতর থেকে চুক্তি অনুযায়ী কতো টাকার সোনা পাবে সেটা লেখা প্যাপিরাসটা বের করল ব্যবসায়ী।

রাগ ঝরল ইথোবালের কণ্ঠে, 'আমি যতোটুকু শুনেছি, প্রতারক, তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, তা হলে আমার লোক, নির্যাতন করতে যারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, তারাই আমার ঋণ পরিশোধ করবে। এবার আমাকে বলো তো ব্যবসায়ী, ক'দিন আগে যে সোনার বস্তা তুমি নিয়ে গেলে ওগুলোর বদলে কী প্রতিদান তুমি দিয়েছ আমাকে?'

'সবচেয়ে ভাল প্রতিদান, রাজা,' জবাব দিল অবিচলিত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেটেম। তার ভাব দেখে মনে হলো একবিন্দু ভয়ও সে পায়নি। 'আমি আমার কথা রেখেছি, রাজা। আপনার নির্দেশ পুরোপুরি পালন করেছি। এমন ব্যবস্থা করেছি যাতে করে কখনও রাজপুত্র এযিয়েল স্যাকোনের কন্যাকে বিয়ে করতে পারবে না।'

'তা করেছ এলিসাকে বালটিসের অবতার বানিয়ে,' গম্ভীর গলায় বলল ইথোবাল। 'এটা এমন একটা বাধা যে-বাধা এমনকী আমিও ডিঙানো কঠিন মনে করছি। এ প্রায় অসম্ভব যে এলিসা আমাকে স্বামী হিসেবে চাইবে। আর বালটিসের বিরুদ্ধে জোর খাটাতে গেলে সেটা যে-কারও জন্য মারাত্মক অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এমনকী রাজার জন্যেও। তাতে করে স্বর্গ থেকে নেমে আসবে অভিশাপ। একজন রাজাও এ ঝুঁকি নেয়ার আগে দশবার ভাবতে বাধ্য হবে। এসব জেনেই আমি এমন ভাবে তোমার ঋণ শোধ করার চিন্তা করেছি যেমনটা তুমি ভাবতেও পারবে না। তুমি কি শুনেছ, আমার অধীন উপজাতীয় গোত্রগুলোর অনেক সর্দারই তাদের বর্শার হাতল সাজাতে চায় সাদামানুষের চামড়া দিয়ে? তারপর তাদের মাংস একটা ওষুধে চুবানো হয়। অনেকেরই ধারণা সেই মাংস খেলে সাহস বাড়ে।' কথা শেষে তাঁবুর দিকে তাকাল ইথোবাল, তার ভাব দেখে মনে হলো এক্ষুণি প্রহরীদের ডাকবে।

মেটেমের রক্ত হিম হয়ে গেল ভয়ে। তার ভাল করেই জানা আছে রাজকীয় জংলী নেতারা মিথ্যে হুমকি দেয় না। তবু স্বভাবজাত চাতুরি এই ঘোর প্রয়োজনের সময় তাকে ছেড়ে যায়নি। মেটেম জোর করে হেসে বলল, 'আমি শুনেছি আপনাদের অনেক অদ্ভুত রীতি আছে, রাজা। কিন্তু সন্দেহ নেই যে, ওদের বর্শার হাতল আমার কোঁচকানো চামড়া দিয়ে সাজালে দেখতে ভাল লাগবে না। আর আমার মাংস খেলে আপনার সর্দাররা

www.BanglaBook.org

যোদ্ধা হওয়ার বদলে সবাই ব্যবসায়ী হয়ে যাবে। থাক, কৌতুক বাদ যাক, রাজা; শুনুন, আমার সমস্ত পরিকল্পনায় একটা কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আমি ভাবতেও পারিনি আপনি এমন মানুষ, যিনি পছন্দের মেয়েকে কাছে পাবার জন্যে কোনও বাধাকে অলঙ্ঘ্য মনে করবেন। আপনি কি মনে করেন মেয়েটা এখন দেবী? তা-ই যদি মনে করেন, তা হলে আমার কিছু বলার নেই। সেক্ষেত্রে আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি, আপনার মতো একজন রাজার জন্যে স্বর্গীয় দেবীর চেয়ে উপযুক্ত স্ত্রী আর কে হতে পারে? তাকে জয় করে নিন, রাজা ইথোবাল। জয় করে নিন। আমি কথা দিতে পারি, আপনার বর্শাধারী সৈন্যরা যখন শহরের দেয়ালের বাইরে অবস্থান নেবে, তখন দেবতার পুরোহিতরা বালটিস দেবীর অবতারের সঙ্গে আপনার ঠোঁটের মিলনে কোনও বাধাই সৃষ্টি করবে না।'

'বালটিস দেবীর ঠোঁট,' বলে উঠল ইথোবাল। 'তুমি কি মনে করো ওই ঠোঁটে চুমু খেতে আমার ভাল লাগবে? বিশেষ করে আমি যখন জানি ওই ঠোঁটে আরেকজন পুরুষ চুমু খেয়েছে? দেবতার প্রাসাদে অনেক গোপন ঘর আছে। আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে ওরকম কোনও গোপন ঘরে এলিসার সঙ্গে মিলিত হয়েছে ওই ইহুদি রাজপুত্র।'

'না, রাজা, এ-দু'জনের মাঝে আমি এমন একটা বাধা তৈরি করে দিয়েছি যেটা তারা টপকাতে পারবে না। ইজরায়েলের কেউ দেবীর অবতারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। তা ছাড়া, আমি এমন ব্যবস্থা করব, যাতে করে রাজপুত্র শীঘ্রি দেশে ফিরে যান।'

'তাকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করো, তখন তোমাকে আমি বিশ্বাস করব, ব্যবসায়ী,' বলল ইথোবাল। 'আরও ভাল হতো তাকে কবরে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারলে। কাজটা নিজে

www.BanglaBook.org

করতে পারলে আমি খুশি হতাম। ঠিক আছে, এবারের মতো তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি আমি। তবে মনে রেখো, যদি আমার কথার অন্যথা হয়, তা হলে তোমাকে চরম মূল্য দিতে হবে। কীভাবে দিতে হবে তা তোমাকে আমি বলেছি। এবার ফিরে যাও। বহিরাগত আর ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাপ করে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, তোমাকে আমি যেতে বলেছি। তুমি কিন্তু এখনও বেঁচে আছো। আমি মত পাল্টাতে পারি।'

এখনও হাতে ধরে রাখা লেখাটার দিকে তাকিয়ে আছে মেটেম, এবার বিনীত গলায় বলল, 'রাজা, আমি শুনেছি আপনি কখনও কথার বরখেলাপ করেন না। একজন বহিরাগত হিসেবেই বলছি, শীঘ্রি আমি চলে যাব আপনার দেয়া নিরাপত্তা নিয়ে, কাজেই এই ছোট লেনদেনটার কাজ শেষ করে যেতে চাইছি।'

তাঁবুর দরজার কাছে চলে গেল ইথোবাল, তার কোষাধ্যক্ষকে একশো আউন্স সোনাসহ দেখা করতে নির্দেশ দিল। লোকটা এসে ওজন করে সোনা বুঝিয়ে দিল রাজাকে। এবার ইথোবাল বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ, ব্যবসায়ী, আমি সবসময় আমার ঋণ শোধ করি। কখনও সোনা দিয়ে, কখনও লোহা দিয়ে শোধ করা হয়। সাবধান থেকো যাতে আমি তোমার কাছে আবার ঋণী না হই, কারণ, আজকে তুমি সোনা দিয়ে ঋণের শোধ পেয়েছ, কালকে হয়তো লোহা দিয়ে পাবে। যেমনটা আমি বলেছি। বর্শার হাতলে তোমার চামড়া জড়িয়ে থাকার কথাটা মনে রেখো। এবার যাও।'

সোনা জড়ো করে আলখেল্লার ভেতর লুকিয়ে রাখল মেটেম, মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করে কাঁটাঝোপের বেড়া দেওয়া শিবির থেকে বেরিয়ে এলো। 'বিরাট বিপদে ছিলাম তাতে কোনও সন্দেহ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেই,' নিজের মনে বলল সে। কপালের ঘাম মুছল। 'তবে আমিও ঋণী থাকতে পছন্দ করি না। আজকে আমাকে যে-ভয় দেখানো হয়েছে সেজন্যে আমিও ঋণী হয়ে গেছি। আমি যদি পারি তা হলে, রাজা ইথোবাল, তোমাকে আর এলিসাকে নিজের করে পেতে হচ্ছে না। এখান থেকে যাওয়ার আগে যদি পারি, তা হলে তোমার মদের ভেতর ওষুধ ফেলে দিয়ে যাব আমি। অথবা তোমার পেটে একটা তীর ঢুকিয়ে দেব। আমি ফিনিশিয়ার ব্যবসায়ী মেটেম কথা দিচ্ছি, তোমাকে পস্তাতে হবে।'

স্যাকোনের সঙ্গে আসা লোকজনের কাছে ফিরে মেটেম জানল ইতিমধ্যেই রাজা ইথোবালের তরফ থেকে খবর পৌঁছে গেছে। ইথোবাল একটু পরেই শিবিরের বাইরে সমতলভূমিতে দেখা করবে। কিন্তু অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল, রাজা ইথোবাল এলো না। আবার দূত পাঠালেন স্যাকোন, তাকে জানিয়ে দিতে বললেন শহরে ফিরে যাবার কথা ভাবছেন তিনি।

খানিকপর শিবির থেকে বের হলো ইথোবাল। তার সঙ্গে সৈন্য এবং প্রহরীদল। তারা সারিবদ্ধ হওয়ার পর স্যাকোনের দলের দিকে এগিয়ে এলো ইথোবাল, তাকে আরও সঙ্গ দিচ্ছে বারো-চোদ্দোজন উপদেষ্টা আর সেনাপতি। তাদের কাছে কোনও অস্ত্র নেই।

শিবির এবং স্যাকোনের দলের তীরের আওতার বাইরে মাঝখানে থামল ইথোবাল। সমান সংখ্যক পুরোহিত আর গণ্যমান্য লোক নিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হতে চললেন স্যাকোন। তাদের মাঝে এযিয়েল আর মেটেমও আছে। সঙ্গে আনা ছোরা ছাড়া সবাই নিরস্ত্র। স্যাকোনের প্রহরীরা টিলার গোড়ায় অপেক্ষা করছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আনুষ্ঠানিক অভিবাদন বিনিময়ের পর স্যাকোন বললেন, 'কাজের কথায় আসা যাক, রাজা। আপনার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি আমরা। ইতিমধ্যেই এখানে আমাদের কী ঘটেছে জানতে শহর থেকে সৈন্যবাহিনী রওনা হয়ে গেছে।'

'তা হলে কি তারা ভয় পাচ্ছে আমি দূতদের চোরাগোপ্তা হামলা করব?' রাগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল ইথোবাল। 'রাজা দরজা খোলার আগে পর্যন্ত চাকরের দলকে অপেক্ষা করতে হবে সেটাই কি নিয়ম নয়?'

'আমি জানি না সৈন্যরা ভয় পাচ্ছে কি না,' বললেন স্যাকোন। 'তবে আমরা কোনও ভয় পাচ্ছি না। সংখ্যায় আমরা অনেক।' টিলার দিকে তাকালেন তিনি। ওখানে তাঁর এক হাজার সৈন্য অপেক্ষা করছে। আবার বললেন, 'আর একটা কথা, যিম্বোর নাগরিকরা টায়ারের রাজা হিরাম ছাড়া আর কারও চাকর নয়।'

'সেটা ভবিষ্যতে প্রমাণ হবে, স্যাকোন,' বলল ইথোবাল। 'এখন বলুন, আপনার সঙ্গে ওই ইহুদি কী করছে?' আঙুল তুলে এযিয়েলকে দেখাল সে। 'এ-ও কি যিম্বোর দূতদের মধ্যে একজন?'

'না, রাজা,' হাসল এযিয়েল। 'তবে আমার দাদা মহান সলোমন আমাকে সবসময় উপদেশ দিয়েছেন, যখনই সম্ভব হবে শান্তিতে এবং যুদ্ধে জংলীদের আচরণ কী হয় সেটা পর্যবেক্ষণ করবে, যাতে তুমি শিখতে পারো কীভাবে তাদের সামলাতে হবে। সে-কারণেই স্যাকোনের দলের সঙ্গে আমার আসা।'

'থাক ওসব কথা,' বিপদ বুঝে বলে উঠলেন স্যাকোন। 'এখন এসব কথার সময় নয়। রাজা ইথোবাল, যেহেতু আপনি আর আমাদের শহরের দেয়ালের ভেতর ঢুকতে রাজি হননি, কাজেই আপনার বক্তব্যের জবাব জানাতে আমাদেরই আসতে হয়েছে।

www.BanglaBook.org

আপনি দাবী করেছিলেন আমরা যাতে আমাদের নগরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শিথিল করি। তা করতে আমরা অস্বীকৃতি জানাচ্ছি। শত্রু আক্রমণে শহর ধ্বংস হয়ে যাবে তেমনটা হবার সম্ভাবনা সৃষ্টির কোনও ইচ্ছে আমাদের নেই। আপনি আরও বলেছিলেন খনির কাজে আমরা কোনও দাস ব্যবহার করতে পারব না। এ-ব্যাপারে শুধু এটুকুই আমাদের বলার আছে, যাদের আমরা কাজে নিই তাদের কাজের বিনিময়ে তাদের সর্দার অথবা আপনাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক আমরা দিয়ে থাকি। আরও দাবী করেছিলেন আপনি, খনির উত্তোলিত সোনা যে পরিমাণ আপনাকে দেয়া হয় তা দ্বিগুণ করতে হবে। এ-ব্যাপারটা ভয় পেয়ে নয়, বন্ধুত্বের খাতিরে মানতে রাজি আছি আমরা। শর্ত শুধু একটাই, যেহেতু আমরা যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই; কাজেই আপনি আমাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবেন। রাজা আপনি আমাদের জবাব শুনলেন। এবার আপনার বক্তব্য বলুন।'

'পুরোটা শুনিনি, স্যাকোন,' বলল ইথোবাল। 'প্রথম শর্তটার কী হবে? এলিসা কি স্ত্রী হিসেবে আমাকে বিয়ে করবে?'

'রাজা, তা হবার নয়। স্বর্গের দেব-দেবী ব্যাপারটা আমাদের হাত থেকে নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন। এলিসা এখন বালটিসের প্রধান উপাসিকা। বালটিসের অবতার।'

রাগে আরও কালো হয়ে গেল ইথোবালের চেহারা। 'তা হলে দেবীর হাত থেকে তাকে আমি কেড়ে নেব। সে হবে আমার দরবারের নর্তকী। আপনারা ভেবেছেন যা খুশি করে পার পাবেন? আমি বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে আপনাদের সম্মানিত করেছিলাম, আর আপনারা আমাকে নিয়ে মশকরা করেছেন। মনে করেছেন এলিসাকে অবতার বানিয়ে দিলেই ওই রাজপুত্রের সঙ্গে তাকে ঝুলিয়ে দেয়া যাবে? তা হলে তা-ই ভাবতে থাকুন। আমি বলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিচ্ছি আপনাদের ওই শহরের প্রতিটা পাথর আমি আলাদা করে খসিয়ে ফেলব। আপনাদের রক্তে সেসব পাথর রঞ্জিত হবে। হ্যাঁ, আপনাদের যুবকরা আমার দাস হিসেবে খনিতে কাজ করবে। আর আপনাদের অভিজাত বংশীয় কুমারীরা আমার রানিদের চাকরানি হবে।' নিজের সেনাপতিদের দিকে ফিরল ইথোবাল। 'শুনুন আপনারা, সর্দারদের কাছে দূত পাঠান পুব আর পশ্চিমে, উত্তর আর দক্ষিণে। আমাদের নির্ধারিত সময়ে তাদের উপজাতিসহ আমার কাছে আসতে খবর দিন।' যিম্বোর প্রতিনিধি দলের দিকে ফিরল ইথোবাল। 'আপনাদের সঙ্গে এর পরে যখন আমার কথা হবে, তখন আমার অধীনে যুদ্ধ করতে তৈরি থাকবে এক লাখ সৈন্য।'

স্যাকোন গর্ব ভরে মাথা উঁচু করে বললেন, 'আপনি যা বলেছেন তাতে যে পরিমাণ মানুষ মারা যাবে তাদের অন্যায্য মৃত্যুর কারণে আপনি ধ্বংস হন এবং আপনার মৃত্যু হোক, এছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই।' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে স্যাকোনের চেহারা। যতো চেষ্টাই তিনি করুন শঙ্কা লুকাতে, সফল হচ্ছেন না। তাঁর সঙ্গীদের চেহারাতেও ফুটে উঠেছে চরম উদ্বেগের ছাপ।

কোনও জবাব না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ইথোবাল, শিবিরের দিকে হাঁটতে শুরু করে নিচু গলায় তার দুর্দান্ত সাহসী যোদ্ধা দু'জন ক্যাপ্টেনকে কী যেন বলল। তারা দলের শেষে হাঁটতে শুরু করল। মাটিতে চোখ নামিয়ে কী যেন খুঁজছে।

স্যাকোন এবং তাঁর সঙ্গীরাও ফিরে চলেছেন নিজেদের সৈন্যদের দিকে। তবে এমিয়েল একটু অপেক্ষা করল। ক্যাপ্টেন দু'জন কী খুঁজছে তা জানতে কৌতূহল বোধ করছে সে। ভদ্রতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'কী খুঁজছেন আপনারা, ক্যাপ্টেন?'

'আমাদের একজনের হারিয়ে যাওয়া একটা সোনার বালা.'

www.BanglaBook.org

জবাব দিল তাদের একজন।

মাটিতে চোখ বুলাল এযিয়েল, দেখতে পেল ঘাসের একটা চাপড়ার তলায় অর্ধেক ডুবে আছে সোনার একটা বালা। ওটা তুলল ও। 'এটাই কি খুঁজছিলেন?'

'হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' জিনিসটা নিতে এগিয়ে এলো দু'জন, তারপর এযিয়েল কিছু সন্দেহ করার আগেই তারা দু'দিক থেকে শক্ত করে ধরে বসল এযিয়েলকে, টেনে হিঁচড়ে দ্রুত নিয়ে যেতে শুরু করল নিজেদের শিবিরের দিকে। লোকগুলোর বিশ্বাসঘাতকতা আর বিপদের মাত্রা বুঝে সামনে পড়ে থাকা একটা বড় পাথরে পা ঠেকিয়ে পেছন দিকে সরতে চেষ্টা করল এযিয়েল, তারপর দেহ শিথিল করে দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। ঝটিতি টান পড়ায় তার ডানহাত মুক্ত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় নিজের ছোরাটা বের করে আনল সে, বসিয়ে দিল দ্বিতীয় লোকটার কাঁধে। ব্যথায় এযিয়েলকে ছেড়ে দিল ক্যাপ্টেন। এবার ছেড়ে দেওয়া স্প্রিঙের মতো লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঝট করে সরে গেল এযিয়েল ধেয়ে আসা ক্যাপ্টেন দু'জনকে এড়াতে, তার ঘুরেই তীরের বেগে ছুটল স্যাকোনের সৈন্যবাহিনী লক্ষ করে। পিছনে আওয়াজ পেয়ে ইতিমধ্যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে স্যাকোন এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা। ইথোবাল এবং তার লোকজনও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দৌড়ে এগোল তারা ক্যাপ্টেনদ্বয় আর এযিয়েলের দিকে, তারপর থমকে দাঁড়িয়ে ইথোবাল চিৎকার করে বলল, 'আমি চাই যুদ্ধের কারণ ওই বিদেশিটাকে বন্দি করা হোক। তোমার মেয়ের ভালর জন্যেই কাজটা করতে চেয়েছিলাম আমি, স্যাকোন। কিন্তু এবারের মতো সে আমার হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে। তাতে কিছু এসে যায় না, স্যাকোন। শীঘ্রি আমার সময় আসবে। কাজেই বলছি, স্যাকোন, যদি নিজের এবং

www.BanglaBook.org

ওর ভাল চাও তো ওকে যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফেরত পাঠাও। আমি কথা দিচ্ছি, সেক্ষেত্রে ওর কোনও বিপদ হবে না।' আর কথা না বাড়িয়ে শিবিরের দিকে ফিরে চলল ইথোবাল। ক্যাপ্টেন দু'জন তার সঙ্গী হলো। তাদের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল শিবিরের দরজা।

*

শহরের দিকে যাত্রা করে স্যাকোন বললেন, 'রাজপুত্র এযিয়েল, আপনার মতো সম্মানিত একজন অতিথিকে এটা বলা ঠিক নয়, তবু বলছি, আপনি আমার মাথার ওপর মারাত্মক বিপদ ডেকে এনেছেন। এই নিয়ে দু'বার আপনি ইথোবালের হাতে মরতে মরতে বেঁচে গেছেন। যদি মারা যেতেন, তা হলে কোনও সন্দেহ নেই, ইজরায়েলের রোষানলে পড়তাম আমি। বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনার কারণেই এখন যিম্বো শহর এমন এক যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যে-যুদ্ধে শহরটা হয়তো ধ্বংসই হয়ে যাবে। আপনাকে পছন্দ করে ফেলেছে বলেই বারবার ইথোবালকে প্রত্যাখ্যান করেছে আমার মেয়ে। ব্যর্থতার অপমানে রাগ করে এখন সৈন্য জড়ো করছে ইথোবাল। আপনি যদি যিম্বোতে থাকেন তা হলে শান্তির কোনও আশাই নেই। আমার কথায় রাগ করবেন না, রাজপুত্র, আপনার দাস সামান্য একজন নগর প্রশাসক আমি, কিন্তু ভাল হয় যদি সময় থাকতে আপনি আমাদের এখান থেকে চলে যান।'

'স্যাকোন,' জবাব দিল এযিয়েল। 'আপনার সরাসরি মনখোলা কথার জন্য ধন্যবাদ। আমিও কিছু গোপন না করে বলছি, খুশিমনে চলে যেতাম আমি। এখানে আসার পর থেকে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই আমি পাইনি। আমি আপনার মেয়েকে ভালবেসেছিলাম, সে-ও আমাকে ভালবেসেছিল। তা হলে বলুন,

www.BanglaBook.org

কীভাবে আমি যাই, যখন যাওয়ার অর্থই হবে এলিসার কাছ থেকে চিরতরে দূরে সরে যাওয়া।'

'থাকবেন কী করে, রাজপুত্র, যখন আপনার থাকার অর্থই হচ্ছে ওকে লজ্জা আর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। সেই সঙ্গে তো আপনিও মারা যাবেন। এখন, রাজপুত্র, আমাকে বলুন, আপনি কি কুমারী এলিসার কারণে আপনার বাবা-দাদার উপাস্যকে হেলা করে এল আর বালটিসের অনুসারী হবেন?'

'তা হতে আমি প্রস্তুত নই সেটা আপনি ভাল করেই জানেন, স্যাকোন। এমন পাপ করলে দুনিয়ার সবকিছু পেলেও আমি সুখী হবো না।'

'তা হলে, রাজপুত্র, আপনার চলে যাওয়াই ভাল, কারণ এল-এর পুরোহিত না হলে আমার মেয়ে এলিসাকে পাবার কোনও উপায় আর আপনার সামনে খোলা নেই। অন্য কোনও পথে যদি তাকে আপনি পেতে চান, তা হলে আমারও সাধ্য নেই আপনাকে আর ওকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার। আপনাদের তখন ক্ষমা করার অর্থই হচ্ছে দেব-দেবীর অভিশাপ যিম্বোর ওপর নামিয়ে আনা। রাজপুত্র, আপনার এবং এলিসার, দুজনের ভালর জন্যই লোভকে জয় করে সাহসী একজন মানুষের মতো আপনার চলে যাওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে আমার দোয়া থাকবে আপনার জন্য। বাকি জীবনটা আপনি সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারবেন।'

এক হাতে চোখ ঢেকে খানিক চিন্তা করল এযিয়েল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আমি চলেই যাব। তবে যাব ভাঙা একটা হৃদয় নিয়ে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এগারো

ব্যবসায়ী মেটেম

প্রাসাদে পৌঁছে সরাসরি নবী ইসাচারের ঘরের দিকে পা বাড়াল এযিয়েল। দরজায় কোনও প্রহরী দেখতে না পেয়ে ভিতরে ঢুকে দেখল ইসাচার জানালার কাছে জেরুজালেমের দিকে মুখ করে বসে প্রার্থনা করছেন। তিনি প্রার্থনায় এতো মগ্ন যে প্রার্থনা শেষ হবার পর খেয়াল করলেন এযিয়েল তাঁর ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। 'একটা ঐশী ইশারা পেয়েছি আমি,' বললেন ইসাচার। 'জেনেছি নতুন কোনও বিপদে পড়েছিলেন আপনি, রাজপুত্র। সেটা কী ধরনের বিপদ জানতাম না, তবে বিপদ। সেকারণেই প্রার্থনা করতে বসি, যাতে আপনার কোনও ক্ষতি না হয়।'

ইসাচারের হাতটা নিজের হাতে নিল এযিয়েল, ভক্তিভরে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'সত্যি আমি বিপদে পড়েছিলাম, বাবা।' খুলে বলল সে কী ঘটেছিল।

'আমি কি আপনাকে বলিনি ওই দূতের দলের সঙ্গে না যেতে?'

'বলেছিলেন। যাক ওসব, নিরাপদেই ফিরতে পেরেছি আমি। আর এখন যা বলতে এসেছি সেটা শুনলে আপনি খুশি হবেন। এই এক ঘণ্টাও হয়নি আমি স্যাকোনকে কথা দিয়েছি যিম্বো ছেড়ে চলে যাব।'

www.BanglaBook.org

'সত্যিই ভাল খবর,' বললেন ইসাচার। 'এই অভিশপ্ত পূজারিদের শহর পেছনে ফেলে দূরে চলে যাবার আগে পর্যন্ত একটা মুহূর্তও আমার শান্তিতে কাটবে না।'

'খবরটা আপনার জন্যে ভাল, কিন্তু আমার জন্যে নয়,' বলল এযিয়েল। 'এখানেই আমার তারুণ্যের সব আনন্দ চিরতরে রেখে যাব আমি। আমি জানি আপনি কী ভাবছেন, আপনি ভাবছেন সুন্দরী এক নারীর সাময়িক মোহে পড়ে এসব কথা বলছি আমি। কিন্তু তা সত্যি নয়। যখন প্রথম এলিসাকে দেখলাম, তখন থেকেই আমি জানি ও আমার জীবনের চেয়েও প্রিয়, আমার অন্তরের চেয়েও কাছের। কাজেই এখান থেকে যখন আমি চলে যাব, আনন্দ আর আশা পেছনে ফেলে যাব আমি। সঙ্গে নিয়ে যাব এমন একটা স্মৃতি, যে-স্মৃতি আমার হৃদয়টাকে কুরে কুরে খাবে। আপনি বলেন এলিসা ডাইনী; ও এমন এক উপাসিকা, যাকে বালটিস পুরুষের মন জয় করার ক্ষমতা দিয়েছে, তাদের ধ্বংস ডেকে আনার ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু আমি বলছি, পবিত্র ইসাচার, ওর একমাত্র জাদু আমার প্রতি ওর ভালবাসার জাদু। আর এলিসাকে আপনি যতোই খারাপ নামে ডাকেন, ও এখন আর অশুভ বালটিসের উপাসিকা নয়।'

'এলিসা? বালটিসের উপাসিকা নয়? তা হলে সে বালটিসের প্রধান উপাসিকা, তার অবতার হয় কী করে? এযিয়েল, আপনার ভালবাসা আপনাকে উন্মাদ করেছে।'

'ও বালটিসের অবতার হয়েছে তার কারণ মেটেম এবং অন্যরা ওকে ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে নির্বাচিত করেছে,' বলল এযিয়েল। 'কার প্ররোচনায় করেছে সেটা আমি জানি না।' ইসাচারের দিকে কড়া চোখে তাকাল এযিয়েল। ঘুরে দাঁড়ালেন ইসাচার। এযিয়েল বলে চলল, 'কিন্তু কে এই জঘন্য কাজটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেছে তাকে দুষলে আর কী এসে যাবে, এটা তো ঠিক যে এখানে আমার উপস্থিতি দুঃখ আর রক্তপাত ডেকে আনছে। কাজেই আমার দেয়া কথা অনুযায়ী আমাকে চলেই যেতে হবে।'

'কখন আমরা রওনা হবো, রাজপুত্র?' জিজ্ঞেস করলেন ইসাচার।

'আমি জানি না,' বলল এযিয়েল। 'যাওয়াটা আমার ওপর নির্ভর করছে না।' মেটেম ঢুকেছে ঘরে, তার দিকে তাকাল এযিয়েল। 'এই যে মেটেম এসেছে। ওকে জিজ্ঞেস করুন।'

'মেটেম,' বললেন ইসাচার, 'রাজপুত্র যিম্বো থেকে চলে যেতে চান। দেশে ফিরবেন তিনি। উপকূলে যাবেন, সেখান থেকে টায়ারে যাবার জাহাজে উঠবেন। তোমার কাফেলা ফিরতি পথে যাওয়ার জন্যে তৈরি হবে কবে?'

মেটেম বলল, 'স্যাকোনের কাছে শুনলাম রাজপুত্রের সঙ্গে এ-ব্যাপারে কথা হয়েছে তাঁর। এখানে বিপদ ঘনিয়ে আসছে, কাজেই সুখবরটা পেয়ে খুশি হয়েছি। আপনি যেমন বলেছিলেন, পবিত্র ইসাচার, যিম্বোর ঠিক তেমন পরিণতি আর বেশি দূরে নয়। সবাই আতঙ্কিত। প্রত্যেকে চাইছে প্রতিবেশীর কাছে সম্পত্তি বেচে দিয়ে চলে যেতে। আমাদের কাফেলা কখন তৈরি হবে? আজ রাতের পরের রাতে। ওই রাতে যাত্রা শুরু করতে পারি আমরা। আগামীকাল সূর্য ডোবার পর একটা দুটো করে উটে করে টাকা-পয়সা, মালপত্র পাহাড়ের একটা গোপন জায়গায় জড়ো করতে পাঠাব। পরে রাজপুত্র, তাঁর প্রহরী আর আমরা খচ্চরের পিঠে চেপে ওখানে পৌঁছে যাব। ইথোবলের কাছ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়েছি আমি। তবু বিশটা মজে বোঝাই উট নিয়ে তার সৈন্যবাহিনীর মাঝ দিয়ে যাবার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। তা ছাড়া, আরেকটা ব্যাপারে গোপনীয়তার দরকার আছে। আমাদের

www.BanglaBook.org

যাওয়ার খবর যদি প্রকাশ পায়, তা হলে শহরের অর্ধেক লোক আমাদের সঙ্গে যেতে চাইবে।'

'যা তুমি ভাল মনে করো,' বললেন ইসাচার। 'তুমিই কাফেলার নেতা। তোমার ওপরই যাত্রাপথে রাজপুত্র এযিয়েলের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমি রওনা হবার জন্যে তৈরি। যতো তাড়াতাড়ি রওনা হবে, তোমার ওপর ততোই খুশি হবো আমি।'

ইসাচারের ঘর থেকে বেরিয়ে এযিয়েল মেটেমকে বলল, 'আমার সঙ্গে এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।' নিজের ঘরে পৌঁছে বলল, 'শীঘ্রি এ-শহর ছেড়ে চলে যাব আমরা। তার আগে আমাকে বিদায় নিতে হবে।'

'এলিসার কাছ থেকে?' জিজ্ঞেস করল মেটেম।

'হ্যাঁ। আমি ওকে বিদায় জানিয়ে একটা চিঠি লিখতে চাই। সেটা নিজের হাতে তুমি ওর কাছে পৌঁছে দিতে পারবে?'

'হয়তো ব্যবস্থা করে ফেলা যাবে, রাজপুত্র। তবে তাতে খরচ হবে। আপনার কাছ থেকে কোনও টাকা আমি চাই না। আমার কাছে কিছু ছবি আছে বিক্রি করার মতো, সেগুলো বেচতে চাই। আমরা ব্যবসায়ীরা সবখানেই জিনিস বিক্রি করতে যাই। এমনকী বালটিসের অবতার চাইলে তাঁর ওখানে যেতেও আমাদের বিধিনিষেধ নেই। চিঠি লিখে ফেলুন, আমি ওটা নিয়ে যাব। তবে, কাজটা করতে আমি খুব একটা স্বস্তি পাচ্ছি না।'

ধীরেসুস্থে যত্ন নিয়ে চিঠিটা লিখল এযিয়েল, তারপর ওটা মেটেমের হাতে দিল। ওটা নিয়ে আলখেল্লার ভেতর ঢুকিয়ে মেটেম বলল, 'আপনার চেহারা বিষণ্ণ দেখাচ্ছে, রাজপুত্র। কিন্তু বিশ্বাস করুন, যা করছেন তা ঠিক কাজই করছেন।'

'হয়তো তা-ই,' জবাব দিল এযিয়েল, 'তবে কাজটা করার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেয়ে মরাও আমার ভাল ছিল। যারা আজ এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তাদের ওপর আমার অভিশাপ যেন পড়ে। এখন শোনো, মেটেম, চিঠিটা নিজের হাতে এলিসাকে দেবে তুমি, ও যদি কোনও জবাব দেয়, তা হলে সেটা নিয়ে আসবে আমার কাছে। বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না। অন্য কেউ ওই চিঠির বদলে যা দেবে তার দ্বিগুণ দিতে রাজি আছি আমি।'

'ভয় পাবেন না, রাজপুত্র,' নিচু গলায় বলল মেটেম। 'এ-কাজটা আমি করব বন্ধুত্বের খাতিরে, টাকার জন্যে নয়। ঝুঁকিটা একা আমার। লাভ-ক্ষতি আপনার।'

*

এক ঘণ্টা পর। দেবীর প্রাসাদের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মেটেম। প্রহরীদের বলছে, যিম্বোর প্রশাসকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তবেই এখানে এসেছে সে। অবতারের কাছে সোনা দিয়ে কারুকার্য করা পবিত্র কয়েকটা চিত্র সে বিক্রি করতে ইচ্ছুক। সামান্য পরই তাকে জানানো হলো ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মন্দিরের প্রহরীরা তাকে সরু পথ ধরে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল উপাসিকাদের ব্যক্তিগত ঘরগুলোর দিকে। লম্বা একটা নিচু হলঘরে এলিসার দেখা পেল মেটেম। ঘরে কাঠের মিষ্টি গন্ধ। কলামগুলো সিডারের তৈরি। চারদিকে সোনার প্রাচুর্য। হলঘরের শেষমাথায় একটা জানালার কাছে একা বসে আছে এলিসা। পরনে প্রধান উপাসিকার চাঁদের প্রতিকৃতি এমব্রয়ডারি করা সাদা আলখেল্লা। তার অধীনে যে-সব উপাসিকা আছে তাদের বেশিরভাগই ব্যস্ত সূচ-সুতো নিয়ে। তবে কয়েকজন পরস্পরের কানে নিচু গলায় কথা বলছে। তারা আছে হলঘরের দরজার কাছে। ভিতরে ঢোকার সময় মাথা ঝুঁকিয়ে তাদের সম্মান দেখাল মেটেম। তাকে আটকে ফেলল উপাসিকারা, জানতে চাইল

শহরের খবর আর কৌতুক। চাইল সোনার গহনা। বদলে দেবী যাতে ভাল করেন সেজন্য আশীর্বাদ করবে কথা দিচ্ছে। প্রত্যেকের প্রশ্নেরই স্বল্প কথায় উত্তর দিল মেটেম। তার কাছে বালটিসের উপাসিকারাও এমন কেউ নয় যে তাকে প্রভাবিত করতে পারবে। কথার ফাঁকে তার চোখ পড়ে থাকল সেই একজনের দিকে, যে এসব গল্পগুজবে যোগ দিতে আসেনি। হালকা-পাতলা এক মেয়ে সে। ঠোঁটগুলো চিকন। তাকে মেটেম চেনে। মেয়েটা আগের অবতারের মেয়ে মেসা। এলিসার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সে অবতার বেছে নেওয়ার সময়।

মেটেম যখন হলঘরে ঢুকল তখন মেসা অন্যান্যদের থেকে খানিক দূরে থুতনির নীচে হাত রেখে একটা ক্যানভাসের টুলের ওপর বসে ছিল। তার চোখে খেলা করছিল শয়তানি দৃষ্টি। সম্মানের আসনে বসা এলিসার দিকে তাকিয়ে ছিল সে। চতুর ব্যবসায়ীকে ঢুকতে দেখে তার চেহারায় সামান্যতম পরিবর্তন এলো না। সে ভাল করেই জানে মেটেমই পরিকল্পনা করে ঘুষ দিয়ে তার মায়ের বদলে তার অবতার হওয়া ঠেকিয়ে দিয়েছে।

'ভয় পাবার মতো একটা মেয়ে,' ভাবল মেটেম। উপাসিকাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে মেসাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সে, পৌঁছে গেল হলঘরের শেষমাথায়। গালিচায় কপাল ঠেকিয়ে কুর্ণিশ করল।

'উঠুন, মেটেম,' বলল এলিসা। 'কী এনেছেন দেখান। সূর্যাস্তের প্রার্থনার সময় হয়ে এলো, বেশিক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারব না আমি।'

উঠল মেটেম, ছবিগুলো দেখানোর সময় খেয়াল করল বিষণ্ন দেখাচ্ছে এলিসাকে। চোখে কীসের যেন অজানা আশঙ্কা।

'দেবী,' বলল মেটেম, 'আগামীকাল রাতে আমি এ-শহর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে চলে যাচ্ছি। ভাল লাগছে বেঁচে ফিরতে পারব ভেবে। চলে যাব বলেই আপনার কাছে বিক্রির জন্যে নিয়ে এসেছি টায়ারের সুদক্ষ শিল্পীদের সৃষ্টি এইসব অপূর্ব ছবি। দেবীর উপাসনালয়ের জন্যে হয়তো আপনি কিনতে চাইবেন এগুলো।'

'আপনি একা চলে যাচ্ছেন?' ফিসফিস করল এলিসা।

'না, দেবী। একা না। পবিত্র ইসাচারও সঙ্গে যাবেন। সেই সঙ্গে যাবেন রাজপুত্র এযিয়েল এবং তাঁর প্রহরী দল। যিম্বোতে রাজপুত্রের উপস্থিতি আর চাওয়া হচ্ছে না।' থামল মেটেম, এলিসাকে লক্ষ করছে। এলিসা বিচলিত হয়ে উঠছে দেখে নিচু গলায় বলল, 'বোকামি করবেন না। আপনার ওপর চোখ রাখা হচ্ছে। আপনার জন্যে আমি একটা চিঠি নিয়ে এসেছি।' এবার জোর গলায় সে বলল, 'আপনি যদি ছবিগুলো আলোতে দেখেন তা হলে কখনোই আপনার মনে হবে না এগুলোর দাম বেশি চাইছি।' দেবীর সিংহাসনের পিছনে যেখান দিয়ে আলো আসছে সেখানে চলে এলো সে। এলিসা তাকে অনুসরণ করল। উঁচু আসনের কারণে এখন তারা উপাসিকাদের দৃষ্টিপথের আড়ালে।

'এই যে,' পার্চমেন্টটা বের করে এলিসার হাতে দিল মেটেম। 'তাড়াতাড়ি পড়ে আমাকে ফেরত দিন।'

পড়তে পড়তে চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল এলিসার, ঠোঁট থেকে রক্ত সরে গেল রাগে।

তরুণীর জন্য করুণা অনুভব করল মেটেম, বলল, 'রাজপুত্র চলে যাচ্ছেন এটাই সবদিক থেকে ভাল হচ্ছে।'

'হয়তো রাজপুত্রের জন্যে ভাল হচ্ছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও পার্চমেন্টটা ফেরত দিয়ে বলল এলিসা, 'কিন্তু আমার কী হবে? ওহ্, মেটেম, আমার কী হবে?'

'এটা দেব-দেবীর ইচ্ছে একথা বলা ছাড়া সান্ত্বনা দিতে আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কী-ই বা বলতে পারি আমি?'

'কীসের দেব-দেবী?' তপ্ত গলায় বলল এলিসা। 'যাদের উপাসনা করতে আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে তাদের আবার কীসের ইচ্ছে!' কেঁপে উঠল এলিসার দেহ। 'মেটেম, দয়া করুন আমাকে। যদি কখনও কোনও মেয়েকে ভালবেসে থাকেন, তা হলে তার কথা ভেবে অন্তত দয়া করুন। বিদায়ের আগে আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই যেভাবে হোক। সাহায্য করুন আমাকে।'

'আমি? কীভাবে!'

'কখন আপনারা শহর ছেড়ে যাবেন, মেটেম?'

'আজকের পরের রাতে চাঁদ ওঠার পর।'

'তা হলে চাঁদ ওঠার এক ঘণ্টা আগে আমি মন্দিরে থাকব। গোপন পথে এই প্রাসাদ থেকে ওখানে যাব আমি। আমার প্রিয় আসতে পারবে ছোট দরজাটা দিয়ে। ওটা খোলা থাকবে। দয়া করে বলবেন ওকে অন্তত শেষবারের মতো আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'এ তো পাগলামি, এলিসা,' না বলে পারল না মেটেম। 'আমি এ-কাজ করতে পারব না। আপনি অন্য কোনও বার্তাবাহক খুঁজে নিন।'

'পাগলামি হোক বা না হোক, এটাই আমার ইচ্ছে। কীভাবে আমাকে এই পরিস্থিতিতে আপনি ঠেলে দিয়েছেন সেটা ভুলবেন না, মেটেম। মনে রাখবেন, হাজার হলেও আমি এখন দেবীর অবতার। কোনও জবাবদিহিতা ছাড়াই যে-কাউকে খুন করার অধিকার আছে আমার। আমি শপথ করে বলছি, ওকে যদি আমি দেখতে না পাই, তা হলে আপনি এই শহর থেকে জীবিত বের হতে পারবেন না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'একেবারে সরাসরি কথা বলেছেন,' বলল মেটেম। 'কথায় যথেষ্ট চাতুরিও আছে দেখলাম। ঠিক আছে, টায়ারে বহু টাকা খরচ করে নিজের জন্যে আমি একটা পাথরের সমাধি তৈরি করিয়েছি, চাই না ওটা বিক্রি হয়ে যাক আর তাতে অন্য লোক ঢুকে পড়ুক।'

'তা-ই ঘটবে আমার কথা না শুনলে, মেটেম। মনে রাখবেন চাঁদ ওঠার এক ঘণ্টা আগে, মন্দিরে এল-এর স্তম্ভের কাছে।'

এলিসার কথা শুনতে শুনতে চমকে উঠল মেটেম। তার তীক্ষ্ণ কানে একটা আওয়াজ ধরা পড়েছে। 'ও আমার স্বর্গের রানি,' সিংহাসন ঘুরে পা বাড়িয়ে জোর গলায় বলে উঠল সে, 'আপনি সত্যিই দরদাম খুব ভাল বোঝেন। যদি আপনার মতো করে অনেকেই দরদাম করত, তা হলে গরীব ব্যবসায়ীদের আর খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে হতো না।' মেসাকে দেখাল সে। 'এই যে, ইনি জানেন অমূল্য এসব শিল্পের মূল্য।' মেয়েটা সিংহাসনের পাঁচ ফুট দূরে দু'হাত বুকে ভাঁজ করে মেঝের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিয়ম অনুযায়ী দেবীর সিংহাসনের এর চেয়ে বেশি কাছে তার আসার নিয়ম নেই। 'পবিত্র উপাসিকা,' তাকে উদ্দেশ্য করে বলল মেটেম। 'আপনি নিশ্চয়ই আমার বলা দাম শুনেছেন? বলুন, বেশি চেয়েছি আমি?'

'আমি কিছু শুনিনি,' বলল মেসা। 'কেবল এখানে এসে দাঁড়িয়েছি পবিত্র দেবীকে জানাতে যে, সন্ধের প্রার্থনার সময় হয়েছে।'

'আর আমি কী না অমূল্য সময় নষ্ট করেছি,' বলল মেটেম বিনীত গলায়। 'আর বেশি সময় আমি নেব না।' মনে মনে বলল, *কিছু তুমি শুনেছ, মেয়ে। তবে মনে হয় না খুব বেশি কিছু শুনতে পেয়েছ।* মুখে মেসার উদ্দেশে বলল, 'বিচার করে দেখুন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এতোগুলো পবিত্র দৃশ্যের ছবির বদলে পঞ্চাশটা শেকেল কি খুব সাধারণ দাম নয়?'

ঠাণ্ডা চোখে ছবিগুলো দেখল মেসা, তারপর বলল, 'আমার ধারণা অনেক বেশি চাইছেন আপনি। তবে দাম কতো সেটা ঠিক করবেন দেবীর অবতার। তাঁর উপস্থিতিতে এ-ব্যাপারে আমি কথা বলার কে?'

'তা হলে আমিই বা আর কী বলতে পারি,' হতাশ ভাবে হাত নাড়াল দিল মেটেম। 'ঠিক আছে, দেবী, আপনি চল্লিশ শেকেল বলেছেন। সেই কথাই রইল। ওই চল্লিশ শেকেলেই সবগুলো ছবি দিয়ে দিচ্ছি। পবিত্র দেব-দেবীর ব্যাপার। সত্যি বলতে কি, দশ শেকেল লোকসানই হলো আমার। দেবী, আপনি আপনার কোষাধ্যক্ষকে বলে দিন, সে কাল আমার টাকা দিয়ে দেবে। তা হলে বিদায়, দেবী।' গালিচায় কপাল ঠেকিয়ে কুর্নিশ করল মেটেম, এলিসার আলখেল্লার নীচের প্রান্তে চুমু খেল। আস্তে করে মাথা দুলিয়ে সম্মান গ্রহণ করল এলিসা।

মেটেম উঠতেই দু'জনের চোখ এক হলো। নীরব এলিসার দৃষ্টির স্পষ্ট সতর্কবাণী চিনতে ভুল হলো না চতুর ব্যবসায়ীর। যেন সে বলছে, 'কী বলেছি মনে রাখবেন।'

দশমিনিট পর। রাজপুত্র এযিয়েলের ঘর। মেটেম মাত্র এসে ঢুকল ঘরে। 'চিঠি দেখে ও কী বলল?' মেটেমকে দেখে প্রায় লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল এযিয়েল। অস্থিরতা বাধ মানছে না তার।

'সবক'জন দেব-দেবীর দোহাই, এতো জোরে কথা বলবেন না।' পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিল মেটেম। 'একবার যদি টায়ারে ফিরতে পারি, তা হলে সবগুলো মন্দিরে আমি সদকা দেব। একটা দেবতা এই মহাবিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারবে না, সবকটার সাহায্য দরকার হবে। কী জানতে চান আপনি, রাজপুত্র? দেবী এলিসার সঙ্গে দেখা হয়েছে কি না? হ্যাঁ, দেখা হয়েছে। জানেন, আপনি যাকে নিরীহ হরিণী বা প্রাণের ঘুঘু মনে করেন সে আমাকে কী হুমকি দিয়েছে? খুন করার হুমকি! তার পাগলামি অনুযায়ী না চললে মরতে হবে আমাকে। তার চেয়েও বড় কথা, সত্যিই সে যা বলেছে তা করবে। বালটিসের অবতার হিসেবে যে-কাউকে খুন করার সাধ্য এখন আছে তার। সে যদি মানুষের জীবন নেয়, তা হলেও তাকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। আমি যদি তার কথা মতো কাজ না করি তা হলে আপনাদের ভালবাসার ব্যাপার-স্যাপারে জড়ানোর পুরস্কার হিসেবে মরতে হবে আমাকে।'

মেটেম থামছে না দেখে অধৈর্য এযিয়েল বলল, 'বকবক না করে বলো ও কী বলেছে।'

'বলেছে—কী বলেছে বলে মনে করেন আপনি, রাজপুত্র? বলেছে বিদায় নেয়ার জন্য শহর ছেড়ে যাওয়ার এক ঘণ্টা আগে সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। এটা স্রেফ পাগলামি। শুনুন তা হলে কীভাবে...' দেবীর প্রাসাদে যা ঘটেছে বর্ণনা করল মেটেম। এবার জিজ্ঞেস করল, 'এখন আপনি কি ঝুঁকিটা নিতে তৈরি, রাজপুত্র?'

'যদি না নিই তা হলে আমি কাপুরুষ হিসেবে বিবেচিত হবো,' জবাব দিল এযিয়েল। 'নারীর তুলনায় অনেক বেশি ঝুঁকি নিচ্ছে এলিসা।'

'আর আমি কাপুরুষ বলে চাইছি আপনি যান,' বলল মেটেম। 'কিন্তু পবিত্র ইসাচার কী বলবেন? আপনাদের এই দেখা হওয়াটা গোপন থাকবে না।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল এযিয়েল, তারপর বলল, 'যাও, তাঁকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখানে নিয়ে এসো।'

বেরিয়ে গেল মেটেম, একটু পর নবী ইসাচারকে নিয়ে ফিরল। কী ঘটেছে কিছুই না লুকিয়ে তাঁকে খুলে বলল এযিয়েল। নীরবে শুনলেন ইসাচার, এযিয়েল আর মেটেমের কথা শেষ হওয়ার পর বললেন, 'রাজপুত্র আপনাকে ধন্যবাদ যে অন্তত আমার কাছে কিছু গোপন করেননি। আমি কথা না বাড়িয়ে বলব, এই কাঁচা পরিকল্পনা আপনি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন। কষ্ট পেতে হবে তা না হলে। মৃত্যুও ঘটতে পারে আপনার।'

'যাবেন আপনি,' মাঝখান থেকে বলল মেটেম, 'নইলে ওই মেয়ে আমাকে খুন করবে।'

'ভয় কোরো না,' হাসল এযিয়েল। ইসাচারের দিকে তাকাল। 'ইসাচার আমাকে যেতেই হবে, নইলে...'

'নইলে কী, রাজপুত্র?'

'নইলে আমি শহর ছেড়ে যাব না। এটা সত্যি যে স্যাকোন ইচ্ছে করলে আমাকে বের করে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি বের করতে পারবেন একটা লাশকে। না, ইসাচার, আর কিছু বলবেন না। আমার পক্ষে এখন আর আপনার কথা শোনা সম্ভব হবে না। এলিসা যখন চেয়েছে দেখা করতে, এই শেষবারের মতো আমি ওর সঙ্গে দেখা করবই। দেখা করব প্রেমিক তার প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করছে ভেবে নয়, দেখা করব এমন একজন মানুষ হিসেবে, যাকে চিরতরে দূরে সরে যেতে হচ্ছে।'

ইসাচার বললেন, 'তা-ই যদি হয়, রাজপুত্র যদি আপনি সত্যি যান, তা হলে আমাকেও যাবার অনুমতি দেবেন কি?'

'যদি যেতে চান আপনি, ইসাচার, তো বাধা দেব না। কিন্তু বলে রাখছি, ওখানে বিপদ হতে পারে।'

'বিপদ? বিপদে আমার কীসের ভয়? যা হবার তা হবেই।

www.BanglaBook.org

ঠিক আছে, তা হলে এ-কথাই রইল, আমরা ওখানে একসঙ্গেই যাব। তারপর কী ঘটবে তা জানি না।

বারো

চুক্তি

দুটো দিন যেন ঝড়ের বেগে উড়ে চলে গেল। নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত সময়ে কালো পোশাক পরা এযিয়েল, মেটেম আর ইসাচার চললেন মন্দিরের ছোট দরজাটার দিকে।

মাঝরাত হয়ে গেছে প্রায়, তারপরও শহরে এখনও লোক চলাচল থামেনি। তার প্রধান কারণ, সন্ধ্যায় খবর এসেছে, দশ হাজার যোদ্ধা নিয়ে শহরের দিকে এগিয়ে আসছে ইথোবাল। আগামী দু'এক দিনের মধ্যেই নাকি যিম্বো অবরোধ করা হবে। রাত যতোই হোক, উপদেষ্টা মণ্ডলীকে নিজের প্রাসাদে নিরাপত্তামূলক আলোচনার জন্য ডেকেছেন স্যাকোন। রাস্তায় এখানে ওখানে মানুষের জটলা। তারা উদ্বিগ্ন হয়ে নিজেদের ভিতর আলাপ করছে। কামারশালাগুলো থেকে ভেসে আসছে অস্ত্র তৈরির ঠংঠং ধাতব শব্দ। রাস্তায় টহল দিচ্ছে সৈন্যের দল। শুকনো মাংস আর শস্য ভরা বস্তা পিঠে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো খচ্চদের দল। এক মহিলা বুক চাপড়ে কাঁদছে। তার তিন ছেলেকে প্রতিরক্ষার কাজে যোগ দিতে হয়েছে। দু'জনকে তীরন্দাজ হিসাবে, আর একজন পাথর বয়ে নিয়ে দেয়াল পোক্ত

www.BanglaBook.org

করবে।

এসবের মাঝ দিয়ে মন্দিরে ঢোকার ছোট দরজাটার কাছে পৌঁছে গেল এযিয়েল, মেটেম আর ইসাচার। দরজায় ধাক্কা দিয়ে মেটেম ফিসফিস করল, 'কথা রেখেছেন, এলিসা। দরজাটা খোলা! যান, ভেতরে ঢুকুন ইসাচার, রাজপুত্র।'

'তুমি সঙ্গে আসবে না?' জিজ্ঞেস করলেন ইসাচার।

'না, এধরনের অভিযানের জন্যে অনেক বেশি বুড়ো হয়ে গেছি আমি। শুনুন, আমি যাচ্ছি যাত্রার প্রস্তুতি নিতে। এক ঘণ্টা পর প্রাসাদের ছোট দরজায় খচ্চর নিয়ে তৈরি থাকবে রাজপুত্রের প্রহরীদল। এই অভিশপ্ত শহর ছেড়ে উটগুলোর কাছে পৌঁছুতে একদিন লাগবে আমাদের। আপনারা কি দরজার কাছে আসবেন?' মত পাল্টে ফেলল ব্যবসায়ী। 'না, তার চেয়ে ভাল হবে আমি আপনাদের আনতে আপনাদের ঘরে গেলে। দয়া করে দেরি করবেন না, যেকোন সময় মারাত্মক বিপদ ঘটে যেতে পারে। দেখা শেষে চোখ মুছে নেয়ার পর রাজপুত্রের আর দেরির দরকার পড়বে না আশা করি। স্যাকোনের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় তো নেয়া হয়েই গেছে। যান, কোনও পুরোহিতের সঙ্গে দেখা হবার আগেই কাজ সেরে ফিরে আসুন। প্রার্থনা করি আস্ত যাতে বের হতে পারেন। কী একটা দৃশ্য! নবী ইসাচার আর ইজরায়েলের রাজপুত্র দেবীর মন্দিরে যাচ্ছেন নিশিরাতে দেবীর অবতারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী দেখা করতে!' ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হয়ে গেল মেটেম।

*

দরজা পার হয়ে ঘোরানো পেঁচানো পাথুরে সরু পথ ঘরে ধরে এগিয়ে চলল এযিয়েল। তার সঙ্গে চলেছেন ইসাচার। মাথার উপরের এক চিলতে আকাশ থেকে যেটুকু আলো আসছে তাতেই

www.BanglaBook.org

পথ দেখে চলতে হচ্ছে। কোর্ট অভ স্যাংচুয়ারিতে পৌঁছে গেল দু'জন। এখানে বিরাজ করছে মৃত্যুর মতো নীরবতা। গ্র্যানিটের পুরু দেয়াল ভেদ করে শহরের আওয়াজ এখানে পৌঁছাচ্ছে না। 'খোদ শয়তানের আস্তানা,' বিড়বিড় করলেন ইসাচার। চারপাশের গাঢ় ছায়াগুলো দেখছেন। 'এবার কোথায়, রাজপুত্র?'

নক্ষত্রের আবছা আলোয় দুটো স্তম্ভ দেখাল এযিয়েল। 'ওই যে ওখানে, এল-এর স্তম্ভের নীচে।'

'মনে পড়েছে,' বললেন ইসাচার। 'ওখানেই তো উৎসর্গ করতে যাচ্ছিল হতভাগী মহিলা তার সন্তানকে। পুরোহিতরা আমাকে মেরেছিল আমি অভিশাপ নেমে আসবে সে-কথা বলায়। চলুন, ওখানে যাওয়া যাক।'

'সাবধান!' সতর্ক করল এযিয়েল ফিসফিস করে, 'উৎসর্গের গর্তটা আপনার সামনেই।'

'ওটা পাশ কাটিয়ে এগোব আমরা,' বললেন ইসাচার। 'সত্যি বলতে কি আমার রীতিমত ভয়ই করছে। এসমস্ত অভিশপ্ত জায়গায় ঈশ্বরের ফেরেস্তারা আমাদের ছেড়ে চলে যান।'

'ভয়ের কিছু নেই,' বলল এযিয়েল। লক্ষ করল না গর্তের কিনারা থেকে উঁকি দিয়েছে সাদা একটা মুখ। শীতল চোখে এক মুহূর্তে দু'জনকে দেখল সে, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল আবার।

স্তম্ভের কাছে পৌঁছে গেছে দু'জন। ওটার ছায়ার আড়াল ছেড়ে কালো নেকাব পরা একটা আকৃতি বেরিয়ে এলো।

'এলিসা?' নিচু গলায় বলল এযিয়েল।

'হ্যাঁ,' ফিসফিস করল কোমল একটা কণ্ঠস্বর। 'কিন্তু তোমার সঙ্গে কে?'

'আমি ইসাচার,' বললেন নবী। 'চাইনি এরকম বিপদ মাথায় করে একা আসুন রাজপুত্র এযিয়েল। এবার রাজপুত্রকে যা বলার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছে বলে ফেলো উপাসিকা। যতো তাড়াতাড়ি পারি এই রক্তাক্ত জায়গা থেকে চলে যেতে চাই আমরা।'

'আপনি আমার সঙ্গে কড়া কথা বলছেন, ইসাচার,' নরম গলাতেই বলল এলিসা। 'তবু বিশ্বাস করুন, আপনি এসেছেন বলে খুব খুশি হয়েছি আমি। এবার দু'জনই শুনুন, আপনারা জানেন আমাকে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বালটিসের অবতার বানানো হয়েছে। এখন, ইসাচার, এযিয়েলকে যেমন বলেছি তেমনি আপনিও শুনে রাখুন, এখন আর আমি বালটিসের উপাসনা করি না। এখানে, বালটিসের এই মন্দিরে এ-কথা বলতেও আমার কোনও দ্বিধা নেই, এর প্রতিশোধ হিসেবে সে আমার জীবন নিতে পারে। ওহ্, আমাকে উপাসিকা করার পর থেকে জোর করে শেখানো হয়েছে কীভাবে তার উপাসনা করতে হবে। আগে আমি জানতামও না। ওসব দৃশ্য দেখলে বা তার বর্ণনা শুনলে আপনাদের রক্ত আতঙ্কে জমে যাবে। এযিয়েল, ইসাচার, আর আমি সইতে পারছি না। আপনারা যাঁর উপাসনা করেন, আমিও তাঁরই উপাসনা করি। হায়, আর খুব কম সময়ই আছে তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করার।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল এযিয়েল।

'কারণ আমার মৃত্যু খুব কাছিয়ে এসেছে, রাজপুত্র। বেঁচে থাকলে আমাকে দিনের পর দিন হাঁটু মুড়ে বালটিসের উপাসনা করতে হবে। মাসে মাসে দিতে হবে উৎসর্গ। কাদের উৎসর্গ করা হয় জানো? চাকরানি আর শিশুদের। আর শহরের প্রশাসন যদি ভয় পেয়ে ইথোবালের কথা মেনে নেয়, তা হলে আমাকে তুলে দেয়া হবে ইথোবালের হাতে। রক্তপাতের দায় বা লজ্জা, কোনওটাই আমি সহ্য করতে পারব না। সে-সাধ্য আমার নেই। রাজপুত্র, তুমি যখন শহর ছেড়ে যাবে, তার পরপরই আমিও এ-

www.BanglaBook.org

শহর ছেড়ে চলে যাব। সে চলে যাওয়া শারীরিক ভাবে নয়, মানসিক ভাবে। আমার আত্মা চলে যাবে। সে-কারণেই, রাজপুত্র, আমি বিদায়ের এই লগ্নে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি, যাতে তুমি আমার শেষ সম্বন্ধে সত্যি কথাটা জানতে পারো। এখন তো তুমি জানলে। মৃত্যু ছাড়া আমার মুক্তির আর কোনও পথ নেই। বিদায় চিরতরে, রাজপুত্র এযিয়েল। মনে রেখো আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম। মৃত্যুর পরও হয়তো তোমার দেখা আর পাব না আমি। বিদায় এযিয়েল।' আস্তে করে ঘুরে দাঁড়াল এলিসা চলে যাওয়ার জন্য।

'দাঁড়াও,' কর্কশ শোনাল এযিয়েলের কণ্ঠ। 'এভাবে আমাদের বিদায় হতে পারে না। তুমি তো সাহস করে মরতে চাইছ, তোমার কি আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবার সাহস হবে না?'

'হয়তো হবে,' দুঃখ করে হাসল এলিসা, 'কিন্তু তোমার কি সাহস হবে আমাকে সঙ্গে নেয়ার? যদি হয়ও, ইসাচার কি তা হতে দেবেন? না, রাজপুত্র, তুমি তোমার জীবন পথে এগিয়ে যাও। মৃত্যু হোক আমার। এটাই সবদিক দিয়ে ভাল।'

'তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি যাবে না সে-ব্যাপারে ইসাচার নন, সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক আমি,' বলল এযিয়েল। 'এটা সত্যি যে চাইলে তিনি এল-এর পুরোহিতদের সতর্ক করে দিতে পারেন। সেটা তাঁর ইচ্ছে। এবার শোনো, এলিসা, হয় তুমি আমার সঙ্গে এ-শহর ছেড়ে যাবে, নয়তো আমি থেকে যাব এ-শহরে।' ইসাচারের দিকে তাকাল এযিয়েল। 'আপনি আমার কথা শুনেছেন, ইসাচার।'

'শুনেছি,' বললেন ইসাচার। 'তবে আপনি আমাকে উদ্দেশ্য করে আরও কিছু কড়া কথা বলার আগে আমার বক্তব্য শুনে নিন। আত্মহত্যা মস্ত অপরাধ। তবু আমি আমার সামনে দাঁড়ানো এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেয়েকে সম্মান করি। বালটিসের উপাসনা করতে গিয়ে অন্যের রক্তে হাত রাঙানোর চেয়ে আত্মহত্যাও ভাল। তা ছাড়া, এলিসা এই মন্দিরের কুপ্রভাব কাটিয়ে সত্যের সন্ধান পেয়েছে। কাজেই আমি বলি, এলিসা যদি আমাদের সঙ্গে আসে, আর আমরা যদি তাকে নিয়ে চলে যেতে পারি, তা হলে আসুক না ও আমাদের সঙ্গে। তবে আমাকে কথা দিতে হবে, এযিয়েল, আপনার দাদা রাজা সলোমন এই কাহিনী শোনার আগে এলিসাকে আপনি নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন না।'

'এ-ব্যাপারে আমি কথা দিতে পারি,' বলল এলিসা। 'তুমি রাজি, এযিয়েল?'

'ঠিক আছে, ইসাচার, আমি রাজি।'

'আমি আপনার কথা বিশ্বাস করলাম,' বললেন ইসাচার। 'এখন শোনো, এলিসা, যদি আসতে চাও আমাদের সঙ্গে তা হলে আমরা এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাব।'

'আমি তৈরি,' বলল এলিসা। 'সময়টা এখন নিরাপদ। ভোরের আগে পর্যন্ত আমাকে খোঁজা হবে না।'

মন্দির থেকে বেরিয়ে এলো তিনজন, নিরাপদেই পৌঁছে গেল এযিয়েলের কক্ষে। তিনজনেরই অন্তরে খুশি অনুভব করার কথা, কিন্তু ভবিষ্যতের দুঃখের বোঝা যেন তাদের হৃদয়টা ভারী করে রাখল। আতঙ্ক বোধ করত তারা, যদি জানত তারা মন্দির থেকে বেরিয়ে প্রাসাদের দরজা দিয়ে ঢোকার পরপরই সাদা চেহারার একটা মেয়ে মৃত্যু-কূপ থেকে উঠে তীরের বেগে ছুটেছে এল-এর পুরোহিতদের বাসস্থানের দিকে।

এযিয়েলের ঘরে মেটেমকে দেখতে পেল সবাই। তাদের ঘরে ঢুকতে দেখে মেটেম বলল, 'খুশি হলাম নিরাপদে ফিরতে পেরেছেন দেখে। আশঙ্কা জাগছিল মনে।' এযিয়েল আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইসাচারের পিছনে কালো নেকাব পরা এলিসাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'ইনি কে? আরে, বালটিসের অবতার এলিসা দেখছি! আমাদের যাত্রায় বালটিসও সঙ্গিনী হবেন নাকি?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে উত্তর দিল এযিয়েল।

'তা হলে একদিকে আমাদের সঙ্গে আছেন পবিত্র ইসাচার, আরেকদিকে আছেন স্বয়ং দেবী বালটিস, আমাদের আর চিন্তা কী!' এলিসার দিকে তাকাল মেটেম। 'জানতে পারি কি, যাওয়ার আগে আপনার সম্মানিত বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন কি না?'

'জ্বালাবেন না,' মৃদু স্বরে বলল এলিসা।

'জ্বালানোর ইচ্ছে তো নেই,' বলল মেটেম। 'কিন্তু আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন দু'দিন আগেই আপনি আমাকে হত্যার হুমকি দিয়েছিলেন। যা-ই হোক, আপনার যাত্রাটা বিদায় নেয়ার তুলনায় একটু বেশিই তাড়াহুড়ো করে হয়ে যাচ্ছে। তবে কপাল ভাল, এরকমটা ঘটতে পারে ভেবে বাড়তি খচ্চরের ব্যবস্থা রেখেছি আমি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, মুখে যা-ই বলি না কেন, বাস্তবে লোকটা আমি অতো খারাপ নই।...আমি যাচ্ছি সব ঠিক আছে কি না দেখতে। আপনারা বরং খেয়ে নিন। একটু পরই আপনাদের নিতে আসব আমি।'

মেটেম চলে যাওয়ার পর খেতে বসল ওরা। ভারী হয়ে আছে মনটা, রুচি নেই কারও, তেমন কিছু মুখে দিতে পারল না কেউ। একটু পরই ওরা শুনতে পেল, প্রাসাদের দরজার কাছে উত্তেজিত স্বরে কথা বলছে মানুষ।

'মেটেম আর ওর খচ্চর,' বলল এযিয়েল।

'তা হলেই ভাল,' মন্তব্য করল এলিসা।

নীরবতা নামল আবার। তার কিছুক্ষণ পর তিনজনকে চমকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়ে ঘরের দরজায় জোরাল ধাক্কার আওয়াজ হলো।

'ওঠা যাক,' বলল এযিয়েল, 'মেটেম এসেছে।'

'না, না,' বলে উঠল এলিসা। 'মেটেম নয়!'

ওর কথা শেষ হতে না হতেই প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে পড়ল দরজাটা, ভিতরে ঢুকল একদল সশস্ত্র পুরোহিত। তাদের সামনে রয়েছে শাদিদ। তার পাশে তার মেয়ে মেসা। জ্বলন্ত কয়লার মতো চোখ দুটো যেন জ্বলছে তার। 'আমি বলিনি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল মেয়েটা। আঙুল তুলে এযিয়েল, এলিসা আর ইসাচারকে দেখাল। 'বন্দি করা হোক বালটিসের অবতার তার প্রেমিক আর ওই মিথ্যে ধর্মের প্রচারককে। ওই লোকটা আমাদের শহরের ওপর অভিশাপ দিয়েছে।'

'ঠিক খবরই দিয়েছ তুমি আমাদের, মেসা,' বলল শাদিদ। 'প্রথমে বিশ্বাস করিনি বলে আমরা দুঃখিত।' রাগে থমথম করছে লোকটার চেহারা। এবার নির্দেশ দিল, 'নিয়ে যাও এদের।'

এক টানে তলোয়ারটা খাপ থেকে বের করে এলিসাকে রক্ষা করতে সামনে বাড়ল এযিয়েল। কিন্তু ও তলোয়ার তোলার আগেই পিছন থেকে হ্যাঁচকা টানে ওটা কেড়ে নেওয়া হলো। অনেকগুলো হাত জড়িয়ে ধরল ওকে। সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা আর চোখ বেঁধে ফেলা হলো এযিয়েলের। মুখে গুঁজে দেওয়া হলো কাপড়।

যেন স্বপ্ন দেখছে এযিয়েল। টের পেল তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দীর্ঘ সরু পথ ধরে। বাতাস নেই এমন একটা জায়গায় তাকে নিয়ে আসা হলো। মুখ আর চোখ থেকে কাপড় সরে গেল। 'আমি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল এযিয়েল।

'মন্দিরের তলকুঠুরিতে,' জবাব দিল পুরোহিতদের একজন।

কারাগারের লোহার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল ওরা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তেরো

ধর্মান্তর

তিক্ত চিন্তা মাথায় নিয়ে দীর্ঘক্ষণ অন্ধকার তলকুঠুরিতে পড়ে থাকল এযিয়েল। এলিসার পরিণতির কথা ভেবে আতঙ্ক অনুভব করল ও। এরমধ্যে কতোটা সময় পেরিয়ে গেছে বলতে পারবে না। একটা দুঃসহ চিন্তা আস্তে আস্তে স্বচ্ছ আকৃতি নিচ্ছে ওর মাথায়। হাতেনাতে ধরা পড়েছে এলিসা আর ও। প্রাচীন ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী এজন্য চরম শাস্তি পেতে হবে তাদের, এ থেকে মুক্তি নেই। নিজের পরিণতি নিয়ে ভাবছে না এযিয়েল, ওর সমস্ত চিন্তা জুড়ে আছে এলিসা আর ইসাচার। মেটেম আর ইসাচার ঠিকই বলেছিলেন, এলিসার সঙ্গে ওর সম্পর্ক এলিসার মহাবিপদ ডেকে এনেছে। কিন্তু তখন তাদের কথা শোনেনি ও। ওর হৃদয় শুনতে দেয়নি ওসব কথা। বালটিসের অবতার এলিসার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা মোটেই উচিত হয়নি ওর। যদি অলৌকিক কিছু না ঘটে বা মেটেম তাদের উদ্ধার করতে না পারে, তা হলে এখানেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে এলিসা, ইসাচার আর ওর নিজের। চিন্তা করতে করতে এক সময় ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল এযিয়েল।

ওর ঘুম ভাঙল কারাগারের লোহার দরজা খোলার শব্দে। ভিতরে ঢুকল গম্ভীর চেহারার পুরোহিতরা। এরাই ওকে

www.BanglaBook.org

বেঁধেছিল। আবারও বাঁধা হলো ওকে। চোখে পরিয়ে দেওয়া হলো কালো কাপড়ের পট্টি। অনেকগুলো সিঁড়ি পার হয়ে ওকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। মাঝে মাঝে থামছে তারা বিশ্রাম নিতে। তারপর আওয়াজ শুনে এযিয়েল বুঝতে পারল, ওকে এমন কোথাও নিয়ে এসেছে তারা, যেখানে অনেক লোক জমায়েত হয়েছে। এবার ওর চোখ থেকে কাপড় সরিয়ে দেওয়া হলো। অস্তমিত সূর্যের রশ্মি অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখে পড়ায় অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেল এযিয়েল। সঙ্গে সঙ্গে ওকে চারপাশ থেকে ধরে ফেলা হলো। চোখ সয়ে যেতে তার কারণটা দেখতে পেল এযিয়েল। টিলার কিনারায় দাঁড় করানো হয়েছে ওকে। অনেক নীচে ছায়াবৃত শহরটা দেখা যাচ্ছে। দূরে দেখতে পেল ব্যবসায়ীদের ব্যবহৃত পথ। ওটা উপকূলের দিকে চলে গেছে।

ও যেখানে আছে সে-জায়গাটা তিনদিক থেকে পাথরে ঘেরা। কিনারাটা চতুর্থ দিক। ওদিকে একধারে পাথরের আসন আছে। সেগুলোতে বসে আছে বিচার করতে আসা এল এবং বালটিসের প্রধান প্রধান পুরোহিত আর উপাসিকারা। তাদের পরনে আনুষ্ঠানিক পোশাক। প্রত্যেকের চেহারা থমথম করছে। ডান আর বাঁ দিকে বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত দর্শকরা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে মেটেম আর স্যাকোনকে দেখতে পেল এযিয়েল। তাদের পাশে পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে কালো নেকাব পরা এলিসাকে। ইসাচারও আছেন।

এযিয়েলের সামনে একটা ছোট্ট বেদিতে আগুন জ্বলছে। তার পিছনে সোনা, হাতির দাঁত আর কাঠ দিয়ে তৈরি দেবী বালটিসের মূর্তি। নারীমূর্তিটার বুকে একশোটা স্তন। ওটা দেখে এযিয়েল বুঝতে পারল, বিচারের জন্য ওদের তিনজনকে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। পাথরে বসা উপস্থিত পুরোহিত আর উপাসিকারা

www.BanglaBook.org

বিচারকের দায়িত্ব পালন করছে। জায়গাটা চিনতে পারল ও। ওকে বলা হয়েছিল যারা দেব-দেবীর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের এখানে বিচার হয়। তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় কিনারা থেকে। অনেক নীচের রাস্তায় আছড়ে পড়ে তারা। হাড়-মাংসের দলা ছাড়া আর কিছু থাকে না অবশিষ্ট।

কিছুক্ষণ দম বন্ধ করা নীরবতার পর আগের অবতারের স্বামী শাদিদের হাতের ইশারায় এলিসার মুখের নেকাব সরিয়ে ফেলা হলো। সঙ্গে সঙ্গে এযিয়েলের দিকে ঘুরে তাকাল এলিসা, ঠোঁটে বিষাদ-মাখা হাসি।

'আপনি জানেন আমাদের কপালে কী আছে?' হিব্রুতে ইসাচারকে জিজ্ঞেস করল এযিয়েল।

'জানি,' জবাব দিলেন ইসাচার। 'সেজন্যে আমি তৈরি। আমার অন্তর যখন পবিত্র আছে, তখন এই কুকুররা আমার শরীর নিয়ে কী করবে তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। কিন্তু, বাছা, আপনার জন্যে আমার অন্তরটা কাঁদছে।' এলিসাকে দেখলেন তিনি। 'যখন এই মেয়েটার সঙ্গে আপনার দেখা হলো, তখন সময়টা নিশ্চয়ই অভিশপ্ত ছিল।'

'এই দুর্ভাগ্যের সময় আমাকে দয়া করে দোষ দেবেন না,' বিড়বিড় করল এলিসা। 'যাকে ভালবাসি তার মৃত্যু ডেকে এনেছি, এর চেয়ে বড় শাস্তি আমার আর কী হতে পারে। অভিশাপ দেবেন না, আমার জন্যে প্রার্থনা করুন, যাতে পাপের পরিণতি হতে রক্ষা পাই।'

'খুশি মনে তোমার জন্যে প্রার্থনা করব আমি, এলিসা,' নরম সুরে বললেন ইসাচার। 'যতোই মনে হোক এসবের কারণ আসলে তুমি, কিন্তু তা ঠিক নয়। ভবিতব্য আগেই স্থির করা থাকে। তোমাকে কড়া কথা বলে ফেলেছি বলে তুমিই বরং আমাকে ক্ষমা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোরো।'

এলিসা কিছু বলার আগেই শাদিদ সবাইকে চুপ করতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে দেবীমূর্তির পিছন থেকে বেরিয়ে এলো তার মেয়ে মেসা।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল শাদিদ, যেন তাকে চেনে না। 'এখানে কী করছ তুমি?'

'আমি বালটিসের মৃতা অবতারের মেয়ে মেসা,' জবাব দিল সে। 'বালটিসের বর্তমান অবতারের অধর্মের ব্যাপারে আমি প্রমাণ দিতে এসেছি। সেই সঙ্গে প্রমাণ দেব ইজরায়েলের রাজপুত্র আগন্তুক এযিয়েল আর ইহুদি পুরোহিত ইসাচারের বিরুদ্ধে।'

'বেদিতে হাত রেখে কথা বলো,' বলল শাদিদ। 'যা বলবে সে-ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।'

বেদিতে আঙুল ছোঁয়াল মেসা, মাথা ঝুঁকিয়ে সত্যকথনের শপথ নিল, তারপর বলল, 'যখন দেবীর অবতার হিসেবে এলিসা নির্বাচিত হলো, তখন থেকেই তাকে সন্দেহ করি আমি।'

'কেন সন্দেহ করো?' জিজ্ঞেস করল শাদিদ।

মেটেমের ওপর গিয়ে চোখ পড়ল মেসার, খানিক ইতস্তত করল সে, নিজস্ব কোনও দুর্বলতার কারণে মেটেমকে জড়াতে চাইছে না। তারপর বলল, 'উৎসর্গের আগুনের সামনে এলিসা যখন ধ্যানমগ্ন হলো, তখন তার কিছু কথায় আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। নিয়ম অনুযায়ী তখন তার মুখের কাছে ঝুঁকে দেবী তার মাধ্যমে কী বলেন তা শুনছিলাম আমি। তখন এলিসা রাজপুত্রের সঙ্গে রাতে চাঁদ ওঠার আগে মন্দিরে এল-এর স্তম্ভের কাছে দেখা করার কথা বিড়বিড় করে বলছিল। তার পর থেকে এটা আমার কর্তব্য জ্ঞান করে কয়েক রাত আমি উৎসর্গের কূপের ভেতর লুকিয়ে বসে চারপাশে খেয়াল রাখি। কাল রাতে চাঁদ

www.BanglaBook.org

ওঠার এক ঘণ্টা আগে গোপন পথে এসে হাজির হয় ছদ্মবেশী বালটিসের অবতার এলিসা। স্তম্ভের কাছে অপেক্ষায় থাকে সে। একটু পর আসে ইহুদি এযিয়েল আর পুরোহিতটা। তাদের মধ্যে কথোপকথন হয়। দূরে থাকায় তাদের মধ্যে কী কথা হয়েছে তা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না। তারপর তারা মন্দির ত্যাগ করে। আমি তাদের পিছু নিয়ে স্যাকোনের প্রাসাদে ইহুদি এযিয়েলের ঘর পর্যন্ত যাই। এরপর, শাদিদ, আমি আপনাকে কী ঘটেছে জানাই। তখন আপনারা তাদের ওখানে দেখতে পেয়ে ধরেন। এখন আমি প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী এই মারাত্মক অপরাধীদের ন্যায্য শাস্তি দাবী করছি, নইলে এ-শহরের ওপর নেমে আসবে দেবী বালটিসের ভয়ঙ্কর অভিশাপ।' কথা শেষ করে প্রতিযোগিনী এলিসার দিকে বিজয়ীর গর্বিত, শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল মেসা।

'শুনলেন আপনারা,' সহযোগী বিচারকদের উদ্দেশে বলল শাদিদ। 'আরও কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ দরকার আছে? যদি না থাকে তা হলে সংক্ষেপে বিচার সেরে ফেলুন। সূর্য ডুবতে শুরু করেছে।'

'আপনার সঙ্গে গিয়েই আমরা অপরাধী তিনজনকে ধরেছি, কাজেই আর কিছু জানার দরকার নেই,' বলল বিচারকদের মুখপাত্র। 'এবার তা হলে বিচার-কার্য শুরু করা যাক।'

শাদিদ বলতে শুরু করল, 'কাল রাতে স্যাকোনের কন্যা এলিসা, যাকে আমরা যথানিয়মে দেবী বালটিসের অবতার নির্বাচিত করেছিলাম, সে গোপনে মন্দিরে রাজপুত্র এযিয়েল আর ইসাচারের সঙ্গে দেখা করে এবং তাদের সঙ্গে স্যাকোনের প্রাসাদে অতিথি রাজপুত্র এযিয়েলের ঘরে যায়। কাল রাতে রাজপুত্রের চলে যাবার কথা ছিল শহর ছেড়ে। আমরা জানি না তার সঙ্গে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এলিসাও পালিয়ে যেত কি না, কিন্তু এ-ব্যাপারটা জানা জরুরিও নয়; কারণ, আসল কথা হলো, সে রাজপুত্র এযিয়েলের সঙ্গে একা ছিল। এই পাপটা সে না জেনে করেনি। কারণ, আমি নিজের মুখে তাকে এবং এযিয়েলকে জানিয়েছিলাম, স্বামী ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে দেবীর অবতারকে দেখা গেলে দু'জনকেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কাজেই ইজরায়েলের রাজপুত্র এযিয়েল, আমরা আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছি। কিনারা থেকে ফেলে দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।'

'আমি এখন আপনাদের হাতে বন্দি,' মাথা উঁচু করে বলল এযিয়েল। 'ইচ্ছে করলেই খুন করতে পারেন আপনারা আমাকে। তবে আমি বলছি, পুরোহিত, জেরুজালেম আর মিশরের রাজারা আপনাদেরকে এই হত্যার দায়ে দায়ী করবেন। আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই। শুধু এটুকুই বলব, এলিসার জীবন আপনারা ভিক্ষা দিন। তার সঙ্গে দেখা আমি করেছি, কাজেই অপরাধটা একান্তই আমার একার।'

'রাজপুত্র,' গম্ভীর চেহারায় বলল শাদিদ, 'আমরা জানি যে এই ন্যায় বিচারের জন্যে আমাদের অন্যায় ভাবে দায়ী করা হবে। কিন্তু আমরা যারা দেব-দেবীর পূজারী, তারা জানি, তাঁদের প্রতিশোধের স্পৃহা এতো ভয়ঙ্কর যে, তাঁদের তৈরি আইন ভেঙে পৃথিবীর রাজা-বাদশাহ্দের প্রতিশোধ নেওয়াকে গুরুত্ব দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে, তাঁদের আইনেই বলা আছে, আপনাকে মরতেই হবে এমন না-ও হতে পারে। সম্মান এবং নিরাপত্তা পাবার একটা পথ আপনাদের সামনে এখনও খোলা আছে।' এলিসার দিকে তাকাল শাদিদ। 'আপনি পৃথিবীতে বালটিস দেবীর অবতার। আপনি যদি আমাদের সবার সামনে এই রাজপুত্রকে নিজের স্বামী বলে স্বীকার করে নেন, তা হলে,

www.BanglaBook.org

দেবীর অবতারের সম্মানিত স্বামী হিসেবে তিনি মুক্ত হয়ে যাবেন। দেবীর ইচ্ছের ওপর কারও কিছু বলার থাকবে না। তবে সেক্ষেত্রে, মনে রাখবেন, এল-এর প্রধান পুরোহিত শাদিদ হিসেবে তাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আপনার সঙ্গে পূজা-অর্চনা করতে হবে। আর যদি তাঁকে স্বামী হিসেবে আপনি গ্রহণ না করেন, তা হলে যেমন আমি আগে বলেছি, মরতেই হবে তাঁকে। এবার বলুন আপনি কী করবেন।'

'আমার সামনে মাত্র একটা পথই খোলা আছে,' মৃদু হাসল বিষণ্ন এলিসা। 'আমাকে ক্ষমা কোরো, কিন্তু তোমার জীবন বাঁচাতে এ-শহরের বালটিস দেবীর অবতারের প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী এখানে হাজির সবার উপস্থিতিতে তোমাকে আমি আমার স্বামী বলে ঘোষণা করলাম।'

এযিয়েল কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু শাদিদ তড়িঘড়ি করে বলে উঠল, 'তা হলে তা-ই হোক। দেবীর অবতার, আমরা আপনার স্বামী নির্বাচন সম্বন্ধে বলা কথা শুনলাম। মেনে নিলাম তা নিয়ম অনুযায়ী। কিন্তু এখনও রাজপুত্র আপনি দেবীর অবতারের স্বামী হিসেবে আমার শাদিদ পদে আসীন হতে পারবেন না। বালটিসের অবতার আপনাকে স্বামী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন বলে আপনার জীবন রক্ষা পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাঁর অপরাধ তাতে কমে যায়নি। নিয়ম বহির্ভূত ভাবে তিনি অদ্ভুত এক ঈশ্বরের উপাসনা করেন এমন একজনকে স্বামী হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সব অপরাধের মধ্যে এই অপরাধটাই আইন অনুযায়ী সবচেয়ে বড়। রাজপুত্র, হয় আপনাকে আমাদের সবার সামনে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে এই বেদিতে দেবতা এল এবং বালটিস দেবীর আনুগত্যের শপথ নিতে হবে, আমাদের ধর্মে দীক্ষিত হতে হবে, নইলে বালটিসের অবতারকে আইন অনুযায়ী

www.BanglaBook.org

আমরা মৃত্যুদণ্ড দেব। আর যেহেতু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আপনার শাদিদ পদও শেষ হয়ে যাবে, কাজেই শহর থেকে বের করে দেওয়া হবে আপনাকে।'

এতোক্ষণে ফাঁদটা দেখতে পেল এযিয়েল, বুঝতে পারল এসবের পিছনে মেটেম আর স্যাকোনের কৌশল কাজ করছে। ধর্মীয় নিয়ম এতোটাই কড়া যে নিজের মেয়ে এলিসা আর অতিথি রাজপুত্রকে বাঁচানোর সাধ্য নগর-প্রশাসক হয়েও স্যাকোনের নেই, কাজেই, মেটেম আর স্যাকোন মিলে এমন বুদ্ধি বের করেছে, যাতে দু'জনকেই বাঁচানো যায়। মানুষের চোখকে ধুলো দিতে এই নাটক সাজানো হয়েছে। তারা নিশ্চয়ই আশা করছে পরবর্তীতে কোনওভাবে এযিয়েলকে সরিয়ে দেবে। এমন ব্যবস্থা করবে যাতে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ধর্ম তাকে পালন করতে না হয়। যেহেতু এলিসা তাকে স্বামী হিসাবে নির্বাচিত করেছে, তাই বাঁচতে হলে তাকে এখন তেমন কিছুই করতে হবে না, শুধু বেদিতে জ্বলন্ত আগুনে সামান্য অর্ঘ্য দেবে সে, তাতেই আইন মানা হবে, বেঁচে যাবে এলিসা আর সে।

কিন্তু মেটেম এবং তার সঙ্গের পরিকল্পনাকারীরা ভুলে গেছে যে, বালটিসের বেদিতে পূজার অর্ঘ্য দেওয়া যে-কোনও বিশ্বাসী ইহুদির জন্য মারাত্মক একটা অক্ষমণীয় পাপ। শুধু ওর একার জীবনের প্রশ্ন হলে খুশিমনে নির্দ্বিধায় মৃত্যুকেই বরং বেছে নিতো এযিয়েল।

শাদিদের কথা শুনে তার পরিণতি চিন্তা করে আতঙ্ক বোধ করল এযিয়েল, ওর রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। মুক্তির কোনও পথ নেই তার সামনে। হয় নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় এলিসাকে মুক্ত করার জন্য তাকে নিজ ধর্ম ত্যাগ করতে হবে, নইলে চোখের সামনে দেখতে হবে এলিসার ভয়ঙ্কর হঠাৎ-মৃত্যু। ভাবতেও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শিউরে উঠল এযিয়েল যে এলিসা এভাবে মারা যাবে। কিন্তু ওকে বাঁচাতে গিয়ে কী করে এতোবড় একটা পাপ করবে সে? কী করে শয়তানের কাছে মাথা নত করবে? এ কি সম্ভব?

ভীষণ মুহূর্তটা কাছিয়ে এসেছে। একজন পুরোহিত এযিয়েলের সামনে সোনালী রঙের একটা বাটি ধরল। ওতে সুগন্ধি আছে। ওই অর্ঘ্য আগুনে ফেলে দেব-দেবীর আনুগত্য স্বীকার করে নিতে হবে এযিয়েলকে। বাটির হাতলটা সবুজ পাথরের তৈরি, তাতে বালটিসের প্রতিকৃতি। এযিয়েল, ইজরায়েলের রাজপুত্র, সে হবে বালটিসের উপাসক? এল-এর পুরোহিত শাদিদ? না, কক্ষনো না। এ হয় না। কিন্তু এলিসা? ওর কী হবে? মরতে হবে ওকে।

'আমি পারব না,' ফিসফিস করল এযিয়েল। ঠোঁট শুকিয়ে গেছে তার। সামনে থেকে বাটিটা ঠেলে সরিয়ে দিল।

সবাইকে মুহূর্তের জন্য অত্যন্ত বিস্মিত দেখাল। কেউ ভাবতেও পারেনি এমনটা হতে পারে, ধর্ম পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে বসতে পারে রাজপুত্র।

নীরবতায় কাটল খানিক সময়, তারপর আবার বেদির সামনে এসে দাঁড়াল মেসা নামের উপাসিকা। রাগান্বিত দেব-দেবীর হয়ে বিচার কার্য সম্পাদন করতে তাকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শীতল গলায় বলতে শুরু করল মেয়েটা, 'বালটিসের অবতার যাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছে, সেই ইহুদি বালটিসের অবতারের উপাস্য দেব-দেবীর আনুগত্য গ্রহণ করতে রাজি নয়। কাজেই আমি ঘোষণা করছি, বালটিসের অবতারের মৃত্যু কার্যকর করা হোক, যাতে এ-শহরের ওপর দেবীর ভয়ঙ্কর অভিশাপ পতিত না হয়।'

শাদিদ তাকে চুপ করতে ইশারা করল। এযিয়েলের উদ্দেশে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল, 'আমরা অনুরোধ করছি, আপনি আরেকটু ভাবেন। দেবীর অবতারের একমাত্র অপরাধ তিনি স্বামী হিসেবে এমন একজনকে চেয়েছেন, যিনি দেবীর ওপর বিশ্বাস রাখেন না। অবতারের পরিণতির কথা চিন্তা করে করুণা হওয়ায় চিন্তা করার জন্যে আপনাকে আমরা সময় দিচ্ছি।'

নীরবতা নামল। এযিয়েলের দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলেন স্যাকোন। কাতর হয়ে তিনি এযিয়েলকে অনুরোধ করতে শুরু করলেন তাঁর একমাত্র সন্তানকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করার জন্য। আকুল হয়ে সন্তানের প্রাণ ভিক্ষা চাইছেন তিনি। এখন আর তিনি নগর-প্রশাসক নন, বিপদগ্রস্ত এক তরুণীর স্নেহপরায়ণ বাবা। এক পর্যায়ে বললেন, ধর্মের দোহাই দিয়ে এযিয়েল যদি এলিসাকে রক্ষা না করে, তা হলে সে একটা অমানুষ, একটা কাপুরুষ এবং অসৎ একজন মানুষ বলে বিবেচিত হবে। এযিয়েলকে ভালবেসেই অপরিবর্তনীয় ধর্মীয় নিয়ম ভেঙেছে এলিসা। এলিসার সঙ্গে দেখা হলে তার বিপদ হবে জেনেও দেখা করেছে এযিয়েল, আজকের এই পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে এলিসাকে। এখন সে এলিসাকে পরিত্যাগ করবে?

'এই লোকের কথা শুনবেন না, এযিয়েল,' ধাক্কা দিয়ে স্যাকোনকে সরিয়ে কড়া গলায় বললেন ইসাচার। কণ্ঠ থেকে যেন আগুন ঝরছে তাঁর। 'এ আপনার হৃদয়ের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আপনার অন্তরটা ধ্বংস করে দিতে চাইছে। ঈশ্বরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মিথ্যে দেব-দেবীর উপাসক হওয়ার কথা ভুলেও মনে ঠাঁই দেবেন না। এই মেয়ের সুন্দর মুখশ্রীর কারণে একের পর এক বিপদ এসেছে আমাদের ওপর। মরতে যখন হবেই তো মরতে দিন তাকে। নিজের অন্তরটা পবিত্র রাখুন। আমি সতর্ক করে দিচ্ছি, এর অন্যথা করলে যাঁকে আপনি উপাসনা করেন,

www.BanglaBook.org

সেই জেহোভা আপনাদের ওপর ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেবেন। অভিশাপ নেমে আসবে আপনার ওপর। শুরুতেই আমি সতর্ক করেছিলাম, আপনি আমার কথা শোনেননি। আবার আমি সতর্ক করছি, এযিয়েল, আপনি যদি আমার কথা না শোনেন, তা হলে আপনি হবেন অভিশপ্ত। অভিশপ্ত!' আকাশের দিকে হাত তুললেন ইসাচার, জোরে জোরে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন, যেন এযিয়েলের মতিভ্রম না হয়।

মেটেম আস্তে করে চলে এসেছে এযিয়েলের পাশে। নিচু গলায় বলল সে, 'রাজপুত্র, আমার অন্তরটা মুরগির কলিজার মত ছোট নয়। দুনিয়ার অনেক মেয়ে আছে, তাদের মধ্যে একজন থাকল কি থাকল না তাতে তেমন কিছু আসে বা যায়ও না। তবে, যদিও এলিসা তিনদিন আগে আমাকে খুন করার হুমকি দিয়েছিল, তবু না বলে পারছি না, ওর যদি এভাবে করুণ মৃত্যু হয়, তা হলে সত্যি আমি খুব দুঃখ পাব। রাজপুত্র, ওই চিৎকাররত ধর্মান্ধ বুড়ো উন্মাদের কথায় কান দেবেন না, মনে করে দেখুন, আসলে আপনিই এলিসার আজকের এই অবস্থার জন্যে দায়ী। যে আপনার জন্যে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে, বিষের তীর নিজের শরীরে নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়েছে, তাকে কি আপনি এভাবে মরতে দেবেন?' মাথা কাত করে পাহাড়ের কিনারা দেখাল সে।

'আর কোনও পথ খোলা নেই?' জিজ্ঞেস করল এযিয়েল। ওর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

মাথা নাড়ল মেটেম। 'শপথ করে বলছি, সত্যিই আর কোনও পথ নেই ওকে বাঁচানোর। ওই বনবিড়ালী মেসা মেয়েটা এলিসার ক্ষমতা আর পদ চায়। ও ছাড়া আর কেউ চাইছে না এভাবে এলিসার মৃত্যু হোক। কিন্তু জনসমক্ষে বিচার সম্পাদন করা হচ্ছে। এখন যদি আপনি রাজি না হন, তা হলে মরতে ওকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হবেই। ইথোবালের ভয়ে এমনিতেই কাতর হয়ে আছে মানুষ। এখন সোনা ঘুষ দিয়েও তাদের মতামত কেনা যাবে না। সবার ধারণা হয়েছে ধর্মীয় আইন না মানলে স্বর্গ থেকে অভিশাপ নেমে আসবে এই শহরের ওপর। আমরা হয়তো অন্য কোনও পরিকল্পনা করতাম, কিন্তু কেউ আমরা ভাবতেও পারিনি যাকে আপনি ভালবাসেন তার জীবন রক্ষার খাতিরে সামান্য সুগন্ধি আগুনে ফেলতে আপনি অস্বীকার করে বসবেন।'

'সামান্য সুগন্ধি!' হাহাকার করছে এযিয়েলের বুকের ভেতরটা।

'হ্যাঁ, রাজপুত্র, সামান্য একটা কাজ। আপনি বলেছিলেন এলিসাকে আপনি ভালবাসেন। আগুনে সুগন্ধি ফেললে সেটা হবে আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে। পরে আমি এ-শহর থেকে আপনাদের পালানোর ব্যবস্থা করব। তখন আপনি তওবা করে নিতে পারবেন। যে-মেয়ে আপনাকে ভালবেসে এতোবড় ঝুঁকি নিয়েছে, তাকে রক্ষা করতে গেলে আপনার ঈশ্বর যদি ক্ষিপ্ত হন, তা হলে আমি বরং বালটিসেরই উপাসনা করব। বালটিস অন্তত এতোটা নিষ্ঠুর নয়।'

সুগন্ধির বাটি ধরে থাকা পুরোহিতের দিকে তাকাল এযিয়েল। এতোক্ষণ চুপ করে ছিল এলিসা, এবার এক পা সামনে বেড়ে শান্ত, নিচু গলায় বলল, 'রাজপুত্র এযিয়েল, আমি আপনার জীবন বাঁচাতে আপনাকে স্বামী হিসেবে ঘোষণা করেছি, কিন্তু আমি চাই না আমাকে বাঁচাতে ইচ্ছের বিরুদ্ধে আপনাকে কিছু করতে হোক। কী-ই বা দাম আছে আমার জীবনের? হয়তো মৃত্যুই আমার জন্যে ভাল। মনে রাখবেন, রাজপুত্র এযিয়েল, একজন ইহুদি হিসেবে, পূজা যতো ছোটই হোক, তা আপনার জন্যে সবচেয়ে বড় পাপ। একজন নারীর জন্যে নিজের অন্তর কলুষিত করা হয়তো ঠিক হবে

www.BanglaBook.org

না আপনার। এমন একজন নারীর জন্যে বিধর্মী হওয়া ঠিক হবে না, যে-নারী আপনাকে ভালবেসে শুধু কষ্টের মধ্যেই ফেলেছে। কাজেই আমি অনুরোধ করছি, জ্ঞানী ইসাচারের কথাই শুনুন। মন থেকে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে আমাকে মরতে দিন। আমি তো অন্তরে জানি, এই বিচ্ছেদ সাময়িক। মৃত্যুর দরজায় আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব, রাজপুত্র এযিয়েল।'

ধৈর্য হারানোর কারণেই হোক, বা এযিয়েলের উপর আরও চাপ সৃষ্টির জন্যই হোক, এযিয়েল কিছু বলার আগেই শাদিদ বলল, 'উনি যা চাইছেন তা হলে তা-ই হোক।'

শাদিদের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলিসার দু'হাতের কব্জি আর দুই গোড়ালি আঁকড়ে ধরল চারজন উপাসিকা। ওকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো পাহাড়ের কিনারায়। কিনারার বাইরে ঝুলিয়ে ধরে রাখা হলো ওকে। এলিসার দীর্ঘ কেশ ঝুলে পড়েছে নীচে। অস্তগামী সূর্যের লালচে আলো চিকচিক করছে এলিসার আতঙ্কিত চেহারার ওপর। উপাসিকারা অপেক্ষা করছে নির্দেশের জন্য। নির্দেশ পেলেই এলিসাকে ছেড়ে দেবে। শাদিদ তার দণ্ড উঁচিয়ে বলল, 'রাজপুত্র এযিয়েল, বলুন, এই মেয়ে মরবে না কি বাঁচবে? দ্রুত সিদ্ধান্ত নিন, কারণ আমার হাত দুর্বল। যখন আমি দণ্ডটা নামাব, সঙ্গে সঙ্গে আপনার সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় ফুরাবে।'

সবার চোখ শাদিদের হাতে উঁচিয়ে ধরা দণ্ডের উপর স্থির হয়ে আছে। নীরবতা ছিন্ন হচ্ছে শুধু অসহায় স্যাকোনের ফোঁপানির আওয়াজে। মেটেমের চেহারা বিষাদ মাখা। করুণ দৃশ্যটা যাতে দেখতে না হয় সেজন্য এমনকী ইসাচারও আলখেল্লা দিয়ে চোখ ঢেকে ফেললেন। যে পুরোহিত অর্ঘ্যের বাটি ধরে আছে সে বাটিটা এযিয়েলের দিকে এগিয়ে দিল। বড়জোর তিন সেকেন্ড হবে সময়টা, কিন্তু এযিয়েলের মনে হলো অনন্ত সময় পার হয়ে

www.BanglaBook.org

যাচ্ছে। তার হৃদয়টা যেন ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে অন্তর্দ্বন্দ্বে। বিপর্যস্ত এলিসার দিকে তাকাল সে। দণ্ড নামতে শুরু করেছে! মানুষের প্রতি ভালবাসা আর করুণা এযিয়েলকে সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করল। 'যাঁর প্রতি অবিশ্বাসী হচ্ছি তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন,' বিড়বিড় করে বলল সে। গলা উঁচিয়ে বলল, 'আমি পূজার অর্ঘ্য দেব।' বাটি থেকে সুগন্ধী তুলে নিল এযিয়েল, আগুনে ফেলল। শাদিদের সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মতো বলে গেল, 'এই পূজার মাধ্যমে আমি আমার শরীর আর মন আপনাদের উপাসনায় নিয়োজিত করলাম এল এবং বালটিস, আপনাদের সেবায় মন দিলাম–যাঁরা সত্যিকার দেব-দেবী।'

*

এযিয়েলের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল। স্তব্ধ বাতাসে আগুনটা সোজা হয়ে উপর দিকে উঠে আকাশ চাটছে, সুগন্ধী ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। বিচলিত এযিয়েলের মনে হলো, ধোঁয়ার আকৃতিটা প্রতিশোধ নিতে উদ্যত কোনও ফেরেস্তার। তার হাতে আগুনের তলোয়ার। ওর কলঙ্কিত অন্তরটাকে স্বর্গ থেকে যেন সে বিতাড়িত করবে, ঠিক যেমন ভাবে আদমকে স্বর্গের দরজা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছিল। আর এখানে যারা দর্শক হয়ে সূর্যাস্তের লালচে আলোয় দাঁড়িয়ে আছে, তারা যেন মানুষ নয়, মানুষের রক্তে রাঙানো কিছু দানব। তারা যেন কূপ থেকে উঠে এসেছে। তারা ওর মহাপাপের চিরন্তন সাক্ষী।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

চোদ্দো

নবী ইসাচারের পূজার অর্ঘ্য

আনুগত্যের শপথ নেওয়া শেষ হয়েছে। পুরোহিত আর উপাসিকাদের মুখ থেকে তীক্ষ্ণ বিজয়ধ্বনি বেরিয়ে এলো। তাদের দেব-দেবীর কি জয় হয়নি? শাদিদ তার দণ্ড উপরে তোলায় উল্লাসধ্বনি থামল, নীরবতা নামল আবার। 'ভাই, আপনি সত্যি ভাল কাজ করেছেন, জ্ঞানের কাজ করেছেন,' এযিয়েলকে বলল শাদিদ। 'এবার আপনার পবিত্র স্ত্রীকে গ্রহণ করুন।' এলিসাকে দেখাল শাদিদ। পাথরে মুখ রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে এলিসা। 'তাঁকে গ্রহণ করুন, তাঁর ভালবাসা নিয়ে সুখী হোন। এখন থেকে আমার বদলে আপনি শাদিদ, আমাদের প্রধান পুরোহিত। এল-এর পুরোহিতদের নেতা। আগের বিশ্বাস ভুলে যান। জয় হোক আপনার, শাদিদ, বালটিসের অবতারের মালিক, এল-এর নির্বাচিত সম্মানিত মানুষ।' পুরোহিতদের দিকে ফিরল প্রাক্তন শাদিদ। 'তোমরা পবিত্র স্বামী-স্ত্রীকে তাঁদের প্রাসাদে নিয়ে যাও।'

'ইহুদিদের পুরোহিতটার কী হবে?' জিজ্ঞেস করল মেসা।

ইসাচারের দিকে তাকাল প্রাক্তন শাদিদ। থম মেরে দাঁড়িয়ে আছেন ইসাচার, চেহারায় বেদনার স্পষ্ট ছাপ। অন্তরটা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তাঁর। দু'চোখে খেলা করছে নিখাদ আতঙ্ক।

'ইহুদি, তোমার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম,' বলল প্রাক্তন

www.BanglaBook.org

শাদিদ। 'তুমিও এই বিচারের একজন দোষী। আইন অমান্য করে বালটিসের অবতারের সঙ্গে দেখা করেছিলে তুমি। এই পাপের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তোমাকে রক্ষা করতে কোনও মেয়ে যে তোমাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে তা-ও হবার নয়। কিন্তু এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমরা দয়া করব। রাজপুত্র যা করেছেন তুমিও তা-ই করো, বেদিতে পূজা দাও, শপথ করো আনুগত্যের, তারপর চলে যাও নিজের পথে।'

'ওই বেদিতে পূজা দেয়ার আগে তোমাকে আমার কিছু বলার আছে, এল-এর পুরোহিত,' শান্ত নিচু গলায় বললেন ইসাচার। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু একটা আছে যে, যারা শুনল তাদের রক্ত হিম হয়ে এলো। 'প্রথমে আমি তোমাকে বলছি, এযিয়েল, সেই সঙ্গে তোমাকে, মেয়ে।' এলিসার দিকে হাত তুললেন তিনি। উঠে দাঁড়িয়েছে এলিসা, বাবার দেহে গা এলিয়ে দিয়েছে। থরথর করে কাঁপছে ওর সমস্ত শরীর। 'আমার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে,' বললেন ইসাচার। 'এযিয়েল, তুমি সত্যিই মহাপাপ করলে। এই পাপের জন্যে উপযুক্ত শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। তবু আমার মুখ থেকে দয়ার একটা কথা শোনো: যেহেতু তুমি ভালবাসা এবং করুণার কারণে এই মহাপাপ করেছ, তোমার অপরাধের শাস্তিটা মৃত্যু হবার মতো মারাত্মক নয়। কিন্তু বাকি জীবন তোমাকে অবিশ্বস্ত হওয়ার কারণে দুঃখ পেতে হবে। একাকী জীবন কাটাতে হবে তোমাকে, অন্তরের ভেতর অনুভব করবে দুঃসহ কষ্ট। মরতে চাইবে দুঃখ থেকে বাঁচার জন্যে।'

এলিসার দিকে তাকালেন ইসাচার। 'শোনো মেয়ে, তোমার অন্তর পরিষ্কার এবং পবিত্র। তোমার পা সত্য পথেই আছে। কিন্তু তোমার কারণেই আজকে এতোবড় পাপ সংঘটিত হলো। কাজেই তোমার ভালবাসা তোমাকে কোনও সন্তান দেবে না। তোমার প্রিয়

www.BanglaBook.org

এযিয়েল তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। স্যাকোনের কন্যা, এই পৃথিবীতে তোমার জন্যে আশা করার মতো কিছু রইল না। জীবন শেষে পরপারে আশা করার জন্যে প্রস্তুতি নাও, শুধু সেখানেই তোমার আশা করার সাধ্য হবে।'

জ্বলন্ত চোখে মেসাকে দেখলেন তিনি। 'ওখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়ে, যে আমাদের খুন করতে চেয়েছিল। শোনো উপাসিকা, তুমি জঘন্য কাজটা করেছ বালটিসের অবতার হবার লোভে। এবার তোমার ভবিষ্যৎ জেনে নাও, জংলীদের কুঁড়ে ঝাড়ু দেয়ার জন্যে বেঁচে থাকবে তুমি। তোমার পেটে আসবে জংলীদের সন্তান।...আর তুমি, পুরোহিত,' প্রাক্তন শাদিদের দিকে ফিরলেন তিনি। 'তোমার অন্তরের কথা আমি জানি। তুমি এযিয়েলকে খুন করতে চেয়েছিলে, যাতে সে তোমার পদ আর ক্ষমতা নিয়ে নিতে না পারে। তুমি চেয়েছিলে নিজে ওই পদে আসীন থাকতে। তুমি যাবে মরুভূমির শেয়ালের পেটে।'

এবার সবক'জন পুরোহিত আর উপাসিকার উদ্দেশে তিনি বললেন, 'আর তোমরা এল এবং বালটিসের অনুসারীরা, আমার কথাগুলো চিন্তা করে দেখো। যখন তোমাদেরকেই এল আর বালটিসের জন্যে উৎসর্গ করা হবে, তখন পারলে বিজয়সূচক চিৎকার কোরো। লাল আগুন তোমাদের পুড়িয়ে মারবে, কিন্তু তাতে তোমাদের পাপ নিঃশেষিত হবে না। তোমাদের পাপ কখনও ক্ষমা করার মতো নয়। আর এই অভিশপ্ত শহরের বাসিন্দারা, ওই পাহাড়ের ওপর দিকে তাকিয়ে আমাকে বলো, দিন শেষের আলোয় তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ। চকচকে বর্শা দেখতে পাচ্ছ না? ওগুলো তোমাদের হৃৎপিণ্ড ছেদ করবে, কারণ তোমাদের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। তোমরা এমন এক অভিশপ্ত শহরের বাসিন্দা, যে-শহরের নামও মানুষ ভুলে যাবে।

www.BanglaBook.org

যাদের এখনও জন্ম হয়নি, তাদের কাছে তোমাদের তৈরি করা এই স্তম্ভগুলো বিস্ময়ের কারণ হবে।'

শাদিদের দিকে ফিরলেন ইসাচার। 'এবার, পুরোহিত, আমার যা বলার ছিল তা বলা শেষ হয়েছে, এখন আমি পূজার অর্ঘ্য দেব।' কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঝট করে সামনে বাড়লেন ইসাচার, বালটিসের প্রাচীন দুর্লভ মূর্তিটা ধরে থুতু ছিটালেন ওটার ওপর, তারপর ওটা আছড়ে ফেললেন বেদিতে। সঙ্গে সঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল মূর্তিটা। ওটার কাঠগুলো আগুনে জ্বলতে শুরু করল। 'আমার পূজা শেষ হয়েছে,' বললেন ইসাচার। 'আমি যাঁর উপাসনা করি, তিনি এই উপহার গ্রহণ করুন। পূজা শেষে এবার সময় হলো উৎসর্গের। বাছা এযিয়েল, এবার তা হলে বিদায়ের পালা!'

*

ভয় আর আতঙ্কের মাঝে দিয়ে খানিকটা সময় পেরিয়ে গেল, সবার চোখ বালটিসের ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া বালটিসের মূর্তির উপর স্থির হয়ে রইল। আগুনে পুড়ছে ওটা। সম্বিত ফিরে পেয়ে রাগে গর্জন করে উঠল পুরোহিত আর উপাসিকারা, ছুটে এলো নবী ইসাচারকে ধরতে। বুকে হাত বেঁধে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলেন ইসাচার। হাতির দাঁতের তৈরি ভারী দণ্ড দিয়ে তাঁকে আঘাত করতে শুরু করল উপাসিকারা। পুরোহিতরা ভয়ঙ্কর আক্রোশে মারতে শুরু করল তাঁকে। একসময় তারা থামল। ইসাচার তার আগেই মারা গেছেন। এযিয়েল নিরস্ত্র হলেও তাঁকে রক্ষা করতে ছুটে গিয়েছিল, কিন্তু ও নিজের মৃত্যু ডেকে আনবে বুঝে মেটেম আর স্যাকোন ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে আটকে রাখলেন। তাঁদের সঙ্গে কুস্তি করে এযিয়েল নিজেকে মুক্ত করতে পারার আগেই সব শেষ হয়ে গেল, চিরতরে স্থির হয়ে গেলেন ইসাচার।

www.BanglaBook.org

সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার নামছে চারপাশে। এযিয়েলের মনে হলো শরীরে সামান্য শক্তিও নেই ওর। অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ও।

*

অবিরাম দুঃস্বপ্নের মধ্যে সময় কাটছে এযিয়েলের। বারবার দেখতে পাচ্ছে ও নবী ইসাচারের নৃশংস মৃত্যু। শুনতে পাচ্ছে তাঁর কথা। ঈশ্বরের বদলে বালটিসের অনুগত হয়ে যে পাপ সে করেছে তার জন্য অভিশাপ পড়বে ওর উপর। একসময় স্বপ্ন শেষ হলো, ঘুম ভেঙে গেল এযিয়েলের। দেখল অদ্ভুত একটা ঘরে শুয়ে আছে ও। রাত এখন। ঘরে হলদে আলো ছড়াচ্ছে লণ্ঠন। সে-আলোয় দেখল এক লোক গ্লাসে কী যেন মেশাচ্ছে। এতো দুর্বল বোধ করছে যে প্রথমে এযিয়েল মনে করতে পারল না লোকটা কে। তারপর ধীরে ধীরে মনে পড়ল সবকিছু। 'মেটেম, আমি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ও।

মুখ তুলে তাকাল ফিনিশিয়ান ব্যবসায়ী, তারপর মৃদু হেসে উত্তর দিল, 'যেখানে আপনার থাকার কথা, রাজপুত্র। আপনি আছেন শাদিদের জন্যে নির্ধারিত প্রাসাদে। কিন্তু এখন আপনার কথা বলা উচিত হবে না। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আপনি। নিন, এটা পান করুন, তারপর ঘুমান।'

তরলটা গিলে নিল এযিয়েল। সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখে নেমে এলো গভীর ঘুম। আবার যখন ঘুম ভাঙল, তখন সকাল। জানালা দিয়ে দিনের আলো আসছে। সূর্যের রশ্মি মেটেমের দয়ালু চেহারায় এসে পড়েছে। হাত দিয়ে নিজের থুতনি ধরে একটা টুলের উপর বসে এযিয়েলের দিকেই তাকিয়ে আছে সে।

'আমাকে বলো কী কী ঘটেছে এরমধ্যে,' বলল এযিয়েল।

শিউরে উঠল মেটেম। 'আপনার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর

www.BanglaBook.org

পবিত্র ইসাচার বোকামি করলেন। সবই বলব আমি, আগে আপনি কিছু খেয়ে নিন।' খাবার এগিয়ে দিল সে এযিয়েলের দিকে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'এই নিয়ে তিনদিন আপনি জ্বরের ঘোরে অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। আমি এখানে আছি আপনার সেবা করতে। ধর্মীয় কাজের ফাঁকে সময় পেলেই আপনাকে এসে দেখে যাচ্ছে আপনার বউ এলিসা।'

'এলিসা! ও কি এখানেই আছে?'

'শান্ত হন, রাজপুত্র। সে আছে। শীঘ্রি চলে আসবে আপনাকে দেখতে। এবার শুনুন ইথোবালের কথা। সে তার কথা রেখেছে। বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে শহর ঘেরাও করেছে সে। রসদপত্র আনার আর কোনও উপায় নেই। শহর ছেড়ে বের হওয়ারও কোনও পথ আর খোলা নেই। ধারণা করা হচ্ছে আগামী সপ্তাহে আক্রমণ করবে সে। অনেকেরই ধারণা শহর দখল করে নিতে পারবে সে। গুজব শোনা যাচ্ছে এই ঝুঁকি এড়াতে পুরোহিত আর উপাসিকারা নিজেদের ভেতর আলোচনা করছে ইথোবালের হাতে তারা স্যাকোনের কন্যা এলিসাকে তুলে দেবে কি না। সেক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হবে, যেহেতু ঘুষের মাধ্যমে এলিসাকে অবতার নির্বাচিত করা হয়েছে, কাজেই বালটিস দেবীর একান্ত ইচ্ছেয় সে অবতার হয়নি।'

'কিন্তু তাদের ধর্ম অনুযায়ী এলিসা আমার স্ত্রী,' বলল এযিয়েল। 'এলিসাকে তারা আরেকজনের কাছে বিয়ে দেবে কী করে?'

'এলিসাকে যদি অবতার হিসেবে না মানা হয় তা হলে নিয়ম অনুযায়ী আপনিও তার স্বামী হতে পারেন না, রাজপুত্র। তখন তো আর আপনি শাদিদ নন। এসব যুক্তির আসলে কোনও দাম নেই, আসল কথা হলো শহরের সমস্ত মানুষ ইথোবালের

www.BanglaBook.org

আক্রমণের পরিণতি চিন্তা করে আতঙ্কিত, তারা এলিসাকে ইথোবালের হাতে তুলে দিয়ে যুদ্ধ এড়াতে চাইছে। সত্যি বলতে, দরকার হলে স্বয়ং দেবী বালটিসকেও পাকড়ে ধরে তারা ইথোবালের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ছাড়ত। এলিসা নিজের বিপদটা জানে। ওই যে এসে গেছে। ওর নিজের মুখেই শুনুন।'

দরজার পর্দা সরে গেছে, ভিতরে ঢুকল এলিসা। ওর পরনে অবতারের চমকপ্রদ পোশাক, কপালে চাঁদ আকৃতির সোনার গহনা। 'রাজপুত্রের শরীর এখন কেমন, মেটেম?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল এলিসা। দেয়ালের ছায়ায় আবৃত কেদারার দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল ও।

'নিজেই দেখুন কেমন,' মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখিয়ে বলল মেটেম।

'এলিসা! এলিসা!' ধড়মড় করে উঠে বসল এযিয়েল। দু'হাত ছড়িয়ে দিল সে। এবার তাকে দেখতে পেল এলিসা। ছুটে গিয়ে ওর বুকে আছড়ে পড়ল ও। কিছুক্ষণ ওভাবেই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে থাকল দু'জন, বিড়বিড় করে ভালবাসার কথা বলল।

'আমি কি চলে যাব?' জিজ্ঞেস করল মেটেম। 'একা থাকবেন আপনারা?' এযিয়েল মাথা নাড়ানোয় বলল, 'থাকব তা হলে? তা হলে, রাজপুত্র, আপনাকে আমার মনে করিয়ে দিতে হয়, আপনি এখনও খুব দুর্বল, দয়া করে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠবেন না।'

'মন নরম কোরো না, এযিয়েল,' বলল এলিসা। 'এমন কাউকে নিশ্চয়ই তুমি পছন্দ করবে না, যে এখনও বালটিসের অবতার হিসেবে অভিনয় করছে? যদি সত্যি জানতে চাও তবে বলব, আমি আর বালটিসের উপাসনা করি না। আমার জীবন বাঁচাতে এল-এর আনুগত্য স্বীকার করে মহত্ত্ব দেখিয়েছ তুমি। কিন্তু আমি যখন বলেছিলাম কাজটা কোরো না, তখন আমি অন্তর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকেই বলেছিলাম। খুব খারাপ লাগছে আমার ভাবতে যে আমার জন্যেই তুমি এতো বড় পাপ করলে। তার চেয়েও বড় কথা; এতে উপকার কিছুই হলো না। পবিত্র ইসাচারের ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের ওপর সত্যি হয়ে নেমে আসবে। মৃত্যুকে আমি এড়াতে পারব না। দুঃখকে তুমি এড়াতে পারবে না। মৃত্যুর চেয়ে খারাপ কিছু আর কী কামনা করা যায়!'

'এ-শহর থেকে আমরা পালাতে পারি না?' জিজ্ঞেস করল এযিয়েল।

'না। মেটেমের কাছে শুনেছি, তা অসম্ভব। দিনরাত্রি আমাকে নজরে রাখা হচ্ছে, পাহারা দেয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, মেসা সর্বক্ষণ আমার পিছনে পিছনে ঘুরছে। তা ছাড়া, ইথোবাল শহরটাকে এমন ভাবে ঘিরে রেখেছে যে একটা চড়ুই পাখিও তার অজান্তে শহর থেকে বের হতে পারবে না। এযিয়েল, তার চেয়েও খারাপ খবর হচ্ছে, শান্তিরক্ষার জন্যে ইথোবালের হাতে আমাকে তুলে দেয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। এমনকী আমার বাবাও এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত। তিনি ভাবছেন যদি শহরটা রক্ষা করতে আমাকে পরিত্যাগ করতে হয়, তা হলে সেটা করাই তাঁর কর্তব্য।'

'কিন্তু তুমি তো বালটিসের অবতার। তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু হতে পারে না।'

'যিম্বোতে এখন যেরকম পরিস্থিতি তাতে স্বয়ং দেবীর ইচ্ছেও গুরুত্ব পেত না, এযিয়েল। আমি জেনেছি আজ রাতেই আমাকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। মেসা আর আরও কয়েকজনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ঠিক করা হয়েছে, পরে ঘুষ হিসেবে আমাকে তুলে দেয়া হবে ইথোবালের হাতে।'

'তার আগেই আমাদের মরে যাওয়া ভাল,' মন্তব্য করল এযিয়েল।

www.BanglaBook.org

মাথা দুলিয়ে নীরবে সায় দিল এলিসা, তারপর বলল, 'তার আগে *আমার* মরে যাওয়া ভাল। এবার আমার কথা শোনো, এযিয়েল, আমারও একটা পরিকল্পনা আছে। যদিও ক্ষীণ, তবু এখনও একটু আশা আছে আমাদের। যিখোতে আসার সময় হয়তো তুমি খেয়াল করেছ, শহরের ফটকের তিন মাইল দূরে পাহাড়ের কাঁধে পাথর কাটা হয়েছিল? ওখানে ব্রোঞ্জের গরাদসহ একটা দরজা আছে। তার ভেতরে সমাধি গুহা।'

'দেখেছি,' বলল এযিয়েল। 'শুনেছি ওটাই সবচেয়ে পবিত্র কবরস্তান।'

'ওটা বালটিসের অবতারের সমাধি,' বলে চলল এলিসা। 'আর আজ সূর্য ডোবার সময় আগের অবতারের কবর জিয়ারত করতে হবে আমাকে। নিয়ম অনুযায়ী ওখানে আমাকে একাই ঢুকতে হবে, বন্ধ করে দিতে হবে দরজাটা। আর কেউ তখন সঙ্গে থাকতে পারবে না। এখন ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনা হচ্ছে আমি যখন সমাধি থেকে প্রাসাদের দিকে ফিরব, তখন তারা আমাকে অপহরণ করবে। কিন্তু আমি ফিরব না, এযিয়েল। সমাধিতেই থাকব আমি। না, ভয় পেয়ো না, মরে পড়ে থাকব না ওখানে আমি। ওখানে খাবার আর পানি সংগ্রহ করে রেখেছি। অনেকদিন চলবে তাতে।'

'কিন্তু তাতে কাজ হবে কী করে,' বলল এযিয়েল। 'ওরা তো দরজা ভেঙে তোমাকে বের করে আনবে।'

'তা যদি তারা চেষ্টা করে, তা হলে একটা লাশ বের করতে পারবে,' বলল এলিসা। 'ওটা তারা ইথোবালের হাতে তুলে দেবে বলে মনে করি না। আমার বুকের কাছে পোশাকের ভেতর বিষ রেখেছি, কোমরেও খাপের ভেতর একটা ছোরা আছে, নগণ্য একটা জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিতে এ-দুটোর একটাই কি যথেষ্ট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নয়? আমাকে যারা অপহরণ করতে যাবে, তাদের আমি বলব, আমাকে ধরতে চেষ্টা করলে বিষ খাব বা ছোরা দিয়ে নিজেকে শেষ করে দেব। আশা করি তাতেই তারা হামলা করবে না, ভাববে খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে ধরা দেব আমি। হয়তো মনে করবে বন্দি করে রাখলে সুযোগ পেলেই জীবিত ধরতে পারবে আমাকে।'

'তুমি খুব দৃঢ় মনের মেয়ে,' প্রশংসা ঝরল এযিয়েলের কণ্ঠ থেকে। 'কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ।'

'এমন একটা মহাপাপ যেটা করার সাহস আমার আছে, প্রিয়,' বলল এলিসা। 'ইথোবালের হাতে আমাকে তুলে দেয়ার চেয়ে অনেক কম খারাপ অবস্থাতেও আমি নিজের জীবন দিতে পারি। আর যার কাছেই আমি মিথ্যে বলি না কেন, তোমার কাছে কখনও অসত্য বলব না আমি জীবনে, এযিয়েল।'

দ্বিধা আর তিক্ততায় অন্তরটা দুলছে এযিয়েলের, মেটেমের দিকে তাকাল সে। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কিছু বলার আছে, মেটেম?'

'আছে,' বলল ব্যবসায়ী। 'দুটো ব্যাপার বলার আছে। প্রথমত, আমার সামনে এসব কথা বলা এলিসার বোকামি হয়েছে। আমি হয়তো পুরোহিতদের সব জানিয়ে দেব।'

'না, মেটেম, আমি বোকামি করিনি,' বলল এলিসা। 'আমি জানি, যদিও আপনি টাকা খুব ভালবাসেন, তবু আপনি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না।'

'ঠিকই বলেছেন আপনি, তা আমি করব না। এ-শহর ধ্বংস হতে যাচ্ছে, এখন টাকা কোনও কাজে আসবে না। তা ছাড়া, ইথোবালকে আমি ঘৃণা করি। আমাকে খুন করার হুমকি দিয়েছিল সে। আপনিও অবশ্য হুমকি দিয়েছিলেন, তবে আপনাকে আমি ততটা ঘৃণা করি না। সে যা-ই হোক. ওই ইথোবালের হাত থেকে

www.BanglaBook.org

আপনাকে বাঁচাতে আমার সাধ্যমতো সবকিছুই করব আমি। এখন দ্বিতীয় বিষয়টা বলছি। আপনাকে না পেলে ইথোবাল আক্রমণ করে বসবে। আর তখন...'

'আর তখন হয়তো যুদ্ধে হারবে সে, মেটেম। শহরের নাগরিকরা নিজেদের জীবন বাঁচাতে প্রাণপণে লড়াই করবে। আর রাজপুত্র এযিয়েল আছেন এখানে। যুদ্ধের কলাকৌশল জানা দক্ষ একজন সেনাপতি তিনি। শরীর ঠিক হলে তিনিও লড়বেন।'

এযিয়েল বলল, 'চিন্তা কোরো না, এলিসা, দুটো দিন সময় দাও আমাকে, জান বাজি রেখে লড়ব আমি।'

'ঘটনা যা-ই দাঁড়াক, আমরা হাতে অন্তত কিছু সময় পাচ্ছি,' বলল এলিসা। 'ভবিষ্যতে কী হবে তা কে বলতে পারে! হয়তো ভাল কিছুই হবে। আর তা যদি না-ই হয়, তা হলেও কিছু তো করার নেই। শহর ছেড়ে আর বের হতে পারব না আমি।'

'আমারও বের হবার উপায় নেই,' বলল মেটেম। 'আমরা যে-কোনও একজন হয়তো গোপনে শহর ছেড়ে বের হয়ে যেতে পারব, কিন্তু তিনজনই পারব তা হবার নয়। শহরের দেয়ালে অবস্থান নেয়া সৈন্যরা চারদিকে নজর রাখছে। তাদের ফাঁকি দিয়ে আমরা যদি বের হয়ে যেতেও পারি, ধরা পড়ে যাব ইথোবালের সৈন্যবাহিনীর হাতে। রাজপুত্র এযিয়েল, আপনি আর ইসাচার যখন পাগলামি করে ওই মন্দিরে এলিসার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তখনই আমার শহর ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে আমাকে, নইলে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করতাম না। যা-ই হোক, পবিত্র কিন্তু বোকা মানুষ ইসাচার ছাড়া আমরা বাকিরা এখনও বেঁচে আছি। কিন্তু কতোক্ষণ বাঁচব তা বলা মুশকিল। এখন আমাদের ইথোবালকে হারানোর চেষ্টা করতে হবে। ভাগ্য ভাল হলে তারপর যে বিশৃঙ্খলা দেখা

www.BanglaBook.org

দেবে, সেই সুযোগে যিম্বো থেকে পালিয়ে যাব। পাহাড়ের প্রথম স্যারির ওপারে গোপন একটা জায়গায় আমার ভৃত্যদের অপেক্ষা করতে বলে দিয়েছি। ওখানে পৌঁছাতে পারলে উপকূলের দিকে রওনা হতে পারব। তখন হয়তো বিপদ এড়ানো সম্ভব হবে। আর যদি ইথোবালের সৈন্যবাহিনীর হাতে মারা পড়ি, তা হলে বোধহয় নির্ধারিত সময়ের একটু আগেই জানা যাবে কে মানুষের নিয়তি নির্ধারণ করে, এল আর বালটিসের সিংহাসন চাঁদ-সূর্য কি না।' থামল মেটেম, তারপর উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'রাজপুত্র, আপনার মুখটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।'

'ও কিছু নয়,' বলল এযিয়েল। 'আমাকে একটু পানি দাও। জ্বরটা এখনও যায়নি।'

পানি আনতে গেল মেটেম। কেদারার পাশে ঝুঁকে দাঁড়াল এলিসা, তারপর এযিয়েলের হাতটা তুলে নিল নিজের হাতে। ফিসফিস করে বলল, 'আমার আর বেশিক্ষণ এখানে থাকা উচিত হবে না। এযিয়েল, আমি জানি না কীভাবে বা কখন আবার আমাদের দেখা হবে। হৃদয়টা ভারী হয়ে আছে আমার। মনটা বলছে মৃত্যু খুব কাছে এসে গেছে। তোমাকে অনেক কষ্টে ফেলেছি আমি, কিন্তু কিছুই দিতে পারিনি। শুধু ভালবেসে গেছি। সেটা তো অতি সাধারণ জিনিস। যে-কোনও মেয়েই ভালবাসতে পারে।'

'তোমার ভালবাসাই আমার জন্যে সবচেয়ে দামি,' বলল এযিয়েল। 'তোমার ভালবাসা জয় করতে পেরে আমার জন্ম সার্থক হয়েছে।'

'কিন্তু আমাকে ভালবেসে অনেক বেশি মূল্য দিতে হলো তোমাকে। বুঝতে পারছি ওই বেদির আগুনে পূজা দেয়ার সময় কতোখানি কষ্ট হয়েছে তোমার। যে ঈশ্বর তোমার ছিলেন, তিনি এখন আমারও ঈশ্বর। তাঁর কাছে আমি প্রার্থনা করি, যাতে সমস্ত

www.BanglaBook.org

পাপের জন্যে তিনি আমাকে শাস্তি দেন, যেন তোমার কোনও ক্ষতি না হয়। এযিয়েল, দেহ বা মনে আমি শুধু তোমার। শুধুই তোমার। এখন তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি। আবার যদি দেখা হয়, সেটা এই দুনিয়াতেই হোক বা অন্য কোথাও, সতী হিসেবেই আবার আমি তোমার হবো। জন্ম নিয়েছিলাম বলে আমি সুখী, কারণ, তোমার দেখা পেয়েছি। তুমি বলেছ আমাকে তুমি ভালবাসো। আবার যদি জন্ম হতো, তা হলে আবারও আমি সুখী হতাম তুমি ওভাবে আমাকে ভালবাসার শপথ নিলে। তা যদি না হতো, তা হলে মরণ চাইতাম। তুমি ছাড়া জীবন আমার কাছে নরকে বাস করার মতো। না, এযিয়েল, দুর্বল হয়ে পড়ছ তুমি। আমি বরং এখন যাই। বিদায়, এযিয়েল। জীবিত থাকি বা মৃত, আমাকে তুমি ভুলে যেয়ো না।'

'আমি শপথ করে বলছি, ঈশ্বর দরকার হলে তোমার কারণে আমার মরণ দিন, আমার কারণে তোমাকে যেন মরতে না হয়,' বলল এযিয়েল।

'এটা তো আমার প্রার্থনা,' ফিসফিস করল এলিসা, ঝুঁকে এযিয়েলের কপালে চুমু খেল ও, তারপর বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পনেরো

স্বেচ্ছা অন্তরীণ

এলিসা এযিয়েলের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর দু'ঘণ্টা পেরিয়ে

www.BanglaBook.org

গেছে। বিকেলের রোদে পাহাড়ী সরু পথে বালটিসের একদল উপাসিকাকে পবিত্র সমাধির দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। তাদের সামনে রয়েছে দেবীর জন্য নির্ধারিত পোশাকের ওপর কালো আলখেল্লা পরা এলিসা। মাটির দিকে তাকিয়ে মুখ নিচু করে হাঁটছে ও। শোকের চিহ্ন হিসাবে দীর্ঘ কেশ খুলে রেখেছে।

ওর পিছনেই আছে মেসা এবং অন্যান্য উপাসিকারা। তারা মৃতা অবতারের কবরে দেওয়ার জন্য বাটিতে করে উপহার সামগ্রী নিয়ে চলেছে। উপহার হিসাবে আছে খাবার, ওয়াইন, তেলের লণ্ঠন আর সুগন্ধী।

উপাসিকাদের পিছনে হাঁটছে শোকার্ত মহিলাদের একটা দল। নিয়ম অনুযায়ী শোকের সুরে প্রার্থনাসঙ্গীত গাইছে তারা, মাঝে মাঝে গভীর শোক বোঝানোর জন্য করুণ সুরে বিলাপ করে উঠছে। তাদের এই শোক প্রকাশ যতোটা কপট মনে হবে, আসলে ততোটা হয়তো নয়; কারণ, পাহাড়ী পথ থেকে তারা সমতলভূমিতে ইথোবালের সৈন্যসামন্ত দেখতে পাচ্ছে। সূর্যের আলোয় চকচক করছে সৈন্যদলের অসংখ্য ধারাল বর্শার ফলা। আজকে মৃতা অবতারের জন্য দুঃখিত বোধ করছে না কেউ, দুঃখ বোধ করছে ইথোবাল তাদের স্বর্ণ-শহর আক্রমণের পর নিজেদের কী পরিণতি হবে সে-আশঙ্কা করে।

'সব দেব-দেবীর অভিশাপ পড়ুক ওর ওপর,' নিচু গলায় বলল এক উপাসিকা। 'ও সুন্দরী আর বিড়ালীর মতো আদুরে স্বভাবের বলে আমাদের সবাইকে মরতে হবে। বউ হতে হবে জংলীদের।' থুতনি দিয়ে এলিসাকে দেখাল সে।

সামনে হাঁটছে এলিসা, নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে।

উপাসিকার পাশ থেকে মেসা বলল, 'ধৈর্য ধরো। কী করতে হবে তুমি তো জানো। আজ রাতে ওই গর্বিতা মিথ্যা অবতার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইথোবালের শিবিরে ঘুমাবে।'

'তাতে কি ইথোবাল সন্তুষ্ট হবে, বাদ দেবে শহর আক্রমণের পরিকল্পনা?'

'তা-ই তো বলা হচ্ছে,' হাসল মেসা। 'তবে ভাবতে আশ্চর্য লাগে, গোল চোখের একটা পাতলা মেয়ের জন্যে বিজয়ের গৌরব ত্যাগ করবে একজন রাজা। তা-ও এমন একটা মেয়ে, যে ভালবাসে অন্য কাউকে। যা-ই হোক, এসো আমরা দেবতাদের ধন্যবাদ দিই যে, পুরুষমানুষদের তাঁরা বোকা করে বানিয়েছেন আর আমাদের চালাক করে দিয়েছেন, যাতে তাদের বোকামির সুযোগ আমরা নিতে পারি। ইথোবাল যখন এলিসাকে চায় তো নিয়ে যাক ওকে। খুব কম মানুষেরই তাতে খারাপ লাগবে।'

'তোমার অন্তত ভাল লাগবে,' বলল উপাসিকা। 'তা হলে বালটিসের অবতার হতে পারবে তুমি। তাতে আমার অবশ্য কোনও আপত্তি নেই। আর স্যাকোনের মেয়ে এলিসার ব্যাপারে শুধু এটুকুই বলব, যদি একটা একটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলাদা করেও ওকে ইথোবালের কাছে নিয়ে যেতে হয়, তা হলে তা-ই করব আমি।'

'না বোন, চুক্তি তা নয়,' বলল মেসা। 'মনে রেখো, সুস্থ অবস্থায় এলিসাকে তার হাতে তুলে দিতে হবে, নইলে সব বৃথা হয়ে যাবে। এবার চুপ করে যাও। আমরা সমাধির কাছে চলে এসেছি।'

সমাধির সামনের চত্বরে পৌঁছে অর্ধচন্দ্রের আকৃতিতে দাঁড়াল সবাই। তাদের পিছনে ষাট ফুট বা তারও বেশি উঁচু খাড়া এক টিলা। সমতল থেকে এ-জায়গাটাকে আড়াল করেছে ওটা। ওদিকে আছে ব্যবসায়ীদের ব্যবহৃত রাস্তাটা, সোজা চলে গেছে উপকূলের দিকে।

BanglaBook.org

মৃতা অবতারের উপর যেন দেব-দেবীর আশীর্বাদ বর্ষিত হয় সেজন্য প্রার্থনা-সঙ্গীত শুরু হলো। নতুন অবতার হিসাবে একটা সোনার চাবি দিয়ে সমাধির ব্রোঞ্জের তৈরি দরজার তালা খুলল এলিসা। যারা উপহার সামগ্রী নিয়ে এসেছে তারা সমাধির দরজা পার করে ওগুলো এগিয়ে দিল। আর এগোবার নিয়ম নেই তাদের।

এবার নত মুখে বুকে দু'হাত ভাঁজ করে সমাধির ভেতর ঢুকল এলিসা, দরজা বন্ধ করে তালা দিয়ে দিল। দুটো বাটি তুলে নিল ও, তারপর সমাধির আবছা অন্ধকারে আরও ভেতরের দিকে ঢুকল।

'দরজায় তালা দিল কেন?' জিজ্ঞেস করল একজন উপাসিকা। 'এটা তো নিয়ম নয়!'

'ইচ্ছে হয়েছে তা-ই তালা মেরেছে,' তীক্ষ্ণ শোনাল মেসার কণ্ঠ। সে-ও একই কথা চিন্তা করছে।

এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, এলিসা ফিরল না। মেসার চিন্তা এবার সন্দেহ আর দুশ্চিন্তায় রূপ নিল। 'ডাকো তাকে,' নির্দেশ দিল সে। 'প্রার্থনা করতে অনেক বেশি সময় নিচ্ছে বালটিসের অবতার। কোনও বিপদ হলো কি না কে জানে!'

দরজার কাছ থেকে ডাকাডাকি শুরু হলো। হাতে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন নিয়ে গরাদের এপাশে এসে দাঁড়াল এলিসা। জিজ্ঞেস করল, 'বিরক্ত করছে কেন এই পবিত্র আশ্রয়ে?'

'কারণ, দেবী, ওরা নগর প্রাচীরে রাতে নজর রাখার জন্যে লোক রাখবে,' বলল মেসা। 'তা ছাড়া, মন্দিরে ফেরার সময়ও হয়েছে।'

'ফিরে যাও তা হলে,' বলল এলিসা। 'আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও। কী, যেতে পারছ না, মেসা? কেন যেতে পারছ না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তা বলব আমি? কারণ তোমরা ঠিক করেছ আজ রাতে আমাকে ইথোবালের হাতে তুলে দেবে। যারা আমাকে নিয়ে যেত তাদের কাছে খালি হাতে ফিরে গেলে কড়া কথা শুনতে হবে তোমাদের। না, মেসা, অভিযোগ অস্বীকার কোরো না, আমারও গুপ্তচর আছে। আমি তোমাদের পরিকল্পনা ভাল করেই জানি। সেজন্যেই এই পবিত্র সমাধিতে আশ্রয় নিয়েছি।'

সরু ঠোঁট দুটো পরস্পরের উপর চেপে বসল মেসার, সে জবাব দিল, 'যারা বালটিসের অবতারের ওপর হাত দিতে চায় তারা পবিত্র সমাধিতে আশ্রয় নিলেও তাকে ধরে নিয়ে যেতে পারবে।'

'আমি জানি, মেসা। তবে দরজাটা তালা বন্ধ। আর আমার কাছে খাবার আর পানির অভাব নেই।'

'দরজা যতোই শক্ত হোক, তা ভাঙা যায়,' বলল একজন উপাসিকা। 'কাজেই খামোকা ঝামেলা করবেন না। আমরা চাই না পলাতক ক্রীতদাসের মতো টেনেহিঁচড়ে আপনাকে নিয়ে যেতে হোক।'

'আচ্ছা!' মৃদু হাসল এলিসা। 'জোর করে আমাকে ধরতে চেষ্টা করলে আরেকটা দরজার ওপারে আশ্রয় নেব আমি। সেখান থেকে কেউ আমাকে বের করতে পারবে না। দরকারে নিজের জীবন শেষ করে দেব আমি। এই দেখো, বিশ্বাসঘাতকের দল, এই যে বিষ, আর এই যে ছোরা। শপথ করে বলছি, কেউ যদি আমাকে এখান থেকে ধরে নিয়ে যেতে চায়, তা হলে আত্মহত্যা করব আমি। তারপর তোমরা আমার লাশটা ইথোবালের কাছে নিয়ে যেয়ো। সে হয়তো তোমাদের ধন্যবাদ দেবে। এবার যাও। আমার বাবা আর এই জঘন্য পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত সবাইকে গিয়ে বলো, যেহেতু তারা ইথোবালের কাছে আমাকে ঘুষ হিসেবে

www.BanglaBook.org

তুলে দিতে পারছে না, কাজেই তারা বরং পুরুষমানুষের মতো নিজেদের তলোয়ার নিয়ে ইথোবালের সঙ্গে লড়াই করে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে সমাধির অন্ধকারে চলে গেল এলিসা।

এক ঘণ্টা পর মেসার মুখে কী ঘটেছে শুনে অত্যন্ত হতাশ হলো পরিকল্পনাকারী উপদেষ্টামণ্ডলী আর উপাসকরা। এর একটা বিহিত করতে স্যাকোনকে ধরল তারা। মাথা নেড়ে স্যাকোন বললেন, 'আমি জানি জোর করে কিছু করতে গেলে আমার মেয়ে যা বলেছে তা-ই করবে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে যান আপনারা, তাকেই জিজ্ঞেস করে জেনে নিন। ভাল করেই আমি জানি কী বলবে সে আপনাদের।'

শেষ আশা ছাড়তে না পেরে উপদেষ্টারা গেলেন পবিত্র সমাধিতে। দরজার এপার থেকে যুক্তিতর্ক দিয়ে এলিসাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। লাভ হলো না কোন। বিষের বোতল বুকে নিয়ে ছোরা হাতে কথা বলল এলিসা। মেসাকে যা বলেছিল তা-ই বলল উপদেষ্টাদেরও। পারলে তারা পুরুষমানুষের মতো তলোয়ার দিয়ে লড়াই করুক ইথোবালের বিরুদ্ধে। ওকে ইথোবালের হাতে তুলে দিলেও যে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ এড়ানো যাবে না তা-ও জানাল।

'একশো বছর ধরে এই ঝড় দানা বেঁধেছে,' বলল এলিসা। 'এখন আপনারা চান বা না চান ঝড় আসবেই। যুদ্ধ যখন শেষ হবে তখন জানা যাবে যিম্বো শহরের মানুষ এই এলাকার মালিক, না উপজাতিদের রাজা ইথোবাল।'

ফিরে আসতে হলো উপদেষ্টাদের। পরদিন ভোরে এলো রাজা ইথোবালের দূত। গম্ভীর চেহারায় ভারী হৃদয়ে তাদের জানানো হলো কী ঘটেছে।

'আমরা খুশি,' জানাল দূতরা। 'আমরা স্যাকোনের মেয়ের

www.BanglaBook.org

প্রেমে পড়িনি। শান্তি নয়, যুদ্ধ চাই আমরা। বহু বছর ধরে আমাদের সম্পদ লুণ্ঠনকারী সাদামানুষদের পায়ের তলায় পিষবার সময় হয়েছে। আর এ-শহর ধ্বংস করতেও কষ্ট হবে বলে আমরা মনে করি না। একদল টাকা-লোভী দুর্বল মানুষের শহর এটা। এমন একদল মানুষের শহর, যারা একটা কুমারী মেয়ের মতামতের বিরুদ্ধেও কিছু করতে পারে না।'

আসন্ন বিপদ এড়াতে ইথোবালকে অন্য মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করা হলো। বলা হলো যতোজনকে খুশি বিয়ে করতে পারে ইথোবাল। সেই সঙ্গে প্রচুর অর্থ দেওয়া হবে তাকে উপহার হিসাবে।

দূতরা বিদায় নিল। বিদায় নেওয়ার আগে জানিয়ে গেল, রাজা শুধু একটা মেয়েকেই চেয়েছেন, সে এলিসা। তাকে ইথোবালের হাতে তুলে না দিলে আর কোনও কথাই থাকতে পারে না।

ব্যর্থ হয়ে আক্রমণ ঠেকানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করল বিমর্ষ নগরবাসী।

ওদিকে ইথোবাল যখন দূতদের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনল তখন প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ল সে।

এলিসাকে তার হাতে অক্ষত অবস্থায় তুলে দেওয়া যায়নি, কাজেই যুদ্ধের জন্য সভা ডাকা হলো যিম্বো শহরে। যোদ্ধা হিসাবে এযিয়েলের সুনাম আছে, সুতরাং সে সুস্থ হয়ে উঠতেই তার সাহায্য চাওয়া হলো। এখন সবাই ভুলে যেতে চাইছে যে যুদ্ধের একটা কারণ এযিয়েল। তাকে ভালবেসেই ইথোবালকে প্রত্যাখ্যান করেছে এলিসা। কর্তৃপক্ষ আশা করছে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে এযিয়েলের মাধ্যমে ইজরায়েল আর মিশরের সামরিক সাহায্য পাবে তারা। এযিয়েল পরামর্শ দিল, রাতের বেলায় ইথোবালের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করা উচিত। হামলার অপেক্ষায় না থেকে নিজেদেরই তাদের উচিত আক্রমণে যাওয়া। কিন্তু তার কথা শোনা হলো না। উপদেষ্টারা শহরের দুর্ভেদ্য দেয়ালের উপরই ভরসা রাখল। তাদের ধারণা ওই দেয়ালই প্রতিরক্ষার হিসাবে কাজ করবে। মেটেমও তাদের সঙ্গে একমত হলো। এযিয়েলের কথার জবাবে সে বলল, 'আপনার কৌশলে কাজ হতো যদি আপনার পেছনে থাকত ইজরায়েলের সৈন্যবাহিনী বা আরব মরুর দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার বাহিনী। কিন্তু আপনার মনে রাখতে হবে, যারা লড়াই করবে তারা আমারই মতো ব্যবসায়ী আর সাধারণ মানুষ। যোদ্ধা নই আমরা। ইঁদুর যেমন কোণঠাসা হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি না হলে লড়ে না, এরাও কেউ তেমনি লড়বে না। আগে বেড়ে আক্রমণও করবে না কেউ। এটা ঠিক যে শহরে সামান্য সংখ্যক দক্ষ যোদ্ধা আছে, কিন্তু তারা বিদেশি পেশাদার সৈনিক। এ ছাড়া আর যারা আছে তাদের কাউকেই পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। না, দেয়ালের এপারেই থাকতে হবে আমাদের। দেয়াল যখন তৈরি করা হয়েছিল তখন পোক্ত ভাবেই তা করা হয়েছিল। আশা করা যায় আক্রমণ ঠেকাতে কাজে আসবে ওগুলো।'

তিন সারিতে যিম্বোর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হলো। প্রথম বাধা দেওয়া হবে ক্রীতদাস আর চাকরদের কুটিরের বাইরে যে দেয়ালটা শহর ঘিরে আছে, সেখানে। তারপরের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা মূল শহর ঘিরে রাখা পাথরের তৈরি জোড়া দেয়াল। ওগুলোর মাঝখানে পরিখা আছে। তৃতীয় ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হবে মন্দির এবং পাহাড়ের উপরের দুর্গ। ওখানে অনেকগুলো ঘাঁটি আছে। সেগুলোর ঘেরের ভিতর গরু-ছাগল জড়ো করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে অবরোধ করা হলে খিদের জ্বালায় সৈন্যরা যদি ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য না হয় তা হলে

www.BanglaBook.org

দুর্গের পতন হবে না।

পাঁচ দিন পেরিয়ে গেল প্রস্তুতির মাঝ দিয়ে, তারপর শহরের উপর আক্রমণ এলো ইথোবালের তরফ থেকে। রণহুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে তার দশ হাজার সৈন্য ছুটে আসতে শুরু করল। তাদের হাতে বিরাট বিরাট বর্শা আর ষাঁড়ের চামড়ার তৈরি বর্ম, মাথায় পাতার মুকুট। যিম্বোর বাইরের দেয়ালের উপর সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ল ইথোবালের সৈন্যদল। দুবার প্রতিআক্রমণের মুখে পিছিয়ে যেতে হলো তাদের। কিন্তু দেয়ালের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করতে পেরেছে তারা। প্রতিরোধকারী অনেক সৈন্যকে খতমও করে দিয়েছে। তৃতীয় আক্রমণে দেয়াল টপকে সারি সারি পিঁপড়ের মতো মার্চ করে ঢুকে পড়ল ইথোবালের সৈন্যবাহিনী। শহর প্রতিরোধকারী সৈন্যরা মূল ফটকের দিকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো। ততোক্ষণে অনেকে মারা গেছে। ক্রীতদাসদের বেশিরভাগই অস্ত্র ফেলে বউ-বাচ্চাসহ ইথোবালের আশ্রয় প্রার্থনা করল। ক্ষমা করে দিল তাদের ইথোবাল।

সারারাত যিম্বোর সেনাপতিরা প্রস্তুতি নিল। সবাই জানে, এবার আসবে সর্বাত্মক আক্রমণ। ভিতর দিকের দেয়ালের সবখানে সৈন্য মোতায়েন করা হলো। দক্ষিণ ফটকের দায়িত্বে আছে রাজপুত্র এযিয়েল। আলগা পাথর দিয়ে বাধা সৃষ্টি করে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি নিল সে।

ভোরের সামান্য আগে, পুবাকাশ মাত্র ফর্সা হচ্ছে, এযিয়েল শুনতে পেল পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের রণসঙ্গীত। তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে আসছে তারা দেয়ালের দিকে। দিনের আলো ফুটতে এযিয়েল দেখতে পেল তাদের। তিন ভাগ হয়ে বাছাই করা তিন জায়গা আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছে ইথোবালের পঞ্চাশ হাজার সৈন্য। বড় দলটার নেতৃত্ব দিচ্ছে ইথোবাল। সে আসছে

BanglaBook.org

এযিয়েল দেয়ালের যে ফটকের কাছে আছে, সেটার দিকে। ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য। মাথায় পাতার মুকুট, হাতে চওড়া ফলার বর্শা, এগিয়ে আসছে সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী। নতুন সূর্যের আলোয় তাদের বর্শার ফলা চকচক করছে। সৈন্যদের চেহারায় ঘৃণার ছাপ আর হত্যার জিঘাংসা।

এরকম দৃশ্য আগে কখনও দেখেনি এযিয়েল। জংলী হোক আর যা-ই হোক, দুর্দান্ত সাহসী সৈনিকরা এগিয়ে আসছে তাদের রাজার আদেশে শহর আক্রমণ করতে। দরকার হলে খালিহাতে পাথরের দেয়াল ধসিয়ে দেবে তারা। মরতে হলে মরবে, কিন্তু পিছিয়ে যাবে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশে তাকাল এযিয়েল, দেখতে পেল মেটেম দাঁড়িয়ে আছে কাছেই। এযিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'এলিসার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?'

'না, রাজপুত্র। সমাধির ভেতরে আছেন উনি। তবে তাঁর কথা শুনেছি।'

'কী বলেছে বলো আমাকে। হাতে আর বেশি সময় নেই।'

'সামান্য কথাই বলেছে। সমাধি পাহারা দেয়া হচ্ছে। ওখানে বেশিক্ষণ থাকতে আমি সাহস করিনি। আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, বলেছেন যুদ্ধের মধ্যেই তাঁর হৃদয় আপনার সঙ্গে থাকবে। ঈশ্বরের কাছে তিনি প্রার্থনা করছেন যাতে আপনি নিরাপদ থাকেন। আরও বলেছেন তিনি ভাল আছেন, যদিও কবরস্তানে খুব একা বোধ করছেন।'

'একা তো বটেই,' বলল এযিয়েল। কেন যেন শিউরে উঠল সে। 'মেটেম, আর কিছু বলেনি এলিসা?'

'বলেছেন, রাজপুত্র। কিন্তু তা ভাল কিছু নয়। বলেছেন তিনি আশঙ্কা করছেন তাঁর মরণের সময় কাছিয়ে এসেছে, আপনাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুজনের আর দেখা হবে না। আমাকে বলতে বলেছেন, তিনি পৃথিবী থেকে চলে গেলেও যতোদিন আপনি বাঁচবেন, দেখা না গেলেও তাঁর আত্মা আপনার সঙ্গে থাকবে। আপনার সময় যখন শেষ হবে তখন তিনি আপনাকে নিতে মৃত্যুর দরজায় অপেক্ষা করবেন।'

মুখ ফিরিয়ে নিল এযিয়েল। বলল, 'তা-ই যদি হয় তা হলে আমার মরণ যেন শীঘ্রি আসে।'

তিক্ত হাসল মেটেম। 'চিন্তা করবেন না, রাজপুত্র, ওদিকে দেখুন।' অগ্রসরমান সেনাবাহিনী দেখাল সে।

'দেয়ালটা যথেষ্ট শক্ত,' বলল এযিয়েল। 'আমরা ওদের প্রতিহত করতে পারব। পিছিয়ে যেতে হবে ওদের।'

'না, রাজপুত্র,' দ্বিমত পোষণ করল মেটেম। 'শক্ত দেয়াল পাহারা দিতে হলে শক্ত হৃদয় লাগে। যিম্বোর কাপুরুষ নাগরিক আর তাদের ভাড়াটে সৈন্যরা ভয়ে কাঁপছে। দেখবেন, পবিত্র ইসাচারের ভবিষ্যদ্বাণীই ঠিক হবে। ধ্বংস হয়ে যাবে এ-শহর। মারা যাবে শহরের বাসিন্দারা। মন্দিরে আর মৃত্যুর আগে ইসাচারের বলা কথাগুলো মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে সবার ওপর। আরও খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, এক লোক কাল রাতে চিৎকার করে বলেছে যে, সে ইসাচারের কথা মতো আগুনের তৈরি একটা তলোয়ার শহরের ওপর নেমে আসছে তা দেখতে পাচ্ছে। যারা ওখানে উপস্থিত ছিল তারাও শপথ করে একই দৃশ্য দেখার কথা বলেছে। আমার অবশ্য ধারণা নক্ষত্রের আকৃতি দেখে তাদের মতিভ্রম ঘটেছিল। আরেক লোক ঘোষণা করেছে সে পবিত্র ইসাচারের আত্মার সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। সে-লোক আত্মার আয়নার মতো চোখে দেখেছে মন্দিরের দেয়াল ঘিরে নাচছে আগুনের লেলিহান শিখা। সেই আলোয় পড়ে আছে তার নিজের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাশ। যে-লোক ঘোষণাটা দিয়েছে সে একজন পুরোহিত। সে-ই পবিত্র ইসাচারকে মৃত্যুর আগে প্রথম আঘাতটা করেছিল। ঘটনা শুধু এখানেই শেষ নয়, এলিসা না থাকায় তার পক্ষ হয়ে কাল রাতে ছয়মাসের একটা শিশুকে আগুনে উৎসর্গ করেছে মেসা নামের মেয়েলোকটা। সেই শিশু মরার পর নড়ে উঠেছিল। জোর গলায় সে বলেছে তিনদিন পার হবার আগেই তার রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে উপাসিকাদের। আমি এসব বিশ্বাস করি আর না করি, উপাসিকারা বিশ্বাস করেছে। মৃত্যু-কুঠুরি থেকে পালিয়ে আসে তারা। আমি নিজের চোখে ভয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে পালাতে দেখেছি তাদের। কিন্তু এসব অলৌকিক ঘটনা সত্যি কি মিথ্যে তা দিয়ে কী হবে, দেয়াল তো পাহারা দিচ্ছে কাপুরুষের দল। এদিকে ঝিকঝিক করছে ইথোবালের সৈন্যদের বর্শার ফলা। রাজপুত্র, আমি বলে দিচ্ছি, ধরে নিন এই প্রাচীন শহর ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আমাদেরও সময় ফুরিয়ে এলো।'

'তা-ই হোক, যদি তা-ই হবার হয়,' বলল এযিয়েল। 'সান্ত্বনা প্যাব এই ভেবে যে লড়াই করতে করতে মরব আমি।'

'আমিও লড়তে লড়তেই মরব, রাজপুত্র। লড়ব, লড়তে ভালবাসি বলে নয়, লড়ব কারণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বর্শার আঘাতে মৃত্যুর চেয়ে লড়াই করতে করতে মৃত্যুবরণ করা ভাল। ওই দেখুন, প্রহরী পরিবেষ্টিত ইথোবাল আসছে। আমাকে একটা ধনুক দিন। দূরত্ব বড় বেশি, কিন্তু হয়তো আমি তার কালো হৃদয়ে একটা তীর ঢুকিয়ে দিতে পারব।'

'তার চেয়ে বরং লড়াইয়ের জন্যে শক্তি সঞ্চয় করে রাখো,' বলল এযিয়েল। 'দূরত্ব সত্যিই অনেক বেশি।' প্রহরীদের নেতার দিকে ফিরল এযিয়েল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ষোলো

মৃত্যু-খাঁচা

এক ঘণ্টা পর জোড়া দেয়ালের বাছাই করা দুর্বল জায়গাগুলোতে আক্রমণ শুরু হলো। আক্রমণের শিকার হলো দক্ষিণের ফটকও।

সৈনিকদের সামনে আছে ক্রীতদাসদের বিরাট একটা দল। শহরের বাইরের দিক বিজয়ের সময় তারা ধরা পড়েছে বা নিজেরাই দল বদল করেছে। পরিখা ভরে দেওয়ার জন্য দড়ি দিয়ে বাঁধা কাঠের আঁটি বয়ে আনছে তারা। দেয়াল বেয়ে ওঠার জন্য সেই সঙ্গে নিয়ে আসছে অদক্ষ হাতে তৈরি মই, ধাক্কা দিয়ে দেয়াল ভাঙার জন্য ভারী গাছের গুঁড়ি। এদের বেশিরভাগই নিরস্ত্র। যা বহন করছে সেগুলো বর্মের মতো সামনে ধরে রাখার কারণে কিছুটা নিরাপত্তা পাচ্ছে। এ ছাড়াও ইথোবালের সৈন্যরা তীর ছুঁড়ে তাদের দিক থেকে বিপক্ষের মনোযোগ সরিয়ে রাখছে।

শত্রুদের তীরে এযিয়েল এবং তার অধীনস্থদের তেমন কোনও অসুবিধা হচ্ছে না, দেয়ালের আড়াল পাচ্ছে তারা। কিন্তু তাদের তীরের সামনে পড়ে যাওয়ায় কাতারে কাতারে মরছে ক্রীতদাসরা। পিছিয়ে যেতে চাইলে বর্শার খোঁচায় এদের সামনে বাড়তে বাধ্য করছে ইথোবালের সৈনিকরা। পালাবার পথ নেই। তবুও কেউ কেউ বাঁচল। দৌড়ে এসে দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিরাপত্তা পেল তারা, বয়ে আনা গাছের গুঁড়ি দিয়ে দেয়ালে

www.BanglaBook.org

আঘাত করতে শুরু করল, মই তুলল দেয়ালের গায়ে। সমস্ত প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করছে। মরছে অকাতরে। উপায় নেই তাদের, সামনে না বাড়লে ইথোবালের সৈন্যরা তাদের খুন করবে। তারপর শুরু হলো আসল আক্রমণ।

হিংস্র রণহুঙ্কার ছেড়ে তিন ভাগে বিভক্ত ইথোবালের সেনাবাহিনী এবার দেয়াল আক্রমণ করে বসল। গুঁড়ি দিয়ে দেয়ালে আঘাত করতে শুরু করল তারা, মই বেয়ে দেয়াল টপকানোর জন্য উঠতে শুরু করল।

উপর থেকে তাদের লক্ষ্য করে বর্শা আর তীর ছোঁড়া হলো, ভারী পাথর ফেলে পিষে দেওয়া হলো অনেককে। এ ছাড়াও আছে ফুটন্ত পানি। এযিয়েলদের হাতের কাছেই আগুনে গরম হচ্ছে বিরাট হাঁড়ি ভরা পানি।

বারবার প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করে পিছিয়ে যেতে হলো ইথোবালের সেনাদলকে। বারবার নতুন করে দলবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এলো তারা। দক্ষিণের ফটকে তিনবার মই তোলা হলো। তিনবারই উঠে এলো সৈনিকরা। অকাতরে মৃত্যু হলো তাদের। লাশগুলো ঠেলে ফেলে দেওয়া হলো নীচের পরিখায়।

দিনটা এভাবেই পার হচ্ছে।

'আমরাই জিতব,' মেটেমকে চিৎকার করে জানাল এযিয়েল। নতুন মই বেয়ে উঠে আসা একদল লোক মারা পড়ল। মইটা ফেলে দেওয়া হলো নীচে।

'হ্যাঁ, এখানে জিতব, কারণ আমরা লড়াই করছি,' বলল মেটেম। 'কিন্তু অন্যখানে হয়তো দৃশ্যটা অন্যরকম হবে।'

দক্ষিণ ফটকে সত্যিই আক্রমণের তোড়জোর কমে গেছে। আরেকটা ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, তারপর বামদিক থেকে ওরা শুনতে পেল বিজয়ের উল্লাসভরা চিৎকার। আরেকটা চিৎকার কানে এলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওদের। 'দ্বিতীয় দেয়ালের পেছনে যাও! শত্রু এসে পড়ল বলে!'

মেটেম ওদিকে তাকাল। তাদের তিনশো ফুট বামে ইথোবালের সৈনিকরা বানের পানির মতো ছুটে আসছে। 'আসুন,' এযিয়েলকে বলল সে। 'বাইরের দেয়ালটার দখল হারিয়েছি আমরা।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই দক্ষিণ ফটকের দেয়ালে মইয়ের মাথা দেখা দিল। সৈনিকদের ঠেকাতে আবারও অস্ত্র হাতে এগিয়ে গেল এযিয়েল। কয়েকজনকে হত্যা করে লড়াই শেষে পিছন ফিরে দেখল ঘেরাও হয়ে গেছে সে। মেটেম আর অন্যান্যরা পিছিয়ে চলে গেছে দ্বিতীয় দেয়ালের পিছনে, নিরাপদ আশ্রয়ে। এযিয়েলের সঙ্গে আছে মাত্র বারোজন বিশ্বস্ত, সাহসী ইহুদি যোদ্ধা। মই ঠেলে ফেলতে ব্যস্ত ছিল তারা, সরে যেতে পারেনি। দেয়ালের মিনার ছেড়ে এখন আর কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। চারপাশে গিজগিজ করছে ইথোবালের সৈন্য।

'এখন আমাদের একটা কাজই করার আছে,' নিজের সৈনিকদের বলল এযিয়েল। 'মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সাহসের সঙ্গে লড়ে যাওয়া।'

কথা শেষ হতেই একটা বর্শা নীচ থেকে ছুটে এসে এযিয়েলের বুকের বর্মে এসে লাগল। আঘাতটা এতো জোরাল যে, হাঁটু মুড়ে বসে পড়তে হলো তাকে। আবার যখন উঠে দাঁড়াল, একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, তার নাম ধরে ডাকছে। দেখতে পেল ক্যাপ্টেন পরিবেষ্টিত ইথোবালকে।

'তুমি পালাতে পারবে না, রাজপুত্র এযিয়েল,' বলল ইথোবাল। 'বরং আমার দয়া প্রার্থনা করো।'

ধনুকে তীর জুড়ে নীচে দাঁড়ানো ইথোবালকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল এযিয়েল। দক্ষ তীরন্দাজ সে। ভারী তীরটা ইথোবালের সোনালী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শিরস্ত্রাণ ভেদ করে গেল। চামড়া ফুটো করে করোটির হাড়ে গুঁতো খেয়ে থামল ওটা।

'আমার জবাব তুমি পেয়ে গেছ,' চিৎকার করে বলল এযিয়েল।

ইথোবাল আঘাতের প্রচণ্ডতায় মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। অল্পক্ষণ পরই উঠে দাঁড়াল সে, চিৎকার করে নির্দেশ দিল, 'রাজপুত্র এযিয়েল আর ইহুদি সৈনিকদের জীবিত ধরে আমার কাছে নিয়ে এসো! অক্ষত অবস্থায় যারা তাদের ধরতে পারবে, তাদের আমি প্রচুর গরু পুরস্কার দেব। কিন্তু কেউ যদি তাদের মেরে ফেলে, তা হলে তাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দেব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নির্দেশটা শুনল ক্যাপ্টেনরা, তারপর নিজেরা নির্দেশ দিতে শুরু করল। অনেকগুলো মই মাথা তুলল দেয়ালের উপর। অসংখ্য নিরস্ত্র মানুষ উঠে আসছে মই বেয়ে। বারবার মই ঠেলে ফেলে দিল এযিয়েল আর তার সৈনিকরা। কিন্তু এক পর্যায়ে তা আর সম্ভব হলো না। তারা সংখ্যায় এতো কম যে, মানুষের ওজনের কারণে ভারী মইগুলো ঠেলে ফেলে দেওয়া গেল না। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো এগিয়ে এলো অসংখ্য সৈনিক। তাদের ঠেকানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করল এযিয়েল আর তার বিশ্বস্ত সৈনিকদের দল, কিন্তু কাজটা অসম্ভব। অস্ত্রধরা হাত ভারী হয়ে গেল তাদের ক্লান্তিতে। এযিয়েল চিন্তা করে দেখল, ধরা দেওয়ার চেয়ে মিনার থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করা সম্মানজনক। কিন্তু চেষ্টা করেও তা পারল না। তার সৈনিকরাই বাধা দিয়ে ঠেকাল তাকে। মুহূর্ত পরেই ধরা পড়ে গেল সবাই। বাঁধা হলো তাদের, সিঁড়ি বেয়ে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। ঘাড় ফিরিয়ে এযিয়েল দেখল, আক্রমণ আসার আগেই ভিতরের দেয়াল থেকে ছুটে পালাচ্ছে ভাড়াটে সৈনিকরা। যিম্বোর হাজার হাজার মানুষ

www.BanglaBook.org

মন্দিরের সরু ফটক দিয়ে ঠেলাঠেলি করে ঢুকছে, দুর্গের দিকে ছুটে চলেছে তারা। স্পষ্ট বুঝতে পারল এযিয়েল, এই প্রাচীন নগরীর আয়ু ফুরিয়েছে। নবী ইসাচারের ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হতে চলেছে।

*

কিছুক্ষণ পর এযিয়েল আর তার সৈনিকদের গলায় চামড়ার ফিতে বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো ইথোবালের সেনাদলের সামনে দিয়ে। টিটকারি মারা হলো তাদের লক্ষ্য করে, থুতু ছিটানো হলো গায়ে।

চামড়ার তৈরি একটা তাঁবুর সামনে থামানো হলো তাদের। তাঁবুর উপর ইথোবালের পতাকা পতপত করে উড়ছে বাতাসে। এই তাঁবুর ভিতর এযিয়েলকে একা ঢোকানো হলো ধাক্কা দিয়ে। জোর করে এযিয়েলকে হাঁটু মুড়ে বসতে বাধ্য করা হলো। তার সামনে সিংহের চামড়া মোড়া একটা কেদারায় আরাম করে আধবসা হয়ে আছে বিশালদেহী ইথোবাল। ডাক্তাররা তার মাথার ক্ষত চিকিৎসা করছে।

'অভিনন্দন, ইজরায়েলের সলোমন আর মিশরের ফেরাউনের নাতি,' টিটকারির সুরে বলল ইথোবাল। 'দুনিয়ার রাজার সামনে মাথা নিচু করে সম্মান দেখাতে হাজির হওয়াটা তোমার জন্যে জ্ঞানীর কাজই হয়েছে।'

'ফালতু কৌতুক,' মন্তব্য করল এযিয়েল। ফিরে তাকাল যারা তাকে জোর করে ধরে বসিয়ে রেখেছে তাদের দিকে। 'সত্যিকার সম্মান হৃদয় থেকে আসে, রাজা ইথোবাল।'

'জানি, ইহুদি। তোমার অবস্থা যখন আরও করুণ হবে, তখন তোমার হৃদয় থেকেই সম্মানটা আসবে।...তোমাকে তীর ছুঁড়তে শিখিয়েছে কে? ভাল তীর ছোঁড়ো তুমি।' শিরস্ত্রাণটা দেখাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইথোবাল। ওটার গায়ে এখনও এযিয়েলের তীরটা গেঁথে আছে।

'আমি ক্লান্ত ছিলাম বলে ঠিক মতো ছুঁড়তে পারিনি,' বলল এযিয়েল। 'কথা দিচ্ছি, রাজা ইথোবাল, এরপর যখন আমি তীর ছুঁড়ব সেটা ঠিকই তোমার বুক ভেদ করবে।'

'ভাল বলেছ,' হেসে উঠল ইথোবাল। 'কিন্তু ইহুদি কুকুর, এখন *আমার* ছিলা টানার সময়। কীভাবে তা টানব সেটা আমি পরে জানাব। ভাল কথা, তোমাকে কি বলা হয়েছে যে, যিম্বোর পতন হয়েছে? নগরবাসী মন্দির আর ওপরের দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে, ভাবছে ওখানে তারা নিরাপদ। আসলে সমতলেই তারা বেশি নিরাপদ থাকত। বালটিসের প্রাসাদ থেকে মন্দির আর দুর্গে যাওয়ার একটা গোপন পথ আছে। ওটা বোধহয় চেনো তুমি? আমি যদি ওই পথের হদিশ না-ও পাই, তবু আশ্রয় নেয়া মানুষের খিদে আর পিপাসা আমার পক্ষে কাজ করবে। বুঝতে পারছ, ইহুদি, আমার জয় হয়েছে? বিজয় যতোটা কঠিন হবে মনে করেছিলাম, তা-ও হয়নি। শহর এখন আমার দখলে। ওটা আমি রক্ষা করব না ধ্বংস করে দেব, সেটা পুরোপুরিই নির্ভর করে আমার ইচ্ছের ওপর। তোমার ছোঁড়া তীর আরেকটু হলেই আমার এই বিজয় নষ্ট করে দিত।'

'যা হবার তা হবে,' নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল এযিয়েল। 'আমি আমার সাধ্যমতো করেছি। এবার ভাগ্যে যা আছে তা-ই ঘটবে।'

'হ্যাঁ, ইহুদি, তোমাকে কাপুরুষের দল ত্যাগ করার আগে পর্যন্ত তুমি ভাল লড়েছ। কাপুরুষদের কপালে কী ঘটবে তা নিয়ে সাহসী পুরুষ মাথা ঘামায় না। কিন্তু এলিসার কী হবে? না, কিছু বোলো না, আমি জানি সে বালটিসের অবতারের সমাধিতে আশ্রয় নিয়েছে। বিষের বোতল আছে ওর কাছে। আরও আছে একটা ছোরা। যদি ওকে আমার হাতে তুলে দেয়ার চেষ্টা করা হয় তা

www.BanglaBook.org

হলে প্রয়োজনে ও আত্মহত্যা করবে ঠিক করেছে। এসব কিছুই করছে ও তোমাকে ভালবাসে বলে, রাজপুত্র এযিয়েল। তোমাকে ভালবাসে বলে আমার রানি হতে চায়নি। এখন আন্দাজ করতে পারছ কেন আমি তোমাকে অক্ষত ধরতে চেয়েছি? শোনো তা হলে বলছি, তোমাকে আমি ওকে কাছে টানার জন্যে টোপ হিসেবে ব্যবহার করব। তোমাকে মেরে ফেলা খুবই সোজা, কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না, আত্মহত্যা করে বসবে তা হলে এলিসা। কিন্তু এমন হতে পারে যে, তোমাকে বাঁচানোর জন্য ও-ও হয়তো বেঁচে থাকতে চাইবে, হয়তো আমার কাছে আসতেও দ্বিধা করবে না। অন্তত এই চেষ্টাটা আমি করবোই। যদি এতে কাজ না হয়, তা হলে রক্ত দিয়ে ওর গর্বের মাশুল দেবে তুমি, রাজপুত্র এযিয়েল।'

'খুশি মনে,' বলল এযিয়েল। 'ভাবছি কতোবড় নীচ মনের মানুষ তুমি, অসহায় একটা মেয়েকে মুচড়ে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেষ্টা করছ। আমি ভাবতেও পারি না কাপুরুষ ছাড়া আর কেউ এধরনের কৌশল করবে। তুমি কি কাপুরুষ, ইথোবাল?'

'বোকা!' রাগে ধমকে উঠল ইথোবাল। 'আমি কাপুরুষ নই বলেই এই কৌশল করছি। তোমার মতোই আমিও এলিসাকে নিজের করে চেয়েছি। সেই দুর্বলতা আমি ঝেড়ে ফেলতে পারব, কিন্তু এলিসা আমার বিরুদ্ধাচারণ করেছে, আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আমার জাতির কাছে আমাকে হাসির পাত্রে পরিণত করেছে। কাজেই যে-করে হোক ওকে আমি জয় করে নেবোই। সেজন্যে যা মূল্য আমাকে দিতে হয় তা-ই দেব।'

'আমি বলছি, রাজা ইথোবাল, ওকে তুমি জয় করতে পারবে না,' বলল এযিয়েল। 'যদি ওর চোখের সামনে অত্যাচার করে আমাকে খুনও করো তবু তাতে কাজ হবে না। তোমার নোংরা

www.BanglaBook.org

কৌশল ব্যর্থ হবে।'

'সেটা সময় এলে দেখা যাবে,' টিটকারির হাসি হাসল ইখোবাল। প্রহরীদের ডাক দিয়ে তারপর বলল, 'একে আর এর সঙ্গীদের নির্ধারিত জায়গায় নিয়ে যাও।'

টেনেহিঁচড়ে তাঁবু থেকে বের করা হলো এযিয়েলকে, একটা কাঠের খাঁচায় ভরে দেওয়া হলো। এধরনের খাঁচা ক্রীতদাস মহিলা আর বাচ্চাদের উটের পিঠে বহন করতে ব্যবহার করা হয়। এযিয়েলের সৈনিকদেরও একই ভাবে খাঁচায় পোরা হলো। এবার অপেক্ষারত উটের পিঠে চাপানো হলো খাঁচাগুলো। প্রতিটা উটের পিঠে দুটো করে খাঁচা। কাপড় দিয়ে খাঁচাগুলো ঢেকে দেওয়া হলো। রওনা হলো উটের কাফেলা। খানিকক্ষণ পর এযিয়েল টের পেল চড়াই বেয়ে উপরে উঠছে উটগুলো। একসময় সমতলে পৌঁছে গেল তারা। অযত্নের সঙ্গে নামানো হলো খাঁচাগুলো। কাপড় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কিছু দেখতে পেল না এযিয়েল। রাত নেমেছে।

খাঁচার ভিতর ভরে রেখেই তাদের বয়ে নিয়ে একটা তাঁবুর ভিতর ঢোকানো হলো। গরাদের ফাঁক দিয়ে খাবার আর পানি দিয়ে গেল একজন।

যুদ্ধের ক্লান্তি, পরাজয়ের হতাশা আর অসুস্থতা থেকে মাত্র ওঠার দুর্বলতায় একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল এযিয়েল। ভোরে পরিচিত গলার আওয়াজে ঘুম ভাঙল ওর। গরাদের ফাঁক দিয়ে মেটেমকে দেখতে পেল। প্রহরী আছে তার সঙ্গে, কিন্তু তাকে বাঁধা হয়নি। বিচলিত দেখাচ্ছে তাকে। চোখে অশ্রুর চিহ্ন। 'হায়!' ভাঙা গলায় বলে উঠল মেটেম, 'বেঁচে থেকে এ-ও আমাকে দেখতে হলো! ইজরায়েল আর মিশরের রাজবংশের রক্তবাহী মানুষটাকে বুনো জন্তুর মতো খাঁচায় ভরে রাখা হয়েছে। জংলীরা

www.BanglaBook.org

তাঁকে নিয়ে হাসি-মশকরা করছে! রাজপুত্র এই লজ্জার বদলে আপনার মরে যাওয়াও ভাল ছিল।'

'মানুষের ওপর দুর্ভাগ্যের কর্তৃত্ব আছে, দুর্ভাগ্যের ওপর মানুষের কর্তৃত্ব নেই, মেটেম,' শান্ত গলায় বলল এযিয়েল। 'আর দুর্ভাগ্যে পতিত হলে লজ্জারও কিছু নেই। আমার যদি নিজেকে হত্যা করার উপায় থাকত, আর আমি আত্মহত্যা করতাম, তা হলে সেটা হতো মহাপাপ। তাতে হয়তো আরেকজনও নিজের জীবন দিত। কাজেই মৃত্যুর জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছি আমি। সে-মৃত্যু যেভাবেই আসুক, আমি মেনে নেব। আশা করছি আমার এই দুরবস্থা দেখে যাঁর প্রতি আমি অবিশ্বস্ত হয়েছিলাম, সেই চিরন্তন প্রভু হয়তো আমার পাপ ক্ষমা করবেন।...তুমি এখানে কীভাবে, মেটেম?'

'ইথোবালের অনুমতি নিয়ে এসেছি আপনাকে দেখতে। তার নিজের বোধহয় কোনও উদ্দেশ্য আছে অনুমতি দেয়ার পেছনে। আপনি কি শুনেছেন, রাজপুত্র, শহর দখল করে নিয়েছে সে? এখনও কোনও ক্ষতি করেনি শহরের। নগরবাসী মন্দির আর দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে। আর স্যাকোন ব্যর্থতার জ্বালা সইতে না পেরে নিজের তলোয়ারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে।'

'তা-ই?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল এযিয়েল। 'ইসাচার এরকমই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।...এলিসার কোনও খবর জানো?'

'জানি, রাজপুত্র। উনি এখনও সমাধিতেই আছেন। অনেকে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু কারও কথার কোনও জবাব দিচ্ছেন না উনি।' মেটেমের পিছনে দাঁড়ানো প্রহরী তাঁবুর দরজা খুলে দিল। ভিতরে ঢুকল সূর্যের রশ্মি। সেই আলোয় এযিয়েল আর তার অসহায় সৈন্যদের দেখা গেল। সরু খাঁচায় লজ্জাজনক ভাবে বন্দি করে রাখা হয়েছে সবাইকে।

www.BanglaBook.org

'জায়গাটা চিনতে পারছেন?' জিজ্ঞেস করল মেটেম।

হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁচু হলো এযিয়েল, দেখতে পেল একটা টিলার চূড়ায় আছে তারা। চূড়াটা গ্র্যানিটের খণ্ড দিয়ে বাঁধানো। নীচের সমতল থেকে জায়গাটা আশি ফুটেরও বেশি উপরে। একশো ফুট দূরে বিপরীত দিকের টিলায় দেখা যাচ্ছে একটা গুহা। ওটার দরজা আছে। সেই ব্রোঞ্জের দরজায় মোটা মোটা গরাদ দেওয়া। দুই টিলার মাঝ দিয়ে চলে গেছে একটা রাস্তা।

'চিনতে পারছি, মেটেম,' বলল এযিয়েল। 'ওই পথ ধরেই উপকূল থেকে এসেছিলাম আমরা। আর ওই যে বালটিসের অবতারের সমাধি। এখানে আমাদের আনা হয়েছে কেন?'

'এলিসা দরজার কাছে বসে আছেন সমাধির ভেতরে,' বলল মেটেম। 'এখানে কী ঘটছে স্পষ্ট দেখতে পাবেন উনি। এখন নিজেই বুঝে নিন কেন আপনাদের এখানে আনা হয়েছে, রাজপুত্র।'

'যাতে আমাদের কষ্ট দেখতে পায়?'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল মেটেম।

'কী করবে ওরা আমাদের, মেটেম?'

'অপেক্ষা করুন,' বিষণ্ন গলায় বলল মেটেম, 'নিজেই দেখতে পাবেন।'

মেটেমের কথা শেষ হতে না হতেই কয়েকজন অনুচর নিয়ে হাজির হলো ইথোবাল। মেটেমকে শুভেচ্ছা জানাল সে, তারপর ঘুরে তাকাল ইহুদি সৈন্যদের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের মধ্যে কে আগে মরতে রাজি?'

'আমি,' বলল এযিয়েল। 'আমিই ওদের নেতা।'

'না, রাজপুত্র,' শয়তানির হাসি হাসল ইথোবাল। 'তোমার এখনও সময় আসেনি। ওই যে দেখো, ওই লোকটা আহত

BanglaBook.org

হয়েছে। ওকে কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়াটা রীতিমতো দয়ার কাজ হবে।' অনুচরদের নির্দেশ দিল সে, 'ওই ইহুদিটাকে টিলার কিনারায় নিয়ে যাও। আর রাজপুত্রকেও খাঁচাসহ নিয়ে চলো। সে মৃত্যুদণ্ডের এই নতুন নিয়মটা দেখুক।'

নির্দেশ পালিত হলো। এযিয়েলের খাঁচাটা কিনারায় নামিয়ে রাখল দাসের দল। কিনারা থেকে বিশ ফুট নীচে বেরিয়ে আছে একটা গ্রানিটের তাক। সেটার কিনারায় একটা খোঁড়ল তৈরি করা হয়েছে। সেটার উপরে একটা দণ্ড থেকে সরু চেইন ঝুলছে। ওটার শেষ প্রান্তে ঝোলানো হয়েছে পালিশ করা তীক্ষ্ণ এক খণ্ড স্ফটিক।

ওটা কী অশুভ কাজে আসবে বুঝতে চেষ্টা করল এযিয়েল। দেখতে পেল দাসরা আহত ইহুদি যোদ্ধার খাঁচাটা দড়ি দিয়ে বাঁধল, তারপর ঝুলিয়ে দিল মস্ত স্ফটিক খণ্ডের নীচে। শূন্যে ঝুলছে এখন খাঁচাটা। অনেক নীচে পাথুরে সমতল ভূমি।

'এবার আমি ব্যাখ্যা করছি,' বলল ইথোবাল। 'শাস্তির এই পদ্ধতিটা আমি বালের উপাসকদের কাছ থেকে ধার করেছি। এভাবে বালকে উৎসর্গ দেয়া হতো। রক্তের দায় বহন করতে হতো না কাউকে। রাজপুত্র, ওই স্ফটিক তো দেখতে পাচ্ছ। একটা নির্দিষ্ট সময়ে ওটার ভেতর দিয়ে সূর্যরশ্মি গিয়ে পড়বে খাঁচা ঝুলিয়ে রাখা ঘাসের দড়ির ওপর। প্রচণ্ড তাপে পুড়তে শুরু করবে দড়ি, তারপর ছিঁড়ে যাবে। যদি আকাশের মেঘের কারণে নির্দিষ্ট সময়ে রশ্মি না পড়ে, দড়ি পুড়ে খাঁচা খসে না পড়ে, তা হলে বন্দিকে মুক্তি দেয়া হতো। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জানো, বছরের এ-সময়ে আকাশে কোনও মেঘ থাকে না। কী, রাজপুত্র, বলার মতো কিছু নেই তোমার?'

এযিয়েল চুপ করে শুনছে দেখে ইথোবাল আবার বলে চলল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এখন এলিসার ওপর নির্ভর করে এই একই পরিণতি তোমারও হবে কি হবে না, রাজপুত্র। তুমি বরং ওর কাছে খবর পাঠাও, যাতে ও তোমাকে রক্ষা করে। চিন্তা করে দেখো কেমন লাগবে তোমার এতো ওপর থেকে নীচে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে, দেখতে পাবে সূর্যের তাপে আস্তে আস্তে পুড়ছে দড়ি। কী আর বলব, মৃত্যুর আগেই আতঙ্কে আমি মানুষকে পাগল হয়ে যেতে দেখেছি। দাঁত দিয়ে গরাদ কেটে বের হবার চেষ্টা করেছে অনেকে।...কী, তুমি এলিসার কাছে প্রাণভিক্ষা করবে না? ঠিক আছে। মেটেম, তুমি কি তোমার এই বন্ধুর জন্যে এলিসার কাছে প্রাণভিক্ষা করবে? বালটিসের অবতারকে বোলো দুপুরের একঘণ্টা আগে তাকাতে। ইহুদি সৈনিকের মৃত্যুটা দেখতে পাবে সে। আর তাকে জানিয়ে দিয়ো, যদি আত্মহত্যার চিন্তা বাদ দিয়ে আমার কাছে আত্মসমর্পণ না করে, তা হলে কাল এই একই পরিণতি হবে তার প্রেমিকের। না, মেটেম, একটা কথাও বলবে না। আমি তর্ক শুনতে চাই না। তোমার সঙ্গে আমার লোক যাবে। তুমি এলিসাকে জানাবে আমি কী বলেছি। দেখো, ব্যর্থ হয়ো না, ব্যবসায়ী, ব্যর্থ হলে তুমিও ওই খাঁচা থেকে ঝুলবে। এলিসাকে জানাবে, কাল ভোরে সূর্য ওঠার পর ওর জবাব শুনতে আমি নিজে যাব। যদি এলিসা আমার প্রস্তাবে রাজি হয় তা হলে রাজপুত্র এযিয়েল আর তার সঙ্গীদের মুক্ত করে দেব। তাদের নিয়ে তুমি ফিরে যাবে যেখান থেকে এসেছ। আর এলিসা যদি রাজি না হয়, তা হলে...সূর্যদেবতা কাল তার উৎসর্গ পেয়ে যাবে। এবার যাও।'

আর কোনও উপায় না দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে রওনা হয়ে গেল মেটেম।

নীরবে প্রার্থনা করছে এযিয়েল। মৃত্যুপ্রহর গুনছে সহযোদ্ধার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আস্তে আস্তে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। উল্টোদিকের টিলায় লোকজন দেখতে পেল এযিয়েল। মেটেম আর তার সঙ্গের প্রহরীদল গুহামুখের দিকে এগিয়ে চলেছে। মেটেম এলিসাকে ডাকছে, অস্পষ্ট শুনতে পেল সে। খাঁচার মধ্যে ঘুরে ঝুলন্ত সৈনিকের দিকে তাকাল এযিয়েল। স্ফটিকের ভিতর দিয়ে সূর্যরশ্মি ওই খাঁচার পাশে এসে পড়েছে। ঘনিয়ে আসছে ভয়ঙ্কর সময়টা। স্তব্ধ বাতাসে দড়ি থেকে সামান্য ধোঁয়া উঠতে দেখল সে। আহত সৈন্যকে চোখ বন্ধ করতে অনুরোধ জানাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলো চরম মুহূর্ত।

পুড়ছে দড়ি, তারপরই পট করে ছিঁড়ে গেল। খাঁচা আর সেটার ভিতরের সৈনিক হারিয়ে গেল এযিয়েলের দৃষ্টিপথ থেকে। অনেক নীচে থেকে ভেসে এলো ভারী কিছু পতনের আওয়াজ। বালটিসের অবতারের সমাধি থেকে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল একটা নারীকণ্ঠ। প্রতিধ্বনি তুলল আওয়াজটা।

সতেরো

শেষ আশা

মাত্র ভোর হয়েছে। বালটিসের অবতারের সমাধি-দোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাজা ইথোবাল। সূর্যের আলোয় চকচক করছে ব্রোঞ্জের দরজা, সেটার গরাদ, ইথোবালের তলোয়ারের হাতল আর পরনের ধাতব সাজসজ্জা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কে এসেছ বিরক্ত করতে?' সমাধির ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করল একটা রিনরিনে কণ্ঠ।

'আমি রাজা ইথোবাল,' জানাল ইথোবাল। 'মেটেমকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলাম, কাজেই জানতে এসেছি আমার বন্দি রাজপুত্র এযিয়েলের পরিণতির বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নিলে তুমি। খাদের ওপর ঝোলানো হয়েছে তাকে। তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি না হলে মৃত্যু হবে তার। আর যদি রাজি হও, তা হলে নিজের দেশে ফিরে যেতে পারবে সে।'

'কীসের বিনিময়ে তাঁকে মুক্তি দেবে তুমি, রাজা ইথোবাল?'

'তুমি তো জানো, এলিসা। তোমাকে পাবার বিনিময়ে তাকে মুক্তি দেব। বোকামি কোরো না, এলিসা। শোনো, নিজের আর ওর জীবনটা বাঁচাও। সেক্ষেত্রে শহরটাও আমি ধ্বংস করব না। আমার রানি হয়ে এ-শহর শাসন করতে পারবে তুমি।'

'আমাকে ঘুষ দিয়ে রাজি করানো যাবে না, রাজা ইথোবাল। আমার বাবা মারা গেছে। শহর আর মিথ্যে ধর্মের জন্যে নিজেকে আমি তোমার হাতে তুলে দেব?'

'না, তা দেবে না। কিন্তু, এলিসা, যাকে ভালবাসো তাকে বাঁচাতে তুমি ঠিকই আমার কথা মতো কাজ করবে। চিন্তা করে দেখো, এলিসা, তুমি যদি রাজি না হও, তা হলে তোমার কারণেই মারা যাবে সে। আর এ থেকে কী লাভ হবে তোমার?'

'আমি এভাবে বেঁচে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি,' জানাল এলিসা। 'আমার মরণই ভাল।'

'আমার হাতে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করে দাও,' বলল ইথোবাল। 'শীঘ্রি সব মোহ তুমি ভুলে যাবে। তুমি হবে সবচেয়ে ক্ষমতাশালিনী রানি।'

চুপ করে থাকল এলিসা। নীরবে কাটল কিছুক্ষণ, তারপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইথোবাল বলল, 'এলিসা, সূর্য উঠেছে। আমার চাকররা একটা ইশারার অপেক্ষা করছে।'

এলিসার কণ্ঠ শুনে মনে হলো দ্বিধায় পড়ে গেছে। 'এভাবে কাউকে নিজের স্ত্রী হতে বাধ্য করলে তাকে বিশ্বাস করবে কী করে তুমি? আমি তো তোমাকে খুনও করতে পারি।'

'আমি সে-ভয় পাই না,' জবাব দিল ইথোবাল। 'তুমি যদিও বলো মন্দির আর দুর্গে আশ্রয় নেয়া হাজার হাজার পরাজিতদের পরিণতির ব্যাপারে তোমার কোনও দায়দায়িত্ব নেই, তবু জেনে রাখো, ওরা আসলে আমার জিম্মি। তুমি যদি সুযোগ পেয়ে আমাকে ছোরা মারো, তা হলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে যিম্বোতে। তলোয়ারের কোপে একজনও বাঁচবে না এ-শহরের। আর ভবিষ্যৎকে আমি ভয় পাই না। ভাল করেই জানি, এখন যদিও তুমি মনে করছ আমাকে তুমি ঘৃণা করো, কিন্তু শীঘ্রি আমাকে ভালবাসতে শিখবে তুমি।'

'তুমি কি শপথ করছ, রাজা ইথোবাল, আমি নিজেকে তোমার হাতে তুলে দিলে তুমি রাজপুত্র এযিয়েলের কোনও ক্ষতি করবে না? কীভাবে তোমাকে আমি বিশ্বাস করব, তুমি তো দু'দুবার তাকে খুন করার চেষ্টা চালিয়েছ।'

'আমাকে সন্দেহ করো, যদি সন্দেহ করতে ইচ্ছে হয় তোমার, এলিসা। কিন্তু নিজের চোখকে তো সন্দেহ করতে পারবে না। ওই যে নীচে দিয়ে সমুদ্র উপকূলের দিকে চলে গেছে রাস্তা। সমাধি থেকে বেরিয়ে এসো, এই পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে এযিয়েল আর তার সঙ্গী-সাথীদের চলে যেতে দেখো। যদি চাও তা হলে বিদায় নিতে তার সঙ্গে কথাও বলতে পারো। তাতে তুমি নিশ্চিত হতে পারবে যে এযিয়েল বেঁচে আছে। আরও শপথ করে বলছি, আমার মাথা আর সম্মানের কসম, এযিয়েল চলে যাওয়ার

www.BanglaBook.org

আগে সমাধি থেকে বেরিয়ে এলেও তোমাকে স্পর্শ করা হবে না, ধাওয়াও করা হবে না তাকে। এবার সিদ্ধান্ত নাও, এলিসা।'

আবার নীরবতা নামল। তারপর এলিসা ভাঙা গলায় বলল, 'রাজা ইথোবাল, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমার রাজকীয় শপথ বিশ্বাস করে সমাধি থেকে বেরিয়ে এসে পাথরের ওপর দাঁড়াব আমি, রাজপুত্র এযিয়েল আর তার সঙ্গে লোকজনকে নিরাপদে চলে যেতে দেখব। তারপর তুমি আমাকে পাবে। যা খুশি করতে পারবে আমাকে নিয়ে। তুমি আমাকে জয় করে নিয়েছ, রাজা ইথোবাল। এখন থেকে আমার এই ঠোঁট শুধু তোমার, অন্য কারও নয়। চাকরদের ইশারা দিয়ে দাও, আমি বিষের বোতল আর ছোরা সরিয়ে রেখে বেরিয়ে আসব।'

কিনারার বাইরে শূন্যে ঝুলছে খাঁচায় বন্দি এযিয়েল, মৃত্যুর প্রহর গুনছে। মরতে হবে জেনেও সে খুশি, নিশ্চিত ভাবে জানে যে, তাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেকে ইথোবালের হাতে তুলে দেবে না এলিসা। ঝুলছে এযিয়েল। অসুস্থ বোধ করছে। ঝিমঝিম করছে মাথা। প্রার্থনা করছে, সেই সঙ্গে আছে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। দড়ি ছিঁড়ে যাবে, নীচে পড়ে থেঁতলে মারা যাবে সে।

হঠাৎ উল্টোদিকের টিলা থেকে পরপর তিনবার শিঙার আওয়াজ শুনতে পেল এযিয়েল। এর মানে কি ভাবতে ভাবতেই দেখল, তার খাঁচাটা আস্তে আস্তে শক্ত জমির উপর টেনে সরিয়ে আনা হলো। টিলা থেকে খাঁচাটা সাবধানে ধরে ধরে নামাচ্ছে দাসের দল। টিলা থেকে নামানোর পর খাঁচা ভেঙে ফেলা হলো। সামনে উটের একটা কাফেলা দেখতে পেল এযিয়েল। উটের পিঠে বসে রয়েছে তার সৈন্যরা।

একটা উটে কোনও আরোহী নেই। ওটার দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে মেটেম। ওটার পিঠে এযিয়েলকে তুলে দিল ইথোবালের

www.BanglaBook.org

চাকররা। তবে তার কব্জির বাঁধন খোলা হয়নি।

'এটা রাজার নির্দেশ,' মেটেমকে জানাল একজন ক্যাপ্টেন। 'যাত্রা করার ছয়ঘণ্টা পরই শুধু খুলতে পারবে রাজপুত্রের হাতের বাঁধন। যাও এবার। কোনও বিপদ হবে না। ভয় পেয়ো না।'

*

'কী ঘটেছে?' উট সামনে বাড়তেই মেটেমকে জিজ্ঞেস করল এযিয়েল। 'আমাকে ছেড়ে দেয়া হলো কেন? আমি তো মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলাম। এসবের কারণ কী, তোমার কোনও কৌশল, না কি এলিসা...' থেমে গেল এযিয়েল।

মেটেম বলল, 'কী ঘটেছে তা আমি বলতে পারব না, রাজপুত্র, কারণ আমি সৎ একজন ব্যবসায়ী হিসেবে কথা দিয়েছি এখন বলব না। কালকে রাজা ইথোবাল তার বক্তব্য এলিসাকে জানাতে যেতে আমাকে বাধ্য করেছিল। আমার একটা মাত্র কথারই জবাব দিয়েছিলেন তিনি। কানে কানে বলেছিলেন সমাধির ভেতর থেকে। যদি আমরা মুক্তি পাই, তা হলে কাজটা করতে হবে। আপনাকে চিন্তা করতে তিনি নিষেধ করেছেন। ইথোবালের হাত থেকে রক্ষা পাবার একটা পথ খুঁজে পেয়েছেন তিনি। সামনের রাস্তায় আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন এলিসা।'

মেটেম কথা বলছে। উটগুলো ছোট টিলাটা ঘুরে পবিত্র সমাধির নীচ দিয়ে চলেছে। মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পঞ্চাশ ফুট উপরে একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছে এলিসা। তার থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়ানো রাজা ইথোবাল। 'থামো, রাজপুত্র এযিয়েল,' পরিষ্কার কণ্ঠ ভেসে এলো এলিসার। 'বিদায়ের ক্ষণে আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। আমি তোমার এবং তোমার সঙ্গীদের জীবন কিনে নিয়েছি। তোমরা এখন মুক্ত। তোমাদের যিম্বোর সবচেয়ে দ্রুতগামী উট দেয়া হয়েছে, কাজেই

www.BanglaBook.org

কেউ তোমাদের এখন ধাওয়া করে ধরতে পারবে না। সামনের রাস্তাতেও পাহারা দেয়া হচ্ছে না। কাজেই যাও তোমরা। সুখী হও। আমি যেসব কথা বলেছি তা যেন ভুলে যেয়ো না, রাজপুত্র এযিয়েল। যা বলেছি তার সবই সত্যি। মেটেমের মুখে আমার বলা যে-কথা শুনেছ, তা-ও মিথ্যে নয়। সেই কথা এখন আমি রক্ষা করব। পথে দেখা হবে আমাদের। মনে রেখো, আমি বলেছিলাম সবসময় তোমার সঙ্গে থাকব।' ঘাড় ফেরাল এলিসা। 'রাজা ইথোবাল, আমি এখন তোমার। এসো, আমাকে উপহার হিসেবে গ্রহণ করো।' আবার এযিয়েলের দিকে তাকাল এলিসা। 'রাজপুত্র, আমার হৃদয় শুধু তোমার। সারাজীবন আমি তোমার সঙ্গিনী হবো। মৃত্যুর পর আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকব, এযিয়েল।'

এবার, এযিয়েল কিছু বলার আগেই দ্রুত পাথরের উপর থেকে ঝাঁপ দিল এলিসা। পথের উপর এসে পড়ল ওর দেহ। এতো জোরে হাত ঝটকা দিল এযিয়েল যে, দড়িগুলো প্রচণ্ড টানে ছিঁড়ে গেল। উট থেকে লাফিয়ে নেমে এলিসার পাশে হাঁটু মুড়ে বসল এযিয়েল। এখনও মারা যায়নি এলিসা। ওর চোখ দুটো খোলা। ঠোঁট নড়ছে অল্প অল্প। 'আমি বিশ্বস্ত থেকেছি, এযিয়েল,' ফিসফিস করল ও। 'তুমিও তোমার কথা রেখো। আমাদের কাহিনী এখনও শেষ হয়নি।' জোরে শ্বাস নিল এলিসা, তারপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

এলিসার মৃতদেহের পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকাল এযিয়েল। পাথরের কিনারা থেকে চোখে আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে আছে রাজা ইথোবাল। তার দিকে তাকিয়ে অন্তরের ভিতর প্রচণ্ড আক্রোশ অনুভব করল এযিয়েল, ওর ভিতরে যেন দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। ওই লোকটার ঈর্ষা আর অশুভ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোভ ওর ভালবাসা, ওর এলিসাকে চিরতরে কেড়ে নিয়েছে। অথচ ইথোবাল এখনও বেঁচে আছে।

এযিয়েলের পাশে এসে দাঁড়াল মেটেম, এই প্রথমবারের মতো তার মুখে কোনও কথা যোগাল না। মেটেমের হাত থেকে ধনুকটা এক ঝটকায় কেড়ে নিল এযিয়েল, তারপর ওটায় তীর জুড়ে এক টানে কানের কাছে নিয়ে এসে ছিলাটা ছেড়ে দিল। উপরের দিকে ছুটল তীর, সোজা ইথোবালের গলায় গিয়ে গাঁথল। 'এই উপহারটা ইজরায়েলের রাজপুত্রের তরফ থেকে,' চিৎকার করে বলল উন্মত্ত এযিয়েল।

একটা মুহূর্ত অনড় দাঁড়িয়ে থাকল বিশালদেহী ইথোবাল, তারপর দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিল। ভারসাম্য হারিয়ে পাথরের উপর থেকে নীচের রাস্তায় আছড়ে পড়ল তার লাশ।

*

'ঘটনা শেষ হয়েছে,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল মেটেম। 'ভাগ্যে যা ছিল তা-ই ঘটেছে।' হাতের ইশারা করল সে। 'ওই দেখুন, রাজপুত্র, রাজার অনুগত সৈনিকরা ছুটে আসছে! চলুন, রওনা হওয়া যাক, নইলে এই লাশ দুটোর সঙ্গী হতে হবে আমাদেরও।'

'এলিসার সঙ্গী হওয়াই আমার ইচ্ছে,' দৃঢ় স্বরে বলল এযিয়েল।

'সে-ইচ্ছে হয়তো পূরণ হবে না,' জবাব দিল মেটেম। 'আসুন, রাজপুত্র, আপনাকে ফেলে আমরা যেতে পারছি না। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সবাইকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবেন না? এলিসা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই তা চাইতেন না।'

হাঁটু মুড়ে বসে মৃতা এলিসার কপালে চুমু খেল এযিয়েল, তারপর উটের পিঠে চেপে রওনা হলো একটা কথাও না বলে।

*

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে-রাতে আঁধার নামার পর ফিরতি পথের অভিযাত্রীদের পিছনে আকাশটা লাল হয়ে উঠল। 'স্বর্ণশহর ধ্বংস হয়ে গেল,' বলল মেটেম। 'যিম্বো হয়েছে আগুনের শিকার, আর ওটার নাগরিকরা হয়েছে তলোয়ারের শিকার। ইসাচার সত্যিই নবী ছিলেন। তাঁর কথাই সত্যি হলো।'

মুখ নিচু করে এযিয়েল পবিত্র ইসাচারের কথাগুলো ভাবল। তিনি বলেছিলেন, এলিসা আর ওর জন্য কবরের পরও জীবন আছে। তা হলে আশা আর ভালবাসাও আছে। মৃদু বাতাস এযিয়েলের কপাল ছুঁয়ে গেল। এঁযিয়েল শুনতে পেল মিষ্টি একটা কণ্ঠস্বর যেন বলছে, 'সাহস হারিয়ো না, প্রিয়। এখনও আমাদের জন্য আশা আছে। আমাকে যেন ভুলে যেয়ো না তুমি।'

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG